অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট

লেখক

এরিখ্ মারিয়া রেমার্কে

অনুবাদক

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড

১৫, কলেজ স্কোয়ার

১৯৩৬

দাম ১।০

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ; এম. সি. সরকার, এণ্ড সন্স লিঃ ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রিণ্টার—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য, তাপসী প্রেস, ৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক

সাঁইত্রিশ বছর আগে জার্ম্মাণ দেশে এরিথ্ মারিয়া রেমার্কের জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন আঠারো তখন ইয়োরোপে যুদ্ধ বেধে ওঠে। তিনি তখনও স্কুলের পড়া করছেন; স্কুল ছেড়ে দিয়ে তাঁকে সৈনিকের দলে যোগ দিতে হয়; এবং তাঁকে সোজা ফরাসী দেশে যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে তারই ফ্রন্ট লাইনে পাঠানো হয়। চার বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল, এরই মধ্যে তাঁর রুগ্না মার মৃত্যু হয় এবং যুদ্ধে তাঁর সমস্ত বন্ধুরা মারা পড়ে। রেমার্কে দৈববলে বেঁচে যান বটে, কিন্তু লড়াই থেকে ফিরে তিনি দেখেন যে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। শান্তি এবং বিশ্রামের জন্যে তিনি এক গ্রাম্য স্কুলে মাষ্টারী নেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে নানা নতুন নতুন রকমের কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িত করেন। এই সময় লটারীতে তিনি বেশ কিছু টাকা পেয়ে সেই টাকায় নানা দেশ ঘুরে বেড়ান। ফিরে এসে তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর বন্ধুদের যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাই লিখতে আরম্ভ করেন। এই বই—**Im Westen Nichts Neues**—প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে এক বছরের মধ্যে বাইশটা ভাষায় তা অনূদিত হয়ে যায়। কি কি ভাষায় কত বই বিক্রী হয়েছিল তার একটা হিসেব দিচ্ছি :—

জার্ম্মাণ	৯৫০,০০০	সুইডিশ্	৫৫,৫০০
আমেরিকান	৪২০,০০০	স্প্যানিশ্	৫০,০০০
ইংরাজী	৩০০,০০০	হিব্রু	৫০,০০০
হাঙ্গেরিয়ান	১০০,০০০	চেক্	৩৫,০০০
রাশিয়ান	১০০,০০০	রুমেনিয়ান	৩০,০০০
ইডিশ	১০০,০০০	ফিনিশ্	২০,০০০
ড্যানিশ-নরোয়েজান	৬৫,০০০	লেটিশ্	২০,০০০
ডাচ্	৬১,০০০	অন্যান্য সংস্করণ	১৫,০০০


ESTD
Dist HOWRAH



এরিখ্ মারিয়া রেমার্কে



অল্-কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফৌজের মহড়া (Front) থেকে পাঁচ মাইল তফাতে আজ আমরা আরাম করছি। গতকাল সেখানে অন্যদল যাওয়াতে আমরা রেহাই পেয়েছি। এক পেট মাংস আর মটরশুটি খেয়ে আমরা এখনকার মত নিশ্চিন্ত। বিকেলের জন্যে সকলেই পুরো এক পাত্র করে খাবার পেয়ে গেছি, তা ছাড়া প্রত্যেকেব ভাগে সসেজ আব রুটির ডবল খোরাকও জুটে গেছে। এমনিটি রোজ হলে বেশ ফুর্ত্তিতে থাকা যায়—কপালে এমন খাওয়া বহুদিন যোটেনি। ইয়াডেন আর ম্যুলের এর উপরেও আরো দু'বাটি কবে খাবাব নিয়েছে। ইয়াডেন নিয়েছে সে পেটুক বলে, আর ম্যুলের ভবিষ্যতের জন্যে পুঁজি করে রাখছে।

এ ছাড়া জন-পিছু দশটা চুরুট, কুড়িটা সিগারেট আর দোক্তা। মন্দই বা কি! আমি কাট্‌সিনস্কির সিগারেটের সঙ্গে আমার দোক্তা বদল করে নেওয়াতে আমার হাতে হল চল্লিশটা সিগারেট। একদিনের পক্ষে এই যথেষ্ট।

অবশ্য এইরকম ভরপুর খোরাক যে আমাদের প্রায়ই যোটে তা নয়। প্রুশিয়ানরা অতটা দিলদরিয়া নয়—সহজে উপরহস্ত হতে চায় না। আমাদের এই যে কপাল খুলে গেছে এর মূলে হচ্ছে যমের ভুল।

হপ্তা দুই আগে তখন আমরা মহড়ার ফৌজদের হয়ে বদলি খাটছি। আমাদের দিকটা বেশ ঠাণ্ডাই আছে, কাজেই আমাদের কোয়ার্টার-মাষ্টার পুরো দেড়শ' জনের জন্যেই নিয়মিত খাবার পাঠান। বদলি-খাটার শেষদিনে ইংরেজদের অনেকগুলো কামান হঠাৎ একসঙ্গে আমাদের উপর গোলাবৃষ্টি করে, দেড়শ'র মধ্যে উড়িয়ে দিলে সত্তর জনকে—ফস্‌কে গেলুম আমরা এই কজন!

গত রাত্রে আমরা ফিরে এসে আরামে ঘুম দিয়েছি। কাট্‌সিন্‌স্কি ঠিকই বলে—যদি আর একটু বেশী ঘুমোবার সময় পাওয়া যেত, তাহলে লড়াই জিনিষটা মন্দ হত না। ফ্রণ্টে থাকতে আমরা ঘুমতে পাইনি বল্লেই হয়, আর একটানা একপক্ষ জাগরণ বড় সহজ কথা নয়।

তখন বেলা দুপুর—আমাদের আস্তানা থেকে আমরা গুটি গুটি বেরলুম। টিনের বর্ত্তন হাতে রান্নাঘরের সামনে আমরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি। রান্নার খোস্‌বোতে জিভে জল আসছে। সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে পেটুকের শিরোমণি আলবের্ট ক্রোপ—আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান; সেই আমাদের মধ্যে সবার আগে লান্স্ কর্পোরাল হবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ম্যুলের এখনও তার সঙ্গে ইস্কুলের বই নিয়ে ফিরছে, কারণ এখানেও সে তার পরীক্ষার কথা ভাবে আর যখন গোলাবর্ষণ সুরু হয়, বিড়বিড় করে পদার্থ-বিজ্ঞানের পাঠগুলো আওড়াতে থাকে। লেএআর এখন একমুখ দাড়ি গোঁফ রেখে মাতব্বর বনে গেছে। তারপর আমি পাউল বয়মের। আমাদের চারজনেরই বয়েস উনিশ বছর। ইস্কুলের একই শ্রেণী থেকে আমরা যুদ্ধের স্বেচ্ছাসেবকের দলে যোগ দিয়েছি।

আমাদের পিছনেই আমাদের অন্ত বন্ধুরা—ইয়াডেন, আমাদেরই বয়সী, আগে সে চাবিওয়ালার কাজ করত। তার মতো খাইয়ে আমাদের দলের মধ্যে কেউ নেই। হাইএ ভেষ্টুস্—তার বয়সও ঐ—তার কাজ

ছিল মাটি কাটা। তারপর চাষী ডেটেরিং, সে কেবলই ভাবছে তার ক্ষেত খামার তাব স্ত্রী পুত্রের কথা। সবশেষে ষ্টানিস্‌লাউস্ কাট্‌সিন্‌স্কি, আমাদের দলপতি—চতুর, ধড়িবাজ, কষ্টসহিষ্ণু, বয়স চল্লিশ বছর, সব রকম কাজেই ওস্তাদ।

রসুই আমাদের দিকে কোন নজব দিচ্ছেনা দেখে আমরা ক্রমেই অধীর হয়ে পডছিলুম। শেষে কাট্‌সিন্‌স্কি তাকে ডেকে বল্লে—"ওহে হাইন্‌রিখ্, আর কেন হাঁড়ার মুখটা খোলো—দেখাই তো যাচ্ছে রান্না হয়ে গেছে।"

সে হাই তুলে বল্লে—"আগে সবাই জড় হোক্, তবে তো—"

—"আমবা সবাই এসেছি।"

রসুই তবুও কোন খেয়াল করলে না, বল্লে—"তোমরা এলে কি হবে? বাকি সব কোথায়?"

—"তারা আজ আর তোমার হাতে খাবেনা। তারা কেউ হাসপাতালে, কেউ যমের বাড়ী নেমন্তন্ন রাখতে গেছে।"

এই কথাটা কানে যেতে বসুই যেন কেমন হতভম্ব হয়ে বলে উঠল—"সে কি! আমি যে দেডশ' লোকেব খানা বানিয়ে রেখেছি!"

ক্রোপ কনুই দিয়ে তাকে একটা খোঁচা দিয়ে বল্লে—"তাহলে অনেক দিন বাদে আজ পেট ভরে খেতে পাব। নাও আরম্ভ কর।"

ইয়াডেনের চোখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে মুখ কচলাতে কচলাতে বল্লে—"তাহলে দেডশ' লোকের মত রুটিও আছে?"

রসুইএর একেবারে বাক্‌রোধ। সে অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়লে।

ইয়াডেন তার কাপড় ধরে টেনে বল্লে—"আর সসেজ?" রসুই আবার ঘাড় নাডল।

ইয়াডেন উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে—"দোক্তা, চুরুট?"

—"হ্যাঁ সমস্ত।"

ইয়াডেন আনন্দে লাফিয়ে উঠল—"কি মজা! প্রত্যেকে তাহলে পাচ্ছে—রোসো হিসেব করি—প্রায় ডবল খাবার।"

রসুই বলে উঠল—"উঁহু সেটি হচ্ছেনা।"

আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠলুম—"কেন! কেন! হবেনা কেনরে বিট্‌লে বুড়ো!"

—"দেড়শ' লোকের খাবার আশীজন লোককে দেওয়া যেতে পারে না।"

ম্যুলের গর্জ্জে উঠল—"আচ্ছা দেখাচ্ছি দেওয়া যেতে পারে কি না!"

রসুই বল্লে—"যাক্ আঁখনিটা না হয় সবটাই দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাদ বাকি আমি আশীজনের মত দেব।"

কাট্‌সিন্‌স্কি চটে উঠল, সে বল্লে—"ওসব আশী বিরাশী বুঝিনে; 'সেকেণ্ড কম্পানীর' জন্যে রান্না হয়েছে, বেশ, এই আমরা সেকেণ্ড কম্পানী এখানে হাজির হয়েছি, নাও পরিবেশন সুরু কর।"

আমরা শেষটা রসুইএর সঙ্গে হাতাহাতির যোগাড় করে তুল্লুম। তার উপর কেউই সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ লড়াইএর সময় দু'বেলাই এই রসুইএর দোষে আমাদের খাবার দেরী করে ঠাণ্ডা হয়ে আসত। গোলা-গুলির ভয়ে আমাদের 'লাইন'এর অনেক পিছনে সে রসুই-খানা তৈরী করত; সেই কারণে আমাদের খাবার যারা নিয়ে আসত তাদের অন্য অন্য কম্পানীর তুলনায় অনেক বেশী হাঁটতে হত। ফাষ্ট কম্পানীর রসুই এর তুলনায় অনেক ভাল। যদিও সে নিজে মোটা মানুষ, কিন্তু তার রান্নার সরঞ্জাম সে একেবারে ফ্রণ্ট অবধি নিয়ে যেত।

গোলমাল শুনতে পেয়ে আমাদের কমাদাঁ (Company Commander) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি হাঁড়ার দিকে চেয়ে বল্লেন—"বাঃ দিব্যি রান্না হয়েছে তো।"

রসুই ঘাড় নেড়ে বল্লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। মাংস আর চর্ব্বি দিয়ে পাক্যানো হয়েছে কি না।"

কমাদাঁ আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। আমাদের মনের মধ্যে কি হচ্ছে তিনি জানতেন, তিনি আরো অনেক কিছুই জানতেন। কারণ এককালে তিনিও আমাদের মত সৈনিক ছিলেন। তিনি হাঁড়ার ঢাকাটা একটু সরিয়ে একটু শুঁকলেন, তারপর যাবার সময় বলে গেলেন—"সব খাবার বিলি করে দাও, আর আমার জন্যে এক প্লেট নিয়ে এসো।"

ইয়াডেন আনন্দে ধেই ধেই করে রসুইএর চারপাশে নাচতে আরম্ভ করে দিলে। রসুইএর মুখটা তখন যা দেখতে! এইরকম অবস্থায় সে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়। যেন বিশেষ কিছুই হয়নি, এই ভাবটা দেখাতে গিয়ে সে নিজের ইচ্ছায় একপোয়া কেমিক্যাল মধু আমাদের মধ্যে বেটে দিলে।

*　　　　　　　　*

আজকের দিনটা বড় চমৎকার। ডাক এসে পৌঁচেছে; প্রত্যেকেরই নামে দুটো তিনটে করে চিঠি পত্র কাগজ এসেছে। আমরা আমাদের আস্তানার পিছনের মাঠটায় গোল হয়ে বসে তাস খেলছিলুম। উপরে নীল আকাশ। বহুদূরে আকাশের সীমানায় হলদে রঙের 'অবজার-ভেশান বেলুন' রোদে চক্‌চক্ করছে, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট মেঘের মতো উড়োজাহাজ-মারা-কামানের গোলার ধোঁয়া উড়োজাহাজের পিছনে সার বেঁধে তাড়া করছে। যুদ্ধক্ষেত্রের গোলমাল যেন বহুদূরের বজ্রের গর্জ্জনের মত কানে আসছে। আমাদের চারিদিকের মাঠে পোস্তফুল বাতাসের দোলায় হেলছে দুলছে; আমাদের চুল বাতাসে উড়ছে; কত কি ভাবছি তার ঠিক নেই। নির্বিঘ্নে খেলা চলেছে; মনে হয় এমনি ভাবে বসে সারা জীবন কাটিয়ে দি।

বাসার দিক থেকে একটা টিনের বাঁশীর সুর ভেসে আসছে। কামানের গুম্‌গুম্ শব্দে থেকে থেকে তাস হাতে করে আমরা চম্‌কে চারিদিকে চেয়ে দেখছি। কেউ বলে ওঠে—"আরে বাস্‌রে!" কিংবা—"ওঃ একেবারে পায়ের কাছে এসে পড়েছে!" এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। মুখে কিছু বলি না, কিন্তু মনে মনে সকলেই বুঝি। আমরা এখন নিশ্চিন্ত মনে বসে আছি বটে, ঠিক এইখানে একটা গোলা এসে পড়লে এই মুহূর্ত্তেই আমাদের আর কোন চিহ্ন থাকবে না। দিকে দিকে সবই নবীন, সবই সতেজ, সুন্দর; রাঙা পোস্তফুল, ভাল খাবার, ভাল চুরুট এবং বসন্তের বাতাস—

ক্রোপ জিজ্ঞেস করলে—"সম্প্রতি কেমেরিখ্‌কে কেউ দেখতে গিয়েছিলে ?"

আমি বল্লুম—"সে এখন সেণ্ট্‌যোসেফ হাসপাতালে আছে।"

ম্যুলের বুঝিয়ে বল্লে—"কেমেরিখের উরুতে গুলি লেগেছিল, বেশ রীতিমত জখম হয়েছে।"

আমরা ঠিক করলুম বিকেল বেলা গিয়ে তাকে দেখে আসব।

ক্রোপ একটা চিঠি বার করে বল্লে—"কাণ্টোরেক আমাদের সকলকে তাঁর শুভ ইচ্ছা জানিয়েছেন।"

আমরা হেসে উঠলুম। ম্যুলের তার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে—"সে যদি এখানে থাকত বেশ হত।"

* *

কাণ্টোরেক ব্যক্তিটি ছিলেন আমাদের ইস্কুলের মাষ্টার। বেঁটে খাটো চট্‌পটে মানুষ, মুখখানা ছুঁচোর মত। ড্রিল করাবার সময় কাণ্টোরেক আমাদের লম্বা লম্বা লেকচার দিতেন; এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই বক্তৃতার ফলে আমাদের সমস্ত ক্লাশ ডিষ্ট্রীক্ট কমাণ্ডাণ্টের কাছে যুদ্ধের স্বেচ্ছাসৈনিক হবার জন্য নাম লিখিয়েছিল। আমি এখনও তাঁকে

দেখতে পাচ্ছি—চশমা জোড়া চক্‌চক্‌ করছে, ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে, আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলছেন—"কমরেডরা, তোমরা কি যুদ্ধে যোগ দেবেনা ?"

এই সমস্ত মাষ্টারদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন তাঁরা সব সময়েই তাঁদের কোটের পকেটের মধ্যে নানারকম মনের ভাব বহন করে বেড়ান ; যখনই যেটা দরকার হয়, পকেট থেকে সেইটা বার করেন। কিন্তু তখন আমরা এতটা ভাবিনি।

ইওসেফ বেএম্‌ নামে আমাদের মধ্যে একজন ছিল যে আমাদের দলে আসতে ভারি ইতস্ততঃ করেছিল। কিন্তু একঘরে হয়ে যাবার ভয়ে শেষটা সে-ও যুদ্ধের খাতায় নাম লেখালে। যদিও আমরা মুখে প্রকাশ করিনি, তবু এটা ঠিক যে তার মতো আমাদের অধিকাংশেরই মনে ভয় ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে প্রত্যেকের বাপ-মা পর্য্যন্ত নিজের ছেলেকে "ভীরু" বলে লজ্জা দেবার জন্যে সদা-সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে সকলকেই যুদ্ধে যেতে হয়েছিল।

কি জন্যে যে আমাদের যেতে হচ্ছে এবং গিয়ে কি করতে হবে এ সম্বন্ধে খুব কমলোকেরই বেশ স্পষ্ট ধারণা ছিল। সবাই জানত যে এটা একটা দুরদৃষ্ট—এর হাত থেকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের মধ্যে যে প্রথম মারা গেল সে হচ্ছে সেই বেএম্‌ বলে ছোকরাটি, যে যুদ্ধে আসতে অনেকবার ইতস্ততঃ করেছিল। একটা আক্রমণের সময় সে চোখে আঘাত পায়। মরে গেছে ভেবে আমরাই তাকে ফেলে আসি। তাকে সঙ্গে আনতে পারিনি কারণ আমাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। বিকেল বেলা হঠাৎ আমরা তার গলা শুনতে পেলুম, এবং দেখলুম মাঠের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে আমাদের দিকে আসছে। সে মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মাত্র। একে চোখ অন্ধ, তার উপর যন্ত্রণায় পাগল-প্রায়।

সুতরাং আড়ালে আড়ালে নিজেকে বাঁচিয়ে আসা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমরা কেউ গিয়ে তাকে নিরাপদ স্থানে টেনে আনবার আগেই বিপক্ষের গুলি তাকে শেষ করে দিলে।

কাণ্টোরেককে এর জন্যে আমরা দোষ দিতে পারি না। কারণ প্রত্যেকটি মানুষকে যদি তার কায কর্ম্মের জন্যে দায়ী করে বিচার করতে হয় তাহলে পৃথিবী কোথায় থাকে! পৃথিবীতে ঐ রকম হাজার হাজার কাণ্টোরেক আছে, তাদের সবাই জানে যে ঠিক পথ একটি মাত্র আছে—এবং সে হচ্ছে তাদের নির্দ্দিষ্ট পথ।

সেই জন্যেই এই সর্ব্বনাশের পথে তারা আমাদের এই রকম করে ভুলিয়ে নামাতে পেরেছে।

আঠারো উনিশ বছরের বালক আমরা—আমাদের পরিণতির পথে, কর্ত্তব্যের পথে, ভবিষ্যৎ জীবনের পথে এইরকম লোকরাই হয় পথপ্রদর্শক। আমরা প্রায়ই এদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করি—অথচ মনে মনে এদের উপর আমাদের আস্থা থাকে। কিন্তু যেদিন প্রথম মৃত্যুর ছবি আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল সেই দিনই এই বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেল।

আমাদের মেনে নিতে হল যে তাঁদের আমলের পুরোনো মানুষদের চেয়ে আমাদের আমলের আজকের মানুষকেই বেশী বিশ্বাস করতে হবে। তাঁরা আমাদের চেয়ে বড় কেবল বাক্‌চাতুর্য্যে এবং ধূর্ত্ততায়। প্রথম গোলাবর্ষণেই আমাদের ভুল ধরা পড়ল। মানব জগতের যে চিত্র তাঁরা আমাদের এঁকে দেখিয়েছিলেন তা এক মুহূর্ত্তে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেল।

তাঁরা যতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছেন, কলম চালাচ্ছেন, আমরা চোখের সামনে মানুষকে মরতে দেখছি। তাঁরা দেখাচ্ছেন, দেশের প্রতি কর্ত্তব্যই সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। আমরা তার আগেই শিখেছি মৃত্যু-যন্ত্রণা কি ভীষণ! এ সকল সত্বেও আমরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করিনি, আমরা

ভীরুতা দেখাইনি। তাঁরা দেশকে যতটা ভালবাসেন, আমরাও বাসি। আমরা সাহস করে প্রত্যেক কাযেই যোগ দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ আমাদের চোখে পড়েছে—আমাদের হঠাৎ চোখ খুলে গেছে! আমরা স্পষ্ট দেখছি, এ জগত তাঁদের নয়, আমাদের। হঠাৎ আমরা ভয়ঙ্কর রকম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি; এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিয়েই আমাদের চলতে হবে!

* *

কেমেরিখ্‌কে দেখতে যাবার আগে আমরা তার জিনিস পত্র বেঁধে নিলুম, দেশে ফেরবার সময় এগুলো তার দরকার লাগবে।

হাসপাতালে বেজায় হুড়োমুড়ি লেগেছে। কার্ব্বলিক ঈথার আর ঘামের গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। বাসায় এটা আমাদের অনেকেরই অভ্যাস হ'য়ে গেছে—কিন্তু এখানে যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমরা কেমেরিখের খোঁজ নিলুম। একটা প্রকাণ্ড ঘরে সে শুয়ে ছিল।

আমরা যেতে সে অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করলে। যখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কে তার ঘড়িটি চুরি করে নিয়েছে।

ম্যুলের ঘাড় নেড়ে বল্লে—"তোমায় আমি বরাবরই বলতুম, অমন দামী ঘড়িটা সঙ্গে নিয়ে বেড়িও না।"

ম্যুলেরটা একটা অসভ্য হাঁদা। তার উচিত ছিল চুপ করে থাকা। কারণ বেশ বোঝা যায় কেমেরিখের এই শেষ শয্যা। তার ঘড়ি ফিরে পাওয়া যাক বা না যাক তার পক্ষে একই কথা। বড় জোর কেউ তার বাড়ীতে ঘড়িটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে পারে।

ক্রোপ্‌ বল্লে—"কেমন আছো কেমেরিখ্‌?"

কেমেরিখ্‌ মাথাটা নীচু করে বল্লে—"মন্দ নয়; তবে পায়ে এমন ভীষণ একটা ব্যথা হয়েছে—"

আমরা তার পা-ঢাকা চাদরটার দিকে তাকালুম। তার পাটা একটা

তারের ঢাকার তলায় রাখা ছিল। একটু আগে বাইরে আর্দ্দালি আমাদের জানিয়েছে যে কেমেরিখের পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেমেরিখ্ এখনও সে কথা জানেনা। ম্যুলের এই কথাটা কেমেরিখ্কে বলতে যাচ্ছিল, আমি তার পায়ে এক লাথি মেরে তাকে থামিয়ে দিলুম। কেমেরিখের রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখের উপর যন্ত্রণার রেখা গভীর ভাঁজের দাগ টেনেছে—সেখানে জীবনের যেন কোন চিহ্ন নেই। ভিতরে ভিতরে মৃত্যু তার কায সুরু করেছে, তার চোখের মধ্যে স্পষ্ট তার ছাপ পাওয়া যায়। এই কেমেরিখ্ই কিছুদিন আগে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে ঘোড়ার মাংস রোষ্ট করেছে; কামান-গোলার গাড়ার (Shell-hole) মধ্যে বসে গল্প করেছে। আমাদের সামনেই এখনও সে রয়েছে—কিন্তু সে যেন থেকেও নেই। একটা ঝাপ্সা পর্দ্দার ভিতর দিয়ে তাকে আমরা দেখছি, তার গলার স্বর শুনছি।

যখন আমরা যুদ্ধের জন্যে যাত্রা করেছিলুম তখনকার কথা মনে পড়ল। কেমেরিখের সঙ্গে তার মা ষ্টেসান অবধি এসেছিলেন। অনবরত কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ মুখ ফুলে উঠেছিল। তিনি কিছুতেই শান্ত হচ্ছিলেন না বলে কেমেরিখ্ তাঁকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তিনি হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে আমার হাত ধরে বল্লেন,—"তুমি কেমেরিখ্কে একটু দেখো শুনো।" সত্যিই, কেমেরিখ্কে দেখতে ছিল শিশুর মত কোমল! চার সপ্তাহ ধরে সৈনিকের মোট বওয়ার কষ্টে তার ক্ষীণ দেহ যেন ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে কি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কেউ কারুর তদ্বির করতে পারে না দেখাশুনা করতে পারে?

ক্রোপ বল্লে—"তুমি শীঘ্রই দেশে যেতে পাবে। অন্ততঃ তিন চার মাস তো তোমার ছুটি।"

কেমেরিখ্ ঘাড় নাড়লে। ওর রক্তহীন হাত দুটোর দিকে তাকানো

যায়না, যেন মোমের মত সাদা নির্জীব! নখগুলোর মধ্যে ট্রেঞ্চের নীল রংএর মাটি ঢুকে গেছে—যেন বিষ বলে মনে হয়!

ম্যুলের ঝুঁকে পড়ে বল্লে—"কেমেরিখ্, আমরা তোমার জিনিস পত্র নিয়ে এসেছি।"

কেমেরিখ্ ইঙ্গিত করে বিছানার তলায় রেখে দিতে বল্লে। তারপর সে আবার সেই ঘড়ির কথা তুল্লে! ওকে শান্ত করাই মুস্কিল।

ম্যুলের একজোড়া বুট জুতো হাতে করে ঘরে ঢুকল। নরম হলদে চামড়ার ইংলিশ বুট। সে তার ময়লা ছেঁড়া জুতোর সঙ্গে ওটাকে মিলিয়ে দেখলে, তারপর একগাল হেসে বল্লে—"এই বুট জুতোটা কি তুমি নিয়ে যাবে কেমেরিখ্?"

আমাদের তিনজনের প্রত্যেকেরই মাথায় ঠিক একই কথা এলো। যদি বা সে সেরেও ওঠে, সে একপাটি মাত্র বুট ব্যবহার করতে পারবে, ও জুতো-জোড়া ওর কোনই কাযে লাগবেনা। কিন্তু বুটের কথা এখন তোলাই মুস্কিল। পাছে কেমেরিখ্ তার পা-কাটা সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ করে, তাই জুতো-জোড়া তার সামনেই রেখে দিতে হবে। তার মৃত্যু হলেই হাসপাতালের আর্দ্দালিরা হয়ত সেটা গ্রাস করবে।

ম্যুলের বল্লে—"তুমি কি জুতোটা আমাদের দিয়ে যাবে না?"

কেমেরিখের ইচ্ছে তা নয়—ওটা তার অনেক সখের জিনিস।

ম্যুলের আবার বল্লে—"বেশ তো বদলা-বদলি করে নেওয়া যেতে পারে। এখানে থাকলে জিনিসটা বরং কাযে লাগবে।" তবুও কেমেরিখ্‌কে নড়ানো গেল না।

ম্যুলের-এর পায়ে জোরে একটা লাথি কসালুম। নিতান্ত অনিচ্ছায় ম্যুলের আস্তে আস্তে বুট জুতো খাটের তলায় রেখে দিলে।

আর কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা বিদায় নিলুম। আমি বলে গেলুম, কাল সকালে আবার আসব। ম্যুলের বল্লে—সেও আসবে। তার

মাথায় তখনও সেই লেস্-বাঁধা বুট জুতোর কথা ঘুরছে—ঠিক সময়টিতে সে হাজির থাকতে চায়।

কেমেরিখের জ্বরভাব হয়েছিল। মাঝে মাঝে সে গেঙিয়ে উঠছিল। যাবার সময় আমরা একজন আর্দ্দালিকে ডেকে বল্লুম, কেমেরিখ্‌কে এক ডোজ মর্ফিয়া দিতে।

আর্দ্দালি বল্লে—"সকলকে যদি এক ডোজ করে মর্ফিয়া দিতে হয় তাহলে বালতি বালতি মর্ফিয়া আমদানী করতে হবে!"

ক্রোপ চটে গিয়ে বল্লে—"তোমরা খালি সর্দ্দারদের সেবা করতেই আছ।" আমি তাকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে আর্দ্দালির হাতে একটা সিগারেট দিলুম। সে নিলে। আমি আরো দুটো তার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লুম—"একটু দয়া কোরো ভাই—"

সে বল্লে—"আচ্ছা বেশ।"

ক্রোপ আর্দ্দালিকে বিশ্বাস করতে পারলেনা, সে তার পিছনে পিছনে গেল। আমরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ম্যুলের আবার সেই বুট জুতোর কথা তুল্লে—"আঃ, আমার পায়ে ওটা চমৎকার ফিট করত। আমার নিজের এই জুতোটায় কেবল ফোস্কা পড়ে। আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয় কাল সকালে আমাদের ড্রিল হওয়া পর্য্যন্ত ও বাঁচবে? যদি রাত্রেই মারা যায় জুতোটা শেষটা বেহাত হয়ে—"

ক্রোপ ফিরে এল। আমরা বাসায় ফিরে চল্লুম। কাল কেমেরিখের মাকে কি করে লিখব তাই ভাবছি। আমার হাত-পা কন্ কন্ করছে। একটু 'রম্' খেতে পারলে হত।

ম্যুলের একমুঠো ঘাস তুলে দাঁতে করে চিবতে আরম্ভ করে দিলে।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি। ম্যুলের ক্রোপকে জিজ্ঞেস করলে—"কান্টোরেক মাষ্টারমশাই তোমায় কি লিখেছেন?"

সে হেসে বল্লে—"আমরা সব লোহায় পেটা ছোকরা!" আমরা তিনজনেই হেসে উঠলুম। হাঁ, এই হাজার হাজার কাণ্টোরেক এই ভাবেই আমাদের দেখে! লোহার পেটা ছোকরা! ছোকরাই বটে! আমাদের মধ্যে কারো বয়স কুড়ির বেশী নয়। কিন্তু আমরা আর ছোকরা নেই। তারুণ্য যেটুকু আমাদের ছিল সে অনেক কাল হল চলে গেছে। আমরা অকালে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এখন মনে করলে অবাক হই যে আমার বাড়ীতে আমার দেরাজের ভিতর এক গোছা কবিতা আর Saul নামে একটা নাটকের আরম্ভটা এখনো পড়ে আছে। কত সন্ধ্যে তাদের নিয়ে আমার কেটে গেছে। আমাদের অনেকেই এই রকম কবিতা লেখে—কিন্তু এখন জিনিষটা এমন অবাস্তব বলে মনে হয় যে ঠিক ধারণাই করতে পারিনা। যেদিন থেকে আমরা এখানে এসেছি সেই দিন থেকেই আমাদের আগেকার দিনগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধ কেটে গেছে। অনেক সময় আমরা অতীতের দিকে তাকিয়ে এর একটা মানে খোঁজবার চেষ্টা করি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই খুঁজে পাইনি। কুড়ি বছরের ছোকরা আমরা ক্রোপ, ম্যুলের, লেএআর এবং আমি, কাণ্টোরেক যাদের বলেন "লোহার ভীম" আমাদের কাছে সমস্ত যেন কেমন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকে!

আমাদের বড়র দল তাঁদের অতীতের জীবনের সঙ্গেই যোড়া আছেন। তাঁদের স্ত্রী পুত্র আছে, কার-কারবার আছে—তা এমন পাকা-পোক্ত রকমে খাড়া করে এনেছেন যে এই যুদ্ধও তা একতিল নড়িয়ে দিতে পারেনি। আর আমাদের মত কুড়ি বছরের ছোকরা—আমাদের আছে খালি বাপ-মা, হয়ত কারো এক আধটি প্রেমপাত্রী—যাদের উপর আমাদের সামান্যই টান।

এ ছাড়া যা আছে তা নিতান্তই সামান্য—কিছু উৎসাহ, দু-একটা খেয়াল আর আমাদের ইস্কুল—এর মধ্যেই আমাদের জীবন বদ্ধ। এখানে এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে এই অপরিসর জীবনের কিছুই যেন আর বাকি নেই—সমস্ত ধুয়ে মুছে গেছে!

কাণ্টোরেক হয়ত বলবেন, আমরা সবেমাত্র জীবনযাত্রার চৌকাঠ মাড়িয়েছি। তাই মনে হয় বটে। আমাদের যেন এখনো শিকড়

গাড়াই হয়নি। যুদ্ধের স্রোতে আমরা ভেসে গেছি। বয়স্কদের পক্ষে যুদ্ধটা একটা বাধার মত এসেছে, তাঁরা এর পরপারের কথাও ভাবছেন। আর আমাদের এটা সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে, এর অন্ত কোথায় আমরা জানিনা। আমরা শুধু জানি যে হঠাৎ একটা নিদারুণ রকমের অদ্ভুত কৌশল আমাদের নিষ্ফলা পতিত জমীর মত করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। যাই হোক এ সত্ত্বেও আমরা দিনরাত মুখ শুকিয়ে থাকিনা।

* *

ম্যুলের যদিও কেমেরিখের বুট পেলে আনন্দিত হবে, কিন্তু তাই বলে কেমেরিখের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সে যে আর সকলের মতই দুঃখিত নয় তা নয়। সে শুধু ব্যাপারটাকে পরিষ্কার ভাবে দেখছে। যদি বুট জোড়াটা কেমেরিখের কাযে লাগত, ম্যুলের বরং খালি পায়ে কাঁটা তারের উপর দিয়ে হেঁটে যেত তবু সেটা হস্তগত করবার চেষ্টা করত না। কিন্তু অবস্থা এখন এমন যে জুতোটা পা-কাটা কেমেরিখের তো কোন কাযেই আসবে না;—কেমেরিখ্ও বাঁচবেনা; বুট জোড়া যেই পাক তার কিছু আসে যায় না। সুতরাং ম্যুলেরই বা সেটা না পায় কেন? হাসপাতালের আর্দ্দালির চেয়ে তার অধিকার বেশী। কেমেরিখ্ মারা গেলে সুযোগ ফস্কে যেতে পারে; তাই ম্যুলের এখন থেকেই সজাগ আছে।

আমরা যত কিছু বাজে ভাবনা তা ভাবতে ভুলে গেছি। যা ঘটছে শুধু তাই আমাদের চোখে পড়ে। এবং আমরা জানি রণক্ষেত্রে ভাল এক যোড়া বুট সহজে পাওয়া মুস্কিল।

* *

এককালে কিন্তু অন্যরকম ছিল। যখন ডিষ্ট্রিক্ট্ কমাণ্ডাণ্টের কাছে আমরা কুড়িজন কিশোর যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে গেলুম তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই বেশ গর্ব্বের সঙ্গে সেই প্রথম দাড়ি কামিয়ে

সেনাবারিকে গিয়েছিল। আমাদের ভবিষ্যতের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। আমাদের জীবন-গতি, আমাদের উপজীবিকা, আমাদের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারতুম না। তখনও আমাদের দৃষ্টি এমন অস্পষ্ট ছিল যে জীবনটাকে এমন কি যুদ্ধটাকেও একটা আদর্শ-লোক, একটা উপন্যাস-রাজ্যের মত বোধ হত। সৈন্যদলে আমরা দশ সপ্তাহ তালিম পেয়েছিলুম এবং এইটুকু সময়ের মধ্যে এই শিক্ষার প্রভাব আমাদের উপর এতটা কায করেছিল যে ইস্কুলে দশ বছরেও তা হয়নি। আমরা শিখলুম, এতটুকু একটি চক্‌চকে বোতাম চার খণ্ড সোপেন-হাওয়ারের (বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক) বইএর চেয়েও বেশী মূল্যবান। প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে, তারপর বিরক্ত হয়ে এবং শেষে উদাসীন ভাবে মেনে নিলুম যে 'মন' না থাকলেও চলে কিন্তু বুট বুরুশ না হলে চলা মুস্কিল; বুদ্ধির চেয়ে বাঁধা নিয়ম এবং স্বাধীনতার চেয়ে ড্রিল শিক্ষার বেশী প্রয়োজন। আমরা সৈনিক হয়েছিলুম আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু ওরা ঐ উৎসাহ এবং আগ্রহ জিনিষটাকেই আমাদের মধ্যে থেকে দূর করে দেবার জন্যে করতে আর কিছু বাকি রাখলে না। তিন সপ্তাহ বাদে আমরা বেশ ভাল করে বুঝলুম যে একজন সাধারণ ডাকহরকরা আমাদের উপর যতটা কর্ত্তৃত্ব ফলাবে, আমাদের পিতা-মাতা এবং শিক্ষকরাও তা এ পর্য্যন্ত পারেন নি। আমাদের গুরুমশায়ের কাছ থেকে শেখা জন্মভূমির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা কোথায় তলিয়ে গেল। আমাদের নতুন-ফোটা চোখে আমরা দেখলুম জন্মভূমিকে ভালবেসে আমরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, যা হীনতম দাসকেও দিতে হয় না।

—সেলাম করা, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ানো, কুচ কাওয়াজ, ডাইনে ঘোরা, বাঁয়ে ঘোরা, দু'গোড়ালি এক করা, তদুপরি অপমান, এবং আরো হাজারো রকমের খুঁটিনাটি। আমরা ভেবেছিলুম আমাদের কায হবে অন্য এক রকম; কিন্তু দেখলুম সার্কাসের ঘোড়ার মত করে

আমাদের বীরত্ব শিখতে হবে। অথচ এতেও শীঘ্রই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়লুম।

* *

আমাদের ক্লাসের ছেলেরা তিন-জন চার-জন করে এক একটা পল্‌টনে ভাগ হয়ে গেল; এই পল্‌টনের মধ্যে মেছো চাষা থেকে মুটে মজুর সকলের সঙ্গেই আমরা বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিলুম। ক্রোপ, ম্যুলের, কেমেরিখ্‌ আর আমি কর্পোরাল হিমেলষ্টোশের অধীনে ৯নং পল্‌টনে চলে গেলুম।

ক্যাম্পের মধ্যে এঁর খুব কড়া কায়দা কানুন দোরস্ত বলে খ্যাতি ছিল। এবং তার জন্যে ইনি গর্ব্বও অনুভব করতেন। বেঁটে খাটো মানুষ, মোম দিয়ে ছুঁচোল করে পাকানো গোঁফ; বার বৎসর চাকরী করছেন এবং যুদ্ধে যোগ দেবার আগে ইনি ডাক-পেয়াদার কায করতেন। ক্রোপ ইয়াডেন, ভেষ্টুস্‌ এবং আমি—এই চারজনের উপর ইনি বিশেষ নারাজ ছিলেন; কারণ আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করতুম না।

একদিন সকালে আমি চোদ্দ বার তাঁর বিছানা করে দিয়েছি। প্রত্যেক বারই তিনি কিছু না কিছু খুঁৎ বার করে টান মেরে বিছানা ফেলে দিয়েছিলেন। লোহার মত শক্ত এক জোড়া জুতোকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা দলাই মলাই করে মাখনের মত নরম করে দিয়েছি। তাঁর হুকুমে আমি দাঁত-মাজা বুরুশ দিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়েছি। বারিকে একবার তুষার-পাত হওয়ায় আমাকে আর ক্রোপকে সেই বরফ ঝাঁট দিতে দেওয়া হয়েছিল এবং যদি ভাগ্যক্রমে একজন লেফটানেণ্ট ঘটনাস্থলে এসে না পড়তেন তো আমরা বরফে জমে যাবার আগে নিষ্কৃতি পেতুম না। তিনি এসে হিমেলষ্টোশকে আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে আমাদের ছুটি দিলেন। তাতে লাভ হল এই যে হিমেলষ্টোশ আমাদের উপর আরো চটে গেলেন। উপরি-উপরি ছয় সপ্তাহের প্রতি রবিবার আমি চৌকিদার এবং আর্দ্দালির কায করেছি। পিঠে বোঝা,

কাঁধে রাইফল্ নিয়ে আমাকে চষা ভিজে ক্ষেতের উপর কুচ কাওয়াজ অভ্যাস করতে হয়েছে। "তৈয়ার", "বাড়ো" এবং "শুয়ে পড়" এই সব হুকুম বার বার তামিল করতে করতে সর্ব্বাঙ্গে কাদা মেখে কাদার ঢেলা হয়ে অবশ দেহে ছুটি পেয়েছি। এবং ঠিক চার ঘণ্টা পরে কাপড় চোপড় পরিষ্কার করে সাফ সুত্রো হয়ে নুল-ছাল ওঠা রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আমাকে হিমেলষ্টোশের কাছে হাজিরা দিতে হয়েছে। ক্রোপ, ভেষ্টুস ও ইয়াডেনের সঙ্গে আমাকে তুষারের মধ্যে দস্তানা-শূন্য খালি হাতে বন্দুকের লোহার নল মুঠো করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

একদিন রবিবারে আমি আর ক্রোপ বারিকের উঠানে একটা ময়লার বালতি সাফ করছি, এমন সময় সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে হিমেলষ্টোশ সেখানে এসে হাজির। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বল্লেন—কাযটা কেমন লাগছে? আমরা আর থাকতে না পেরে বালতির ময়লা তাঁর পায়ের উপর ছুঁড়ে দিলুম। তিনি লাফিয়ে পিছিয়ে গেলেন কিন্তু তার আগেই সব একাকার হয়ে গেছে!

তিনি গর্জ্জন করে উঠলেন—"এর ফল হাত-কড়া মনে রেখো!"

ক্রোপ বল্লে—"আগে তো একটা তদন্ত হবে, তারপর আমরা যা বলবার বলব।"

হিমেলষ্টোশ বলে উঠলেন—"বলবে আবার কি? নন্ কমিশন্ড্ অফিসারের সঙ্গে কেমন করে কথা কইছ মনে রেখো! তোমাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি? দেখাচ্ছি দাঁড়াও।" বলে তিনি গজরাতে গজরাতে চলে গেলেন।

যত রকম মাজা ঘষার কায আছে সবই আমাদের উপর এসে পড়লো, তার জন্যে কখনো কখনো আমরা রাগে গুমরে উঠতুম। আমাদের কেউ কেউ এর ফলে অসুখে পড়ল। ভোল্ফ্ তো ফুস্ফুসের বিমারিতে মরেই গেল।

ক্রমে ক্রমে আমরা কঠোর, সন্দিগ্ধ, নির্ম্মম, দুষ্টস্বভাবের হয়ে উঠলুম। তা আমাদের পক্ষে ভালই হল। কারণ এসব গুণ আমাদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। এই শিক্ষাটুকু না নিয়েই যদি আমরা ট্রেঞ্চে যেতুম, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষেপে যেত। এমনি করে এই কঠোরতার মধ্যে দিয়ে আমাদের কপালে যা আছে তার জন্যে আমরা তৈরী হয়ে নিলুম। আসল কথা হচ্ছে, এই শিক্ষার মধ্যে থেকে আমাদের মনে একটা খুব বড় ভাব জেগেছিল; যুদ্ধের যা শ্রেষ্ঠ দান, যুদ্ধক্ষেত্রে তাই আমরা পেলুম। আমরা পেলুম সৈন্যে সৈন্যে অন্তরঙ্গভাব—কম্‌রেড্‌শিপ!

* *

কেমেরিখের বিছানার পাশে আমি বসে আছি। ক্রমান্বয়ে সে মৃত্যুর পথেই এগিয়ে চলেছে। আমাদের চারিদিকে খুব গোলমাল। একটা আহতদের ট্রেণ সবেমাত্র এসে পৌঁচেছে; যে আহতদের সরানো যেতে পারে তাদের বাছাই করা হচ্ছে। ডাক্তার মশাই কেমেরিখ্‌কে লক্ষ্য না করেই তার পাশ দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন।

কেমেরিখ্‌ বালিসের উপর কনুইএর ভর দিয়ে একটু উঠে বল্লে—"এরা আমার পা-খানা বাদ দিয়েছে।"

তাহলে কেমেরিখ্‌ জেনেছে দেখছি। আমি বল্লুম—"একটা পা কেটেছে, আর একটা আছে তো; তোমার তো তবু ভাল, ভেগেলেরের যে ডান হাতটাই বাদ গেল। তা ছাড়া তুমি শীঘ্রই বাড়ী ফিরে যাবে।"

সে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"তোমার সত্যিই কি মনে হয় আমি বাড়ী ফিরব?"

—"নিশ্চয়ই।"

সে আবার বল্লে—"সত্যি মনে হয়?"

—"হ্যাঁ ফ্রাণ্ট্স্ এই অস্ত্র চিকিৎসা থেকে সামলে উঠলেই তোমার ছুটি।"

সে আমায় নীচু হতে ইসারা করলে। আমি তার উপর ঝুঁকে পড়লুম ; সে বল্লে—"আমার ফেরবার আশা নেই।"

—"কি বাজে কথা বলছ ফ্রাণ্ট্স্? দুদিন পরে তুমি নিজেই দেখতে পাবে। তা ছাড়া একখানা পা-কাটা এমন আর কি ব্যাপার? এখানে ওরা এর চেয়ে ঢের খারাপ ঘা জোড়াতাড়া দিয়ে খাড়া করে।"

সে একটা শীর্ণ হাত তুলে বল্লে—"দেখছো আমার আঙ্গুলগুলোর অবস্থা।"

—"ও অস্ত্র চিকিৎসার পরে! সবারই অমন হয়। পেট ভরে খাও দাও—দেখতে দেখতে সেরে উঠবে। এরা তোমায় ভাল করে দেখা-শোনা করে তো?"

সে টেবিলের উপর একটা ডিশ দেখিয়ে দিলে, তার আধখানা তখনো খাবারে ভর্ত্তি রয়েছে। কেমেরিখ্ কিছু খায়নি দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে বল্লুম—"ফ্রাণ্ট্স্ তোমার খাওয়া চাই। খাওয়াই এখন দরকার। তা ছাড়া খাবার জিনিষগুলো দেখছি তো বেশ ভালই দিচ্ছে।"

সে পাশ ফিরল। একটু পরে আস্তে আস্তে বল্লে—"এক সময় আমার আশা ছিল বড় হয়ে আমি বন-রক্ষক হব।"

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লুম—"তা তুমি এখনও হতে পারবে। আজ কাল খুব সুন্দর নকল হাত-পা তৈরী হচ্ছে। তুমি বুঝতেই পারবে না যে তোমার অঙ্গ নেই। মাংসপেশীর উপর তাদের জুড়ে দেওয়া হয়। হাতের যে নকল আঙ্গুল বেড়িয়েছে তা নাড়ানো যায়, এমন কি লেখাও চলে। তা ছাড়া দিন দিন আরও নতুন নতুন উন্নতি হবে।"

কিছুক্ষণ সে চুপ করে শুয়ে থাকে। তারপর বলে—"ম্যুলেরএর জন্যে আমার লেস্ দেওয়া বুটটা তুমি নিয়ে যেতে পারো।"

আমি ভেবে পাই না, কি বলে তাকে উৎসাহ দেব। তার ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, হাঁ বড় হয়ে গেছে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ বসে গেছে, চামড়ার তলায় রক্ত নেই, দেহ কঙ্কালসার হয়ে আসছে, আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে মরতে একেই যে আমি প্রথম দেখছি তা নয়, কিন্তু আমরা ছেলেবেলা থেকে একই সঙ্গে মানুষ হয়েছি—তাই যা কিছু!

অন্ধকার হয়ে আসে। কেমেরিখের মুখের রং বদলে যায়। বালিস থেকে সে মাথা তোলে—ধীরে ধীরে তার ঠোঁট নড়ে ওঠে। আমি তার কাছে সরে আসি। সে ফিস্ ফিস্ করে বলে—"যদি আমার ঘড়িটা খুঁজে পাও, বাড়ী পাঠিয়ে দিও।"

আমি জবাব দিই না। কথা বলেও কোন লাভ নেই। ওকে আর কোন মতেই সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না। দুর্ভাগা আমি অসহায়!

হাসপাতালের আর্দালিরা গামলা আর বোতল নিয়ে আনাগোনা করছে। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে কেমেরিখ্‌কে একবার দেখে চলে গেল। স্পষ্ট বুঝলুম, অপেক্ষা করছে—কেমেরিখের বিছানাটা সে চায়।

আমি ক্রান্ট্‌সের উপর ঝুঁকে পড়ে বল্লুম—"সম্ভবতঃ তোমায় ক্লোষ্টেরবের্গের রুগ্নাবাসে নিয়ে যাবে। সেখানে তুমি আস্তে আস্তে সেরে উঠবে। তখন তুমি জানলা দিয়ে দেখতে পাবে মাঠের পারে দুটি গাছ। এখন হচ্ছে বছরের সব চেয়ে সুন্দর সময়, ফসলে পাক ধরেছে, সন্ধ্যার সময় রোদ পড়ে মাঠগুলোকে মনে হবে যেন নানারঙের ঝিনুক মোড়া হয়ে গেছে, আর দেখতে পাবে সেই ক্লোষ্টেরবাখের সরু গলি—দুধারে পপলারের সার—সেই যেখানে আমরা মাছ ধরতুম। তুমি চাও তো একটা কাঁচের টবে মাছ পুষতে পারবে, তুমি নিজের ইচ্ছেয় বেড়াতেও যেতে পারবে, ইচ্ছে হয় তো পিয়োনোও বাজাতে পারবে।

তার অন্ধকারে লেপা মুখের দিকে আমি ঝুঁকে পড়ি। ও এখনও ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলছে। চোখের জলে দুগাল ভিজে গেছে, কাঁদছে। আঃ, বোকার মত যা তা বকে দেখ আমি কি কাণ্ড বাধিয়ে বসলুম।

আমি হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে তার মুখের উপর মুখ রেখে বলি—"ফ্রাণ্টস্, তুমি এখন একটু ঘুমোও না কেন ?"

সে কোন জবাব দিলে না। গাল বেয়ে তার টস্ টস্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার ইচ্ছে হয় চোখের জল মুছিয়ে দি কিন্তু আমার রুমালটা যা নোংরা।

এই ভাবে আরো এক ঘণ্টা কেটে যায়। আমি স্থির হয়ে বসে তার প্রত্যেকটি নড়াচড়া দেখি, যদি সে কখনো কিছু বলে। একবার মনে ভাবি মানুষটা যদি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে ? কিন্তু সে এককাতে শুয়ে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে। সে তার মার কথা, ভাই বোনের কথা, কারো কথাই বলে না। কোন কথাই বলে না। সব ছেড়ে এখন সে কেবল নিজের একটুখানি উনিশ বছরের জীবনটি নিয়ে রয়েছে ; এই ক্ষুদ্র জীবনটি তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাই তার কান্না !

কেমেরিখ্ হঠাৎ গোঙানি সুরু করলে।

আমি লাফিয়ে উঠে বাইরে গিয়ে ডাকতে লাগলুম—"ডাক্তার কোথায় ? ডাক্তার কোথায় ?"

একটা সাদা আলখাল্লা দেখবামাত্র আমি পাকড়াও করে বল্লুম—"শীঘ্র আসুন। ফ্রাণ্টস্ কেমেরিখ্ মারা যাচ্ছে।"

তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনের আর্দ্দালিকে জিজ্ঞেস করলেন—"কোন্ জন ?"

সে বল্লে—"২৬ নং বিছানা। পা কাটা হয়েছে।"

তিনি নাক সিটকে বল্লেন—"আজ তো পাঁচটা পা কেটেছি, কি করে জানব কোন্‌টে?" আমায় সরিয়ে দিয়ে তিনি আর্দ্দালিকে বলে গেলেন—"তুমি গিয়ে দেখ।" বলেই অস্ত্র-চিকিৎসার ঘরের দিকে দৌড় দিলেন।

রাগে আমার গা কাঁপতে থাকে। আর্দ্দালির সঙ্গে আমিও চল্লুম। সে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—"ডাক্তারবাবু কি করবেন? সেই ভোর পাঁচটা থেকে একটার পর একটা অস্ত্র করতে হচ্ছে। আজকে কটা মরেছে জানেন? ষোলটা; আপনারটা সতের নম্বরের; সবশুদ্ধ হয়ত কুড়িতে গিয়ে ঠেকবে।"

আমার মনে হল যেন আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছি। কিছুই করবার আমার শক্তি নেই। হয়ত এখনই আমি পড়ে যাবো, আর কখনো উঠতে পারব না।

কেমেরিখের বিছানার পাশে এসে আমরা দাঁড়ালুম। তখন সে মারা গেছে। চোখের জলে মুখ খানা তখনও ভিজে। আধখোলা চোখে সে পড়ে আছে।

আর্দ্দালি আমায় একটু ঠেলা দিয়ে বল্লে—"এর জিনিসপত্র কে নিয়ে যাবে, আপনি? আমি ঘাড় নাড়ি।

সে বলে চলে—"আমরা এখনই একে সরিয়ে ফেলব। বিছানায় আমাদের ভারি দরকার। বাইরে রোগীরা অনেকে মাটিতে শুয়ে রয়েছে।"

আমি জিনিসপত্র একত্র করে কেমেরিখের নম্বরী চাকতিটা (Identification Disc) খুলে নিলুম।

ঘরের বাইরে এসে অন্ধকারে এবং খোলা বাতাসে মনে হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। যত পারি প্রাণ ভরে আমি নিশ্বাস নিই। চোখে মুখে মৃদু গরম বাতাসের স্পর্শ পাই। হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে

ফুলবাগানের কথা, সাদা মেঘের কথা জেগে ওঠে। বুটের মধ্যে পা সজোরে চলতে থাকে। আমি দ্রুত চলতে চলতে তারপর দৌড়তে থাকি। আমার পাশ দিয়ে সৈন্যরা চলে যায়, তাদের কথা আমার কানে ভেসে আসে কিন্তু কিছু বুঝি না......

ম্যুলের কুটিরের সামনে আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে বুট জোড়া দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি। সে পায়ে দিয়ে দেখে বেশ ফিট করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন রংরুটের দল এসে পৌঁচেছে। খালি জায়গা সমস্ত ভর্ত্তি হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরোণো, কিন্তু পঁচিশ জন যা আছে তারা একেবারে আনকোরা—আমাদের চেয়ে তারা প্রায় দু বছরের ছোট। ক্রোপ আমায় ধাক্কা দিয়ে বলে—"খোকাদের দেখেছ?"

আমি ঘাড় নাড়ি। তাদের সামনে আমরা বুক ফুলিয়ে চলি; খোলা জায়গায় আমরা দাড়ি কামাই; পকেটে হাত দিয়ে নতুন রংরুটদের দিকে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি, আমরা হাচ্ছি ঘাঘী লড়িয়ে!

কাট্‌সিন্সকি আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। নতুন সৈন্যদের গ্যাসের মুখোস আর কফি যোগান হয়েছে। একজন বাচ্ছার কাছে গিয়ে কাট্‌ বলে—"বহুদিন তোমরা ভাল কিছু খেতে পাওনি না?" সে মুখভঙ্গি করে বলে—"সকালে শালগমের রুটি, দুপুরবেলা শালগমের সুরুয়া, রাত্রে শালগমের কাটলেট আর শালগম সিদ্ধ—এই!"

—"শালগমের রুটি? তবে তো তোমাদের ভাগ্য ভাল; এখানে করাতের গুঁড়ো দিয়ে রুটি তৈরী হয় তা জানোনা বুঝি? কিন্তু মটরশুঁটি কেমন লাগে? চাই কিছু?"

ছেলেটি বলে ওঠে—"আর ঠাট্টা করতে হবে না।"

কাট্‌সিন্সকি বলে—খাবার বর্ত্তনটা আনো তো দেখি।"

আমরা কৌতূহলী হয়ে কাটের সঙ্গে চলি। সে তার খড়ের বিছানার

পিছনে একটা গামলার কাছে আমাদের নিয়ে যায়। তার প্রায় অর্দ্ধেকটা গোস্ত আর মটরসুঁটির ঝোলে ভরা। কাট্‌সিন্সকি তার সামনে সেনানায়কের মত দাঁড়িয়ে হুকুম দেয়—"নজর সাফ রাখো, আর তাড়াতাড়ি হাত চালাও।"

আমরা অবাক্ হয়ে যাই। আমি বলি—"কোথা থেকে সংগ্রহ হল কাট্ ?"

কাট্ বলে—"হাইনরিখ্‌কে তিন টুকরো প্যারাশুটের সিল্ক দিয়ে তার বদলে এগুলো পেয়েছি। সে খুসি হয়েই বদল করেছে। বাসি মটরসুঁটি খেতে খুব ভাল, না ?"

অনিচ্ছার সঙ্গে সে ছোটদের কিছু অংশ দিয়ে বলে—"এবার থেকে যখন খাবার বাটি নিয়ে আসবে, অপর হাতে একটা চুরুট বা দোক্তা নিয়ে এসো, বুঝলে ?" তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলে—"তোমাদের কথা অবশ্য আলাদা—তোমরা দায়ে খালাস।"

* *

কাট্‌সিন্সকি কখনো অভাবে পড়ে না—তার মধ্যে একটা অতিশক্তি আছে। কাট্‌সিন্সকি জাতে মুচি, তবে মুচিগিরির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই ; সে সব ব্যবসাই ভাল বোঝে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে লাভ আছে।

মনে কর, রাত্রিবেলা আমরা এক সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় এসে উঠলুম। হয়ত একটা অন্ধকার কারখানা বাড়ী। ঘরের মধ্যে ঝোলা বিছানা। বিছানা হচ্ছে, একযোড়া লম্বা কাঠের গায়ে তারের জাল লাগানো। তারের বিছানা বড় কড়া। বিছানায় পাতবো এমনও কিছু নেই। আমাদের বর্ষাতিগুলো বড় পাৎলা।

কাট্ চারিদিকে দেখে নিয়ে ভেষ্ট্‌সুকে বল্লে—"এসো আমার সঙ্গে।" বলে তারা খুঁজতে বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টা বাদে তারা খড়ের

বোঝা নিয়ে ফিরে এল। কোথা থেকে যে কাট্‌ খড় আবিষ্কার করে আনলে তা জানি না। যাই হোক এখন আরাম করে ঘুমতে পারা যাবে। কিন্তু যে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে!

একজন গোলন্দাজ সৈনিক কিছুদিন ধরে সেখানে ছিল। ক্রোপ তাকে জিজ্ঞেস করলে—"এদিকে কোন সরাইখানা-টানা নেই?"

সে হেসে বল্লে—"সরাই? এদিকে কিছুই নেই। একটি কুঁড়োও পাওয়া যাবে না।"

—"তাহলে এখানে কোন বাসিন্দাই নেই নাকি?"

সে বল্লে—"দু জন আছে। তবে তারা প্রায় সারাদিনই রান্নাঘরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে বেড়ায়।"

তবেই তো মুস্কিল হল। খাবার আসতে তো সেই সকাল। যতক্ষণ তা না আসে কোমর-বন্ধটাকে পেটের উপর কসে বেঁধে বসে থাকতে হবে।

কিন্তু আমি দেখলুম কাট্‌ মাথায় টুপি পরছে। বল্লুম—"কোথায় চল্লে কাট্‌?"

—"দেখি যদি কিছু খুঁজে পেতে আনতে পারি, একটু ঘুরে আসি।" বলে সে বেরিয়ে গেল।

গোলন্দাজ বিদ্রূপ করে বল্লে—"কত ঘুরবে ঘুরে আসুক। আপনারা খুব একটা আশা করে বসে থাকবেন না।"

হতাশ হয়ে আমরা শুয়ে পড়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকি।

ক্রোপ একটা সিগারেট ভেঙে আধখানা আমাকে দেয়। ইয়াডেন মটরসুঁটি আর শুয়োরের মাংসের গল্প জুড়ে দেয়। সে বলে, মেতির গন্ধ না থাকলে তার খাওয়াই হয় না। আর রাঁধতে যদি হয় তো আলাদা আলাদা না রেঁধে আলু, মটরসুঁটি আর মাংস সব একসঙ্গে হাঁড়িতে

চড়ানো উচিত। কে একজন গর্জ্জে ওঠে, ইয়াডেন যদি চুপ না করে তো তাকে মেতিপাতার মতো থেঁৎলে দেবে। তারপর প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল দুটি বোতলের মুখে দুটি মোমবাতি মিটমিট করে জ্বলতে থাকে আর থেকে থেকে সেই গোলন্দাজের থুথু ফেলার শব্দ কানে আসতে থাকে।

দরজা খুলে কাট্‌ প্রবেশ করতেই আমরা একটু নড়ে উঠি। আমার মনে হয় যেন আমি স্বপ্ন দেখছি। তার বগলে দুটো পাঁউরুটি আর রক্ত মাখানো একটা চটের থলে—তার মধ্যে ঘোড়ার মাংস।

গোলন্দাজের মুখ থেকে পাইপটা খসে পড়ে যায়। সে পাঁউরুটিটা ছুঁয়ে বলে—"বাবা—এ যে সত্যিকারের রুটি এখনও গরম রয়েছে—"

কাট্‌ বুঝিয়ে কিছুই বলে না। সে রুটি পেয়ে গেছে—বাস্‌, বাকিটাতে কি আসে যায়! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি তাকে মরুভূমির মধ্যেও ছেড়ে দেওয়া যায়, আধঘণ্টার মধ্যে সে ভরপেট খাবার মত মাংসের রোষ্ট্‌, খেজুর আর মদ যোগাড় করে আনবে।

সে ভেষ্টুসকে সংক্ষেপে হুকুম দেয়—"কাঠ কেটে আন।"

তারপর তার কোটের পকেট থেকে সে একটা লোহার তাওয়া, পকেট থেকে কিছু নুন, আর খানিকটা চর্ব্বি বার করে। কিছুই সে ভোলেনি। মেঝেতে সে খানিকটা আগুন করে, তাতে শূন্য কারখানা ঘরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি।

গোলন্দাজ বেচারা একটু ইতস্তত: করে। সে ভাবে কাট্‌কে খোসামোদ করলে সেও একটু ভাগ পাবে কি না। কিন্তু কাট্‌সিন্সকি তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সে শাপান্ত করতে করতে চলে যায়। কাট্‌ মাংস রান্না করে, আমরা চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে বসে পেট ভরিয়ে নি।

এই হচ্ছে কাট্‌। কোন খাদ্যদ্রব্য কোন বিশেষ জায়গায় হয়ত

একঘণ্টার মত পড়ে আছে, দেরী করলে আর থাকবে না, কাট্ ঠিক তা জানতে পারে। সে টুপিটা মাথায় দিয়ে সেই বিশেষ ঘণ্টার মধ্যে সেই বিশেষ জায়গা থেকে সেই বিশেষ খাদ্যদ্রব্যটা সংগ্রহ করে আনবেই।

সে সব জিনিষ খুঁজে বার করে। ষ্টোভ, কাঠ, খড়, ঘাস, টেবিল, চেয়ার—সব চেয়ে বেশী বার করে খাবার। মনে হয় যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে নিয়ে আসছে !

* *

এই সৈনিক জীবনের একটা দিন আমরা একসঙ্গে এমন চমৎকার ভাবে কাটিয়েছিলুম যা এখনও ভুলতে পারিনি। সেটা ছিল ফ্রণ্টে যাবার ঠিক আগের দিন। একটা নতুন-গড়া সেনাদলের মধ্যে আমাদের ভর্ত্তি করা হয়েছিল। পরের দিন ভোরবেলা আমাদের ছাড়বার কথা। সন্ধ্যের সময় আমরা হিমেলষ্টোশের সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করে নেবার জন্যে তৈরী হয়ে নিলুম।

হিমেলষ্টোশের শিক্ষার প্রণালীর জন্যে তার উপর ইয়াডেনের বড় রাগ। ইয়াডেন বেচারা রাত্রে ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব করে ফেলত। হিমেল্‌ষ্টোশ বলত ওটা ওর কুঁড়েমি। তার জন্যে সে ইয়াডেনের রোগ সারাবার এক ফন্দী বার করলে।

খুঁজে খুঁজে সে দলের মধ্যে থেকে কিণ্ডেরফাটের নামে আর একজন লোককে আবিষ্কার করলে—তারও ঐ এক রোগ। তাকে ইয়াডেনের সঙ্গে একসঙ্গে রাখবার বন্দোবস্ত হল। সেনাবারিকের মধ্যে সাধারণতঃ ঝোলানো বিছানার ব্যবস্থা। হিমেল্‌ষ্টোশ এদের একজনকে দিলে নীচের বিছানা আর একজনকে ঠিক তার উপরে। নীচে যে থাকত তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার পরদিন নীচের জনকে উপরে, উপরের জনকে নীচে দেওয়া হত—যাতে দুজনেই দুজনের উপর শোধ নিতে পারে। এই ছিল হিমেল্‌ষ্টোশের আত্মশিক্ষার নিয়ম।

মৎলবটা হীন হলেও বেশ পাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনই ফল পাওয়া গেল না। কারণ উভয়ের মধ্যে যে রোগটা ছিল সেটা কুঁড়েমি নয়, সত্যিকারের রোগ—তাদের ফ্যাকাসে রং দেখলেই সেটা বোঝা যেত। শেষ পর্য্যন্ত তাদের একজনকে সারারাত মেঝেতে শুয়ে কাটাতে হত; তার ফলে প্রায়ই তার সর্দ্দি হত।

ক্রোপ প্রস্তাব করেছিল যে যুদ্ধের অবসান হলে হিমেল্‌ষ্টোশ যখন আবার ডাক-হরকরা হয়ে যাবে সে হিমেল্‌ষ্টোশের উপরে চাকরী নেবে। তখন কেমন ভাবে তার উপর সে শোধ নেবে এই ভেবে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত। আমরা সকলেই ভাবতুম—শান্তির সময় এর সমস্ত শোধ তুলব। শুধু এই প্রতিশোধের আশাতেই আমরা তার শাসনের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাইনি।

তবে সে হচ্ছে সেই সুদূর ভবিষ্যতের কথা। তার আগেই তাকে বেশ এক-ঘা দেবার জন্যে আমরা একটা মতলব আঁটলুম। যদি সে আমাদের চিনে ফেলতে না পারে, আর কাল ভোরেই যদি আমরা চলে যাই, সে আমাদের কি করতে পারে?

প্রতিদিন বিকেলবেলা কোথায় সে মদ খেতে যেতো তা আমাদের জানা ছিল। গোরাবারিকে ফিরে এসে তাকে একটা নির্জ্জন অন্ধকার পথ দিয়ে যেতে হত। সেইখানে একটা পাথরের ঢিপির আড়ালে লুকিয়ে তার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার সঙ্গে একটা বিছানা-ঢাকা চাদর ছিল। যদি সে একা আসে তবেই নিশ্চিন্ত। উৎকণ্ঠায় আমাদের গা কাঁপতে থাকল। অবশেষে তার পায়ের শব্দ শোনা গেল; পরিচিত শব্দ! প্রতিদিন বিছানার তপ্ত আবরণের মধ্যে থেকে এই শব্দ শুনি।

ক্রোপ ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্লে—"একলা আছে?"

—"হ্যাঁ একলা।"

ইয়াডেন আর আমি ঢিপির পাশ থেকে নিঃসাড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

গান গাইতে গাইতে হিমেল্‌ষ্টোশ্‌ আসছে, বেশ ফুর্ত্তি! কোমরবন্ধের বকলসটা চক্‌চক্‌ করছে। সে কিছুমাত্র সন্দেহ না করে এসে পড়ল।

আমরা বিছানার চাদরটা নিয়ে পিছন থেকে এক লাফ দিয়ে তার মাথা থেকে পা শুদ্ধ ঢেকে একটা থলি বানিয়ে ফেল্লুম। তার আর হাত পা তোলবারও যো রইল না। অমন ফুর্ত্তির গানটা থেমে গেল। পরমুহূর্ত্তে হাইএ ভেষ্টুস ভারি খুসি হয়ে তার বাহু বিস্তৃত করে এসে দাঁড়াল। তারপর বেশ কবে দাঁড়িয়ে নিয়ে তাক করে সেই সাদা থলির উপর এমন এক প্রচণ্ড ঘুসি বসালে যে তাতে বুনো মোষ ঘুরে পড়ে যায়!

হিমেল্‌ষ্টোশ্‌ গড়াতে গড়াতে চীৎকার করতে লাগল। কিন্তু আমরা তার জন্যে তৈরী ছিলুম এবং একটা গদি সঙ্গে এনেছিলুম। ভেষ্টুস্‌ বেশ করে পা গুটিয়ে বসল। হাঁটুর উপর গদিটাকে রেখে সে হাৎড়ে খুঁজে হিমেল্‌ষ্টোশের মাথাটা হাতে নিলে। তারপর ঝুঁটি ধরে গদির উপর তার মুখ ঠেসে ধরলে। তৎক্ষণাৎ তার চীৎকার বন্ধ হয়ে গেল। থেকে থেকে তাকে একটু করে নিশ্বাস নেবার অবসর দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে ষাঁড়ের মত চীৎকার করে ওঠে; ভেষ্টুস আবার ঠেসে ধরে তাকে চুপ করিয়ে দেয়।

ইয়াডেন দেখি মুখে একটা চাবুক নিয়ে হিমেল্‌ষ্টোশের কোমরবন্ধ খুলে ট্রাউজারটা নামিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে সপাং সপাং সুরু করে দিলে!

চমৎকার দৃশ্য! হিমেল্‌ষ্টোশ্‌ মাটিতে পড়ে; ভেষ্টুস্‌ তার উপর রক্তপিপাসুর মত ঝুকে; তার মাথা ভেষ্টুসের হাঁটুর উপর; ইয়াডেন অক্লান্ত কাঠুরের মত হাত চালিয়ে যাচ্ছে। ইয়াডেনকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে তবে আমরা আমাদের পেটাবার পালা পাই।

শেষে ভেষ্টুস্‌ হিমেল্‌ষ্টোশকে ধরে দাঁড় করিয়ে শেষ বারের মত

প্রচণ্ড আর এক ঘা বসালে। টলতে টলতে হিমেল্‌ষ্টোশ হুমড়ি খেয়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ল।

আমরা যত জোরে পারি ছুট দিলুম। ভেষ্টুস্‌ একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"প্রতিশোধ হচ্ছে গরমাগরম মালপোয়া বাবা!"

হিমেল্‌ষ্টোশের এতে খুসি হওয়াই উচিত। কারণ তারই নীতিতে বলে,—আমরা পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষিত করব—এতদিনে সেই শিক্ষার ফল ফলল।

হিমেল্‌ষ্টোশ কাউকেই ধরতে পারেনি। যাই হোক তার একটা বিছানার চাদর লাভ হয়েছিল, কারণ কয়েক ঘণ্টা পরে সেটাকে খুঁজতে এসে আমরা পাইনি।

সেদিনকার সন্ধ্যের ঘটনায় প্রাণটা খুব খুসী হল—পরদিন সকাল বেলার যাত্রার গ্লানি সব দূর হয়ে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফ্রণ্ট্ লাইনে তার খাটানোর কাযের জন্যে আমাদের যেতে হবে। অন্ধকার হতে মোটার লরি এসে উপস্থিত হল। আমরা উঠে পড়লুম। সন্ধ্যার আকাশ যেন প্রকাণ্ড একখানি চমৎকার চাঁদোয়ার মত বিস্তৃত— যার নীচে একজনের জন্য আর একজনের মন টানতে থাকে। ভারি মনোরম! কঞ্জুষ ইয়াডেনটা পর্য্যন্ত আমায় একটা সিগারেট দান করে ফেল্লে।

গায়ে গায়ে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি—বসবার জায়গা নেই— তার আশাও আমরা করি না। ম্যুলের আজ নতুন বুট জোড়া পরে বেশ আয়েসে আছে।

লরির ইঞ্জিন ঘড়্ ঘড়্ করে ওঠে। একটা ঝাঁকানি দিয়ে লরিটা লাফিয়ে উঠে গড়্ গড্ করে চলতে থাকে। উঁচু নীচু গর্ত্তে ভরা ভাঙা রাস্তা। আমরা একটি আলোও জ্বালাইনি, তার জন্যে আমরা থেকে থেকে কাৎ হয়ে গাড়ি শুদ্ধ উল্টে পড়বার মত হচ্ছি। গাড়ি যে-কোন সময়েই উল্টে যেতে পারে। কিন্তু তার জন্যে আমাদের বিশেষ চিন্তা নেই। আমরা জানি রণক্ষেত্রে গুলি লেগে পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাওয়ার চেয়ে গাড়ি থেকে পড়ে একটা হাত ভেঙে যাওয়া অনেক ভাল। আর অনেকে তাতে বরং খুসীই হবে; কারণ তাতে বাড়ী ফিরে যাবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়।

আমাদের পাশে পাশে লম্বা সারি বেঁধে যুদ্ধের সম্ভার চলেছে। আমাদের চেয়ে তারা কিছু এগিয়ে চলেছে। আমরা চেঁচিয়ে তাদের সঙ্গে তামাসা করছি, তারা জবাব দিচ্ছে।

রাস্তার ধারে একখানা বাড়ীর পাঁচিল দেখা গেল। আমি হঠাৎ কান খাড়া করলুম। আমি কি ভুল শুনছি? আবার শুনতে পেলুম, হাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ডাকছে। কাটসিন্স্‌কির দিকে একবার তাকালুম; সে-ও আমার দিকে চাইলে; দুজনেই দুজনের মনের ভাব বুঝলুম।

—"শুনলে কাট্?"

কাট জিভ কচলে বল্লে—"নম্বরটা লিখে নিয়েছি। যখন ফিরে আসব দেখা যাবে।"

গোলন্দাজদের লাইনে (Artillery Line) আমাদের লরি এসে পৌছল। পাছে আকাশ থেকে দেখা যায় তাই ঝোপঝাপের আড়ালে কামানগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যদি এখানে কামান লুকোনো না থাকত এই গাছ-পাতা গুলোকে দেখাতো প্রফুল্ল, সুন্দর, নবীন!

কামানের ধোঁয়ায় আর কুয়াসায় বাতাসটা কটু হয়ে উঠেছে। বারুদের গন্ধে মুখ পর্য্যন্ত বিস্বাদ লাগছে। কামানের গর্জ্জনে আমাদের লরি টল্‌মল্ করছে। চারিদিকের সমস্তই যেন থর থর করে কাঁপছে। আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের মুখের ভাব বদলে যায়। আমরা অবশ্য একেবারে সম্মুখ শ্রেণীতে পৌছইনি, রিসার্ভস্‌এর দলে আছি, তবু প্রত্যেকের মুখে যেন লেখা হয়ে গেছে—এরই নাম ফ্রন্ট্! ফ্রন্টের বেষ্টনের মধ্যে আমরা রয়েছি!

ঠিক ভয় নয়! আমরা যতবার গেছি এসেছি তাতে করে আমাদের গায়ের চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। কেবল নতুন রংরুটরা উত্তেজিত হয়েছে। কাট্ তাদের বুঝোতে থাকে—"ওটা একটা ১২-ইঞ্চি কামান—আগে গোলা ফাটার আওয়াজ, তারপর কামানের শব্দ!"

গোলা ফাটার শব্দ শুনি, কিন্তু কামান ছোঁড়ার ফাঁকা শব্দ আমাদের কানে আসে না—ফ্রন্টের মিলিত কোলাহলে তা মিলিয়ে যায়। কাট্ শুনে বলে—"আজ একটা গোলাবর্ষণ হবে। আমার মজ্জার ভিতরে আমি তার সাড়া পাচ্ছি।"

আমাদের পাশে তিনটে গোলা এসে পড়ল। কুয়াসার মধ্যে দিয়ে আগুনের হল্‌কাটা যেন ছুটে বেরুল; গোলার টুকরো গুলো শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস চিরে চলে গেল! আমরা শিউরে উঠে ভাবি যে তবু ভাল কাল সকালেই আমরা কুটিরে ফিরে যাব।

সাধারণতঃ যেমন থাকে, আমাদের চেহারা যে তার চেয়ে ফ্যাকাসে কি তার চেয়ে রাঙা হয়েছে এমন নয়; মুখ যে শুকিয়ে গেছে কি শিথিল হয়ে পড়েছে তাও নয়—তবু কেমন ধারা যেন বদলে গেছে। বোধ হয় আমাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে কিসের একটা ঝিলিক্ চলে গেছে। এ শুধু শব্দের অলঙ্কার নয়; সত্যিই তাই—একটা ঝিলিক্! এরই নাম 'ফ্রণ্ট্', ফ্রণ্টের এই চেতনাই সেই ঝিলিক্। যে মুহূর্ত্তে প্রথম গোলাটা মাথার উপর দিয়ে বাতাসে শিটি দিয়ে ছুটে চলে যায় সেই মুহূর্ত্তে আমাদের শিরায়, অঙ্গে, চোখে একটা ক্ষিপ্রতা জেগে ওঠে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। চোখের নিমেষে সারা দেহ একেবারে প্রস্তুত হয়ে যায়।

প্রত্যেকবারেই এই একরকম হয়। ফ্রণ্টের জন্যে যখন যাত্রা করি, তখন আমরা সাধারণ সৈন্য—হয় উৎফুল্ল, নয় বিষণ্ণ। তারপর প্রথম কামানের সঙ্গে পরিচয়—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথার সুরে পর্য্যন্ত একটা নতুন রেশ পড়ে।

কাট্ যখন সেনাবারিকের কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—"আজ একটা গোলাবর্ষণ হবে", তখন সেটা তার একটা মত মাত্র। কিন্তু ঐ কথা যখন এইখানে এই ফ্রণ্টে দাঁড়িয়ে বলে তখন চক্‌চকে সঙ্গীনের

মত সেটা ধারালো হয়ে ওঠে, চিন্তার মধ্যে অবাধে ঢুকে যায়! যেন একটা গূঢ় অর্থ—"আজ একটা গোলাবর্ষণ হবে।" আমাদের অন্তরের নিভৃততম স্থান কেঁপে উঠে সতর্ক হয়ে দাঁড়ায়।

* *

আমার কাছে ফ্রন্ট্ যেন একটা ঘূর্ণীজল। যদিও বহুদূরে স্থির জলের মধ্যে আমি রয়েছি কিন্তু ধীরে ধীরে আওড়ের টান আমাকে কেন্দ্রের কাছে টেনে নিয়ে চলেছে—এর থেকে আর নিস্তার নেই।

মাটি থেকে, বাতাস থেকে আমাদের ভরণ-পোষণ হচ্ছে—সব চেয়ে বেশী হচ্ছে মাটি থেকে। মাটির টান একজন সৈন্যের কাছে যতটা আর কারো কাছে তত নয়। যখন সে মাটির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, যখন গোলার আগুনে মৃত্যুর ভয়ে সে তার মুখ হাত পা মাটির মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করে তখন মাটিই তার একমাত্র বন্ধু ভাই মা সব! মাটির স্তব্ধতার মধ্যে সে তার ভয় তার কান্না নির্ব্বাপিত করে। মাটি তাকে আশ্রয় দেয়, দশ সেকেণ্ডের জন্যে জীবন দান করে। তারপর আবার তাকে কোলে টেনে নেয় হয়ত চিরকালের জন্যে!

মাটি! মাটি! মাটি!

আতঙ্কের হাত থেকে, ধ্বংসলীলার হাত থেকে, মৃত্যুর কোলাহলের মধ্যে থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষ তোমার খাঁজ, তোমার ফাটল, তোমার গর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয় নেয়।

প্রথম গোলার শব্দেই আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত চেতনা জাগে। যেন সেই হাজার হাজার বছর আগেকার পশু-স্বভাব! এই পশু-সুলভ সংস্কারই আমাদের চালিত করে এবং তারই বলে আমরা বেঁচে যাই। এটা যে ঠিক চেতনা তাও নয়—তার চেয়েও অনেক ক্ষিপ্র, অনেক নিশ্চিন্ত এবং অভ্রান্ত। জিনিসটা বুঝিয়ে বলা যায় না। হয়ত আমাদের একজন কোনোদিকে দৃক্পাত কর্ণপাত না করে হেঁটে যাচ্ছে—হঠাৎ

সে জমীর উপর সটান শুয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের উপর দিয়ে ভীষণ বেগে এক ঝাঁক গোলার টুক্‌রো নিরাপদে বেরিয়ে গেল! তবু সে কিছুতেই মনে করতে পারবে না যে সে গোলাটা আসার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, অথবা মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এ কথা তার মাথায় এসেছিল। অথচ ঐ অজ্ঞাত পাশবিক চেতনায় যদি সে না চালিত হত তার দেহ এতক্ষণে হত একতাল মাংসপিণ্ড! এই তৃতীয় চক্ষু, এই অতি-অনুভূতিই আমাদের অগোচরে আমাদের রক্ষা করে। এ না থাকলে Flanders থেকে Vosges এর মধ্যে একজন লোকও বেঁচে থাকত না।

তাই বলছিলুম, আমরা যখন কুচ্‌ কাওয়াজ করে চলি তখন আমরা হয় বিষণ্ণ, নয় প্রফুল্ল। তারপর যে মুহূর্ত্তে ফ্রণ্টের সীমা রেখার মধ্যে এসে পৌছই, সেই মুহূর্ত্তে আমরা হয়ে পড়ি এক-একটি নর-পশু!

*   *

একটা ছন্নছাড়া রকমের বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করি। এইখানে আমাদের রান্নাঘর—সেটা পেরিয়ে গিয়ে বনের আড়ালে আমরা নেমে পড়ি। লরি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভোরের আগেই এইখানে এসে আমাদের আবার তুলে নিয়ে যাবে।

মাঠের উপর বুকের সমান উঁচু কুয়াসা আর কামানের ধোঁয়া। আকাশে চাঁদ। রাস্তার উপর সৈন্যের দল সারি বেঁধে দাঁড়ায়। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় তাদের লোহার টোপগুলো চক্‌চক্‌ করে। সাদা কুয়াসার উপরিভাগে কেবল সারি সারি মাথা, সারি সারি বন্দুক বেরিয়ে আছে দেখতে পাই।

তোপ, গোলাগুলি ইত্যাদি তোড়জোড় বয়ে মালগাড়িগুলো চৌমাথা হয়ে সারি সারি চলেছে। গাড়ির ঘোড়ার পিঠগুলো চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্‌ করছে; তাদের গতি বড় সুন্দর। কামানের গাড়িগুলো

জ্যোৎস্না মাখা ঝাপ্‌সা দিগন্তের আকাশের উপর দিয়ে একটানা ভাবে চলেছে। ইস্পাতের টোপ পরা ঘোড় সওয়ারদের দেখে মনে হয় যেন অতীত যুগের যোদ্ধা—ছবিখানা আশ্চর্য্য সুন্দর ও বিস্ময়কর!

আমরা আমাদের ডেরাতে এগিয়ে চল্লুম। আমাদের কেউ কেউ কাঁধের উপর ছুঁচোলো পাক দেওয়া লোহার শিক তুলে নেয়; অন্তেরা চক্‌চকে লোহার ডাণ্ডাগুলো কাঁটাতারের জটগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে চলে। বোঝাগুলো বড় ভারি, বড় খাপছাড়া!

জমী ক্রমেই উঁচু নীচু হতে থাকে। সামনে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়—"সামাল—বাঁ হাতে ডোবা"—"সাবধান, খন্দক এড়িয়ে—"

হঠাৎ আমাদের দল দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি টাল্ খেয়ে সামনে যে কাঁটাতারের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

দেখি সামনেই রাস্তা জুড়ে কয়েকটা গোলার ঘায়ে চুরমার লরি পড়ে আছে। আবার হুকুম আসে—"সব সিগারেট আর পাইপ নিভিয়ে ফেল!" আমরা প্রায় আগদলে এসে পড়েছি।

ইতিমধ্যে ঘোরতর অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমরা একটা ছোট্ট বন ঘুরে একেবারে আগদলের সামনে এসে পড়লুম!

দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা অনির্দ্দিষ্ট রক্ত-আভা—সে আলো কেবলই চলাচল করছে, মাঝে মাঝে কেবল কামানের মুখ থেকে এক এক ঝলক্ আগুন। থেকে থেকে এক একটা রূপোলি কি সোনালি আগুনের গোলা আকাশের গায়ে ঠিক্‌রে উঠেই ছুম্ করে ফেটে গিয়ে আকাশ ভরে লাল, সবুজ, সাদা তারাবাজি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফরাসিদের এক একটা হাউই আকাশের উপর সিল্কের প্যারাস্যুট খুলে দিচ্ছে—তাতে এক একটা বাতি—দিনের আলোর মত চারিদিকের সব কিছু সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের গায়ে সেই আলো এসে পড়ে; আমরা দেখি আমাদের ছায়া কালো হয়ে মাঠের উপর পড়ছে। একটা আলো নিভতেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আশমান গোলা আকাশে ছুটে ওঠে; আবার নীল তারা লাল তারা আর সবুজ তারা!

কাটু বলে ওঠে—"আজ নির্ঘাৎ গোলাবর্ষণ!"

সব কটা কামানের শব্দ একত্র হয়ে সব শুদ্ধ মিলে একটা প্রচণ্ড গর্জ্জনের মত শোনায়—তারপর পরে পরে এক একটা গোলা-ফাটার আলাদা আলাদা শব্দ। মেশিন গানের (Machine gun) খটা খট্ খট্ খট্ শব্দ কানে আসে। বড় বড় গোলার ঘোর গর্জ্জনে আর ছোট ছোট গোলার চড়চড়ানিতে উপরের বাতাস কেঁপে ওঠে!

অন্ধকার আকাশ ঝাঁটিয়ে দিয়ে সার্চ্চ-লাইটের আলো এধার ওধার ফিরে বেড়ায়—সারি সারি লম্বা লম্বা আলোর ডাঁটি। তাদের মধ্যে একটা খানিকক্ষণ থম্‌কে দাঁড়ায়, তারপর কাঁপতে থাকে। পরের মুহূর্ত্তে তার পাশে আর একটা আলোর ডাঁটি এসে উপস্থিত হয়। তাদের দুটোর মধ্যে ধরা পড়েছে একটা উড়োজাহাজ—যেন একটা কালো ভুরুৎ পোকা—প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছে। আলোয় সেটার চোখে ধাঁধা লেগে যায়; তারপর ঘুরতে ঘুরতে নীচে পড়ে!

* *

ফাঁক ফাঁক করে আমরা লোহার খুঁটি পুঁতে চলি। দুজন লোকে একটা তারের কুণ্ডলী ঝুলিয়ে ধরে, অপর সকলে তার টেনে চলে। কাঁটা-তার খোলা আমার অভ্যেস নেই বলে আমার হাত ছড়ে যায়।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কায শেষ হয়ে যায়। কিন্তু লরি

আসতে অনেক দেরী। আমাদের অনেকেই মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমিও চেষ্টা করি কিন্তু এত শীত যে ঘুম আসতে চায় না।

থাকতে থাকতে এক সময় আমি বেহুঁস ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ চম্‌কে ঘুম ভেঙে বুঝতে পারলুম না আমি কোথায় আছি। আকাশের গায়ে দেখি হাউই উঠছে, রঙিন তারাবাজি ঝরছে, মুহূর্ত্তের জন্তে মনে হয় যেন কোন উৎসবের কুঞ্জে ফুল-বাগানের ঘাসের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছি। সকাল কি সন্ধ্যে ঠিক বুঝতে পারি না। যেন প্রদোষের পাণ্ডুর আলোর ঝুলনায় শুয়ে আছি—কান পেতে যেন শুনতে চাচ্ছি কারুর মৃদু গুঞ্জন—আমি কাঁদছি নাকি? চোখে হাত দিয়ে দেখি! অপরূপ স্বপ্নের মত লাগে, মনে হয় যেন আমি এখনও শৈশব পার হইনি। কেবল একটি মুহূর্ত্তের মত এই ছবিটুকু থাকে; তারপরই কাট্‌সিন্সকির ছায়ামূর্ত্তি আমার চোখে পড়ে। রণ-প্রবীণ কাট্‌ বসে বসে নিঃশব্দে ঢাকনি বন্ধ পাইপ টানছে। আমাকে জাগতে দেখে সে বল্লে—"চম্‌কালে না কি? ও কিছু না—ব্যস্ত হবার দরকার নেই, ঐ ঝোপটার উপরে গিয়ে পড়েছে!"

আমি উঠে বসি, মনে হয় যেন নিতান্ত একলা পড়ে গেছি। কাট্‌ যে এখানে আছে তবু ভাল। সে ফ্রণ্টের দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বলে—"চমৎকার আতসবাজী। কেবল যদি এত বিপদজনক না হত।"

আমাদের ঠিক পিছনে এসে একটা গোলা পড়ে। দুজন সৈনিক ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। দুমিনিট বাদে আরো কাছে একটা আসে।

তারপর রীতিমত গোলাবর্ষণ সুরু হয়! যতটা পারা যায় হুমড়ি খেয়ে আমরা পড়ে থাকি। এর পরেরটা প্রায় আমাদের দলের মাঝে এসে পড়ে। আকাশের প্রান্তে সবুজ তারার হাউই উঠতে থাকে। বারাজ (barrage) সুরু হয়। মাটি ছিট্‌কে উপরে ওঠে, গোলার টুকরো শন্‌ শন্‌ করে ছুটতে থাকে।

আমাদের পাশে একজন সৈনিক ভয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে। সে দুহাতে মুখ ঢেকে রয়েছে, তার মাথা থেকে টোপ খুলে গেছে। আমি সেটা তুলে তার মাথায় পরিয়ে দিলুম। সে মুখ তুলে একবার চাইলে, শিরস্ত্রাণটাকে খুবলে ফেলে দিয়ে শিশুর মতো আমার বাহুর তলায় গুঁড়ি মেরে এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ল! আমি আপত্তি করলুম না। তার টোপটাকে নিতান্ত পড়ে থাকতে না দিয়ে তার পাছার উপর সেটা রাখলুম—তামাসা করে নয়, কাজে লাগাবারই জন্যে; কারণ ঐ জায়গাটাই তখন তার শরীরের মধ্যে সকলের চেয়ে উঁচু অংশ।

একটা গোলার টুকরো এসে কাকে যেন জখম করেছে। গোলা ফাটার শব্দের ফাঁকে ফাঁকে তার চীৎকারের শব্দ পাচ্ছি।

অবশেষে গোলাবর্ষণ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে গোলা এখন রিসার্ভস্‌দের উপর পড়ছে। সাহস করে একবার উঁকি মেরে দেখি। লাল-তারার হাউই উঠতে আরম্ভ করেছে—খুব সম্ভবতঃ একটা আক্রমণ আসবে।

আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে এখনও কোন গোলযোগ নেই। আমি সেই রংরুটকে ঝাঁকানি দিয়ে বলি—"ওঠ খোকা, সব চুকে গেছে।"

সে হতভম্ব হয়ে চারিদিকে তাকায়। আমি বলি—"দেখতে দেখতে তোমার এ অভ্যেস হয়ে যাবে।"

সে তার টোপটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথার পরে। অল্প অল্প করে সে প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর হঠাৎ সে মুখ রাঙা করে বোকার মত তাকাতে থাকে। আস্তে আস্তে তার হাতটা পিছনে নিয়ে গিয়ে আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়।

আমি তখনই বুঝি যে কামানের শব্দে অসামাল হয়ে গেছে! আমি তাকে বলি—"তার জন্যে আর লজ্জা কি! প্রথম গোলাবর্ষণের সঙ্গে

পরিচয়ের সময় অনেকেরই অমন হয়ে থাকে। ঐ ঝোপটার পাশে গিয়ে যাও তোমার ভিতরের জাঙ্গিয়াটা ছেড়ে এসো।”

* *

সে আড়ালে চলে গেল। যুদ্ধের কোলাহল শান্ত হয়ে আসে; কিন্তু একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ আর থামে না। আমি বলি—“ব্যাপারটা কি, ক্রোপ্‌ ?”

সে বলে—“ব্যাপার হচ্ছে ওদিককার হ্‌’সার ফৌজ সাবাড় হয়েছে।”

চীৎকার থামে না। মানুষ নয় নিশ্চয়ই, কারণ মানুষ এত ভীষণ চীৎকার করতে পারে না।

কাট্‌ বলে—“ঘোড়া জখম হয়েছে।”

অসহ্য! আমাদের মুখ সাদা হয়ে যায়। ডেটেরিং দাঁড়িয়ে উঠে বলে—“ঈশ্বরের দোহাই। গুলি করে ওদের মেরে ফেলা হোক্‌।” সে জাতে চাষা সুতরাং ঘোড়ার দরদ বোঝে।

হঠাৎ যেন ইচ্ছে করেই গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। মরণাপন্ন জন্তুগুলির চীৎকার আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। চাঁদের রূপোলি আলোতে নিঝুপ মাঠঘাটের কোন অংশ থেকে যে চীৎকার আসছে বুঝতে পারা যায় না; এই পৈশাচিক চীৎকার যেন অদৃশ্য লোক থেকে এসে স্বর্গ মর্ত্ত্য চারিদিক ঘিরে নিচ্ছে। ডেটেরিং চেঁচিয়ে ওঠে, “গুলি করে মেরে ফেল! মেরে ফেল!”

কাট্‌ ধীরে ধীরে বলে—“আগে ওরা মানুষদের খেদমত করবে তবে তো ঘোড়া!”

আমরা দাঁড়িয়ে উঠে কোন দিক থেকে শব্দ আসছে দেখবার চেষ্টা করি। যদি জানোয়ার কটাকে চোখেও দেখতে পেতুম তো অনেকটা সহ্য করা যেত। ম্যুলেরের দুরবীণটা দিয়ে আমরা দেখতে পাই একদল

কালোপানা কারা আহতদের তুলে নেবার জন্যে ষ্ট্রেচার নিয়ে ঘুরছে। আর এখানে ওখানে উঁচু উঁচু কতকগুলি আরো গাঢ় ছায়া মূর্ত্তি—তারাও ঘুরছে ফিরছে—এইগুলিই আহত ঘোড়া—অবশ্য সবগুলি নয়। কোনটা লাফাতে লাফাতে কিছু দূর গিয়ে পড়ে যায়, আবার উঠে ছুটতে থাকে। একটার পেট ফেটে নাড়ী ভুড়ি বেরিয়ে পড়েছে। সেই নাড়ী ভুড়িগুলো পায়ে জড়িয়ে সে পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়ায়।

ডেটেরিং তার বন্দুক তুলে তাগ্ করতে থাকে। কাট্ তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বন্দুকটা উপর দিকে তুলে দিয়ে বলে—"খেপেছ নাকি ?"

ডেটেরিং কাঁপতে কাঁপতে তার রাইফল মাটিতে ফেলে দেয়।

আমরা বসে পড়ে আমাদের কান চেপে ধরি। কিন্তু এই বিকট চীৎকার আর গোঙানি যেন সবদিক জুড়ে নিয়েছে! কিছুতে তাকে বিকানো যায় না!

আমরা প্রায় সব কিছুই সহ্য করতে পারি; কিন্তু এই শব্দে আমাদের গা ঘেমে উঠতে থাকে। মনে হয় উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাই এত দূরে—যেখানে এই চীৎকার এসে পৌঁছতে পারে না। তবু এ তো শুধু ঘোড়া, মানুষ নয়।

অন্ধকারের মধ্যে গুলির শব্দ কানে আসে। ঘোড়াগুলোকে গুলি করে মারছে! এতক্ষণে বাঁচলুম। কিন্তু যন্ত্রণার চোটে ঘোড়াগুলো এত দৌড়চ্ছে যে মানুষ তাদের নাগালই পাচ্ছে না। একজন হাঁটু গেড়ে তাগ্ করে একটা গুলি ছুঁড়লে—একটা ঘোড়া পড়ল—তারপর আর একটা। শেষেরটা সামনের পা দুটোর উপর ভর করে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল—বেচারার শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। সৈন্যটা ছুটে গিয়ে আবার গুলি করলে। আস্তে আস্তে সে মাটিতে কাত হয়ে পড়ল।

আমরা কান থেকে হাত তুলে নিই। গোলার শীশী ধ্বনি, হাউই আর তারা—তিনে মিলে একটি চমৎকার রূপ ধরে।

ডেটেরিং উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে—"যুদ্ধের কাজে বেচারা ঘোড়া-গুলোকে লাগানোর চেয়ে নীচ কাজ আর কিছু হতে পারে না।"

* *

আমরা ফিরে যাই। লরিতে ফেরবার সময় হয়েছে। আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে। ভোর তিনটে!

সার বেঁধে গড়খাই গাড়ার মধ্যে দিয়ে সেই আগেকার কুয়াসার রাজ্যে এসে পড়ি। কাট্‌সিন্সকি কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে—লক্ষণটা ভাল নয়।

ক্রোপ্ বলে—"কি হয়েছে কাট্?"

কাট্ গম্ভীর মুখে বলে—"ভালয় ভালয় বাসায় যেতে পারলে বাঁচি।"

—"এখনই পৌছে যাবো কাট্ বেশী আর দেরী কি?"

কাট্ যেন একটু ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়; কেবলই বলতে থাকে—"কি জানি ভাই বলা যায় না!"

আমরা ট্রেঞ্চের অলি গলির মধ্যে দিয়ে খোলা মাঠে এসে পড়ি। ছোট্ট বনটা আবার চোখে পড়ে। এখানকার প্রত্যেকটি ঢেলার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ওরই কাছে একটা গোরস্থানও আছে।

চলেছি এই সময় আমাদের পিছন থেকে বজ্রপাতের মত শব্দ জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সটান শুয়ে পড়ি। আমাদের সামনে প্রায় একশ' গজ দূরে প্রকাণ্ড একটা আগুনের হলকা মাটি থেকে লাফিয়ে ওঠে।

পরমুহূর্ত্তে দ্বিতীয় আর এক গোলা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে দেখি জঙ্গলটার এক অংশ আস্তে আস্তে শূন্যে উঠল—তিন চারটে গাছ শূন্যভরে এটার-ওটার ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে গেল! ইঞ্জিনের সিটির মতো শব্দ করে গোলা ছুটে চলে—ভীষণ গোলাবর্ষণ!

কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—"আড়ালে যাও, আড়ালে যাও!" মাঠটা

সমতল, বন এখনও বহু দূরে, তা ছাড়া বিপদজনক—একমাত্র আড়াল পাওয়া যেতে পারে গোরস্থানের স্তূপগুলি। আমরা অন্ধকারের মধ্যে হুড়মুড় করে প্রত্যেকে যেন কোন যাদুমন্ত্রে এক একটি কবরের আড়ালে গা ঢাকা দিই। গোলাফাটার আগুনের হল্‌কায় গোরস্থান আলোকিত হয়ে ওঠে!

কোন দিকে পালাবার উপায় নেই। এই অগ্নিবর্ষণের আলোয় আমি মাঠটা দেখে নেবার চেষ্টা করি। সমস্ত মাঠটাকে মনে হয় যেন একটা উত্তাল সমুদ্রের মত, তার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা লক্‌লক্‌ করে ওঠে। এর মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

সারা বনটা টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। এই গোরস্থানের মধ্যেই আমাদের এখন পড়ে থাকতে হবে।

ঠিক সামনে খানিকটা জমি ফেটে চারিদিকে ইট পাটকেল ঢেলা ছিটিয়ে দেয়। আমি একটা চাবুকের মত আঘাত পাই। দেখি আমার আস্তিনটা একটা গোলার কুচিতে ছিঁড়ে গেছে। আমার আঙ্গুলগুলো মুঠো করে দেখি—নাঃ, কোন বেদনা নেই। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারি না, কারণ কিছুক্ষণ সময় না গেলে ক্ষতের যন্ত্রণা বোঝা যায় না। সারা হাতটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখি—এক জায়গায় একটু ছড়ে গেছে মাত্র। আমার মাথায় আর একটা চোট এসে লাগায় আমি চৈতন্য হারাতে সুরু করি। চকিতের মত আমার মস্তিষ্কে এই চিন্তা আসে— "অজ্ঞান হোয়োনা—অজ্ঞান হোয়োনা—"

আর একটা গোলার টুক্‌রো আমার টোপটায় এসে লাগল। কিন্তু অনেক দূর থেকে আসায় লোহার পাতকে ফুটো করতে পারলে না। চোখ থেকে কাদা মুছে দেখি ঠিক আমার সামনেই একটা প্রকাণ্ড ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। যে জায়গায় একবার গোলা পড়ে সাধারণতঃ

সেখানে দ্বিতীয়বার আর গোলা পড়ে না। আমি এক লাফে সেই গর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছের মতো নেতিয়ে পড়ে থাকি। আর একটা সিটির শব্দ পাই! আমি তাড়াতাড়ি গুঁড়ি মেরে নিজেকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করি। হঠাৎ দেখি বাঁ-দিকে একটা কি। তার গায়ে ঘেঁসে যেতেই সেটা ভেঙে পড়ে। আমার চোখের সামনে মাটি লাফিয়ে ওঠে। শব্দে কানে তালা লেগে যায়। আমি সেই ভাঙা বস্তুটার তলার গুঁড়ি মেরে ঢুকে তাই দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখি। একটা পচা কাঠের তক্তা —চারিদিকে শন্ শন্ করে গুলির টুক্‌রো ছুটছে, তার মধ্যে একটা খেলো বর্ম্ম!

কার একটা জামার হাতায় আঙ্গুল ঠেকে; এ কি, একটা হাত যে! আহত মানুষ নাকি? আমি তাকে চেঁচিয়ে ডাকি—কোন উত্তর নেই—মরে গেছে দেখছি। আরো হাৎড়াই—ছোট ছোট চেলা কাঠ। তখন মনে পড়ে যে আমরা গোরস্থানের মধ্যে রয়েছি। এই কাঠগুলো ভাঙা চুরো কফিনের কাঠ।

গোলাবৃষ্টি ক্রমেই ভীষণতর হয়ে ওঠে। আমি সেই কফিনের মধ্যে আরো নিবিষ্ট হয়ে পড়ে থাকি। এ-ই এখন আমার আশ্রয়!

আমার সামনে মাটির গর্ত্তটা হাঁ হয়ে যায়! এক লাফে ওর মধ্যে চলে যাই। মুখের উপর একটা চাপড় খাই। আমার কাঁধের উপর কার একটা থাবা এসে পড়ে—মরা মানুষটা জেগে উঠল নাকি? আমার হাতটা ধরে কে ঝাঁকিয়ে দেয়। মাথাটা ঘুরিয়ে নিতেই এক ঝলক্ আলোয় চোখে পড়ে, কাট্‌সিন্সকির মুখ। সে হাঁ করে চীৎকার করছে। চারিদিকের কোলাহলে আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে। কোলাহলের একটু ফাঁকে আমি শুনতে পাই—গ্যাস্, গ্যা-অ্যা-স, গ্যা,-অ্যা-অ্যা-স্—মুখ ঢাকা দাও।”

বড় বড় গোলাবাজির মধ্যে গ্যাসের গোলার ঢ্যাবঢেবে শব্দ কানে

আসছে। গোলাবাজির ফাঁকে ফাঁকে একটা ঘণ্টাব ধ্বনি এসে সকলকে সতর্ক কবে দিচ্ছে—গ্যাস্—গ্যা-অ্যাস্ !

আমাব পিছনে একজন কে লাফিয়ে এল, তারপব আব একজন। গবম নিশ্বাসেব ভাপে আমাব মুখোসেব কাঁচটা ঝাপ্সা হয়ে গেছে। কাঁচটা মুছে ভাল কবে দেখি—কাট্, ক্রোপ্ আব একজন কে। আমরা কয়জনে সেইখানে প্রায নিশ্বাস বন্ধ কবে পড়ে থাকি।

গ্যাসেব মুখোস পববাব কয়েক মিনিটেব মধ্যেই জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে বোঝাপড়া হযে যায়। মুখোসটাব বেশ ঠাস বুনন তো ? কোথাও ছেঁদা নেই ? হাসপাতালে যে ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি তা আমার মনে পড়ে। বিষাক্ত গ্যাসেব রুগীবা সাবা দিন বাত ধবে হাঁপাচ্ছে, তাদের কাশিব সঙ্গে জ্বলে যাওযা ফুস্ফুসেব কুচি উঠে আসছে।

অতি সাবধানে ভ্যাল্ভে মুখ বেখে আমি নিশ্বাস নিই। এখনও মাটিব উপব দিযে একটা প্রকাণ্ড থল্থলে জেলি মাছের মত গডাতে গডাতে বিযাক্ত গ্যাস এসে খানা-খন্দে জমা হচ্ছে। বাতাসেব চেয়ে ভারি বলে নীচু জায়গায সব চেযে বেশী গ্যাস জমা হয়। কাট্কে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে আমি বলি, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে উপরে শোয়াই ভাল। কিন্তু তাব আগে দ্বিতীয়বার গোলাবৃষ্টি সুরু হয়। এবার আব যেন গোলা ফাট্ছে বলে মনে হয়না—এ যেন মাটির তলা থেকে গর্জ্জন আসছে।

একটা কালো রংএব কি পদার্থ হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। দেখি একটা কফিন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে।

মনে হল কাট্ কোথায় যাচ্ছে, আমিও চল্লুম। আমাদের গর্ত্তের মধ্যে যে চতুর্থ সৈনিকটি ছিল তার একটা হাতের উপর এসে কফিনটা চেপে পড়েছে। যন্ত্রণাব চোটে সে অন্য হাত দিয়ে তার মুখোসটা ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ক্রোপ্ ঠিক সময় তাকে ধরে তার হাত মুচড়ে দেয়।

কাট্‌ দুটো তুলোর পোঁটলা চওড়া করে বিছিয়ে ক্ষতটা ঢাকলে। বাঁধবার মতো একটা কিছুর জন্মে আমি এদিকে ওদিকে তাকাই। আমাদের কাছে আর ব্যাণ্ডেজ্‌ কিছুই নেই। কাযেই আমি তার ট্রাউজার খুলে তার ভিতরের জাঙ্গিয়া থেকে এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু তার জাঙ্গিয়াই দেখতে পেলুম না। মনে পড়ল, এই সেই ছেলেটি, যাকে কিছুক্ষণ আগে পাঠিয়েছিলুম ঝোপের আড়ালে কাপড় ছাড়তে।

ইতিমধ্যে একজন মৃত সৈনিকের পকেট থেকে কাট্‌ একটা ব্যাণ্ডেজ্‌ বার করে নিয়েছে।

আমি ছেলেটিকে বলি—"আমরা এবার একটা ষ্ট্রেচার আনতে যাচ্ছি।"

সে ধীরে ধীরে বলে—"এইখানে থাকো।"

কাট্‌ বল্লে—"আমরা এখনি ফিরে আসছি। কেবল একটা ষ্ট্রেচার নিয়ে আসব।"

সে বুঝলে কিনা জানিনা, কেবল কচি-ছেলের মত আবদারের সুরে বলতে লাগল—"আমায় ফেলে যেও না।"

কাট্‌ একবার চারিদ্দিকে তাকিয়ে বল্লে—"একটা পিস্তল বার করে শেষ করে দেব নাকি?"

নিয়ে যেতে যেতেই বোধ হয় ছেলেটি মারা যাবে, যদি বাঁচে তো বড় জোর দু'তিন দিন। এতক্ষণ সে যেটুকু কষ্ট পেয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী কষ্ট মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত তার কপালে লেখা আছে। এখন সে বিকল, কিছুই অনুভব করতে পারছে না। এক ঘণ্টা পরে অসহ্য যন্ত্রণায় তাকে অবিরত চীৎকার করতে হবে। যত ঘণ্টা সে বেঁচে থাকবে তার যন্ত্রণার শেষ থাকবে না। এ যন্ত্রণা সে পাক বা না পাক তাতে কারো কিছু এসে যাবে না।

আমি ঘাড় নেড়ে বলি—"হ্যাঁ কাট্, আমাদের উচিত ওর এই যন্ত্রণার অবসান করিয়ে দেওয়া।"

কাট্ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সে মনস্থির করেছে। আমরা ঘুরে দেখি আমরা আর একাকী নেই। গর্ত্তের মধ্যে থেকে খানার মধ্যে থেকে লোকজন উঠে পড়ছে।

কি করব, আমরা একটা ষ্ট্রেচার নিয়ে আসি।

কাট্ ঘাড় নেড়ে বলে—"এমন ছেলেটা—একেবারে দুধের বাছা——"

* *

যতটা ক্ষতি হবে ভাবা গিয়েছিল ততটা হয়নি।—পাঁচ জন মৃত, আট জন আহত। মোটের উপর একটা ছোট-খাট গোলাবৃষ্টি।

আমরা ফিরে গেলুম। আহতদেব হাসপাতালে নিয়ে গেল। সকালটা মেঘলা করে রয়েছে। বৃষ্টি পডতে সুরু হল।

এক ঘণ্টা পবে আমরা লরির কাছে পৌছে লরিতে উঠে পড়ি। আগের চেয়ে এখন জায়গা বেশী হয়েছে।

বৃষ্টি চেপে আসে। আমরা বর্ষাতির টুকরো গুলো মাথার উপর পেতে দিই। চড়্ বড়্ করে তার উপব বৃষ্টির ফোঁটা পডে। গর্ত্তে লরির চাকা পড়ে লাফিয়ে ঝাঁকানি দিতে দিতে চলে; আধঘুমন্ত অবস্থায় আমরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ি।

লরির সামনে দুটো লোক, তাদের হাতে দুটো লম্বা আঁকশি। তারা কেবল বাস্তাব মাঝে যে-সব টেলিফোনের তার ঝুলে রয়েছে তাই লক্ষ্য করছে। ঘন ঘন এত তার গেছে যে সতর্ক না থাকলে লরি চলতে চলতে অনায়াসে আমাদের তাবের ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। যেই তার আসছে, দুজনে দুদিক থেকে আঁকশিতে করে তুলে ধরছে আর বলছে —"তার—হুঁসিয়ার—" আমরা শুনছি আধ-ঘুমন্ত অবস্থায়—হাঁটু মুড়ে একটু নীচু হচ্ছি, আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছি।

লরি চলেছে তো চলেইছে। আঁকশি-ওয়াল্লারা এক ঘেঁয়ে সুরে হাঁক দিচ্ছে তো দিচ্ছেই—"তার—খবরদার—" বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই। আমাদের মাথার উপর জল ঝরছে, ফ্রণ্টে মৃত সৈনিকদের উপর জল ঝরছে, কেমেরিখের কবরের উপর ঝরছে, আমাদের অন্তরের মধ্যে ঝরছে।

কোথায় একটা গোলাফাটার শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাই, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, লরির গা থেকে লাফিয়ে পড়বার জন্যে আমাদের পা তৈরী হয়ে ওঠে।

আর কোনরকম উৎপাত ঘটল না। কেবল এক ঘেঁয়ে হাঁক—"তার—খবরদার—" আমরা আবার নীচু হই, আবার আধ-ঘুমন্ত অবস্থা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমাদের গা মাথা উকুনে ভর্ত্তি হয়ে গেছে—বসে বসে আমরা উকুন বাছছি। একটা গুজব শুনেছিলুম, হিমেলষ্টোশ নাকি এখানেও জ্বালাতে এসেছে। আমরা কাল তার সুপরিচিত কণ্ঠ শুন্‌তে পেয়েছি।

ক্রোপ্ আর ম্যুলেব দুজনে গল্প করছে। কোথা থেকে জানিনা ক্রোপ্ এক বাটি সিদ্ধ মটর কলাই যোগাড় করে এনেছে। ম্যুলের আড়চোখে সে দিকে দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—"আলবের্ট, এখন হঠাৎ যদি শান্তি স্থাপন হয়ে যায়, তুমি কি কব?"

আলবের্ট বোকার মত বলে—"এই ঝঞ্ঝাট থেকে পালিয়ে বাঁচি।"

—"তা তো নিশ্চয়ই, তারপব?"

—"মদ টেনে ভোঁ হয়ে যাই।"

"বাজে কথা বোলোনা, আমি সত্যি জিজ্ঞেস করছি।"

ক্রোপ্ বলে—"আমিও তাই বলছি। এ ছাড়া লোকে আর কি করতে পারে?"

কথাবার্ত্তায় কাট্‌ আকৃষ্ট হয়। সে ক্রোপের মটরের বর্ত্তনের প্রশংসা করে দু' একটা মুখে ফেলে একটু ভেবে বলে—"প্রথম চোটে হয়ত খুব মদ চালাবে, কিন্তু তার পর রেল ধরে বাড়ী ফিরে যেতে হবে মায়ের কাছে। মনে রেখো, শান্তির সময়ের কথা বলছি, আলবের্ট।"

কাট্ তার অয়েল ক্লথ মোড়া নোট-বই ঘেঁটে একটা ফটোগ্রাফ বার করে সবাইকে দেখায়। "এরা সব আমার আপনার জন"—বলে আবার যথাস্থানে সেটা রেখে বলে ওঠে—"কোথাকার পোকা-পড়া পচা যুদ্ধ!"

আমি তাকে বলি—"তোমাদের ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে, তোমাদের এ কথা সাজে।"

সে ঘাড় নেড়ে বলে—"ঠিক কথা, তারা কিছু খেতে পাচ্ছে কিনা সেটা আমাদেরই দেখতে হয়।"

আমরা হেসে উঠে বলি—"তুমি থাকতে তাদের কোনদিন অভাব হবেনা কাট্। খাবার তুমি কোথাও-না-কোথাও থেকে যোগাড় করবেই!"

ক্রোপ বলে—"ইয়াডেন, তুমি কি করবে?"

ইয়াডেনের কেবল একমাত্র চিন্তা, সে বলে—"দেখব যাতে হিমেল-ষ্টোশ আমার চেয়ে বড় পদ না পেয়ে যায়।"

ম্যুলের বলে—"আর ডেটেরিং, তুমি?"

ডেটেরিং মুখবোজা মানুষ, কিন্তু এ আলোচনায় সে যোগ দেয়। সে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে অল্পের মধ্যে বলে—"সোজা চলে যেতুম ক্ষেতে ফসল কাটতে!"

বলে সে উঠে চলে যায়। ও বড় উদ্বিগ্ন। ওর স্ত্রীকে ক্ষেতের কায করতে হয়। ফৌজের কর্ত্তারা ওর একজোড়া ঘোড়া জব্দ করে নিয়েছে। প্রতিদিনের কাগজে সে দেখবার চেষ্টা করে তার ওল্ডেনবুর্গের কোনটিতে বৃষ্টি হচ্ছে কি না।

এই সব কথা হচ্ছে, এমন সময় হিমেলষ্টোশ এসে হাজির হয়। সে সিধে আমাদের দলের দিকে আসতে থাকে। ইয়াডেনের মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘাসের উপর চিত্তিয়ে শুয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে।

হিমেলষ্টোশ একবার যেন একটু ইতস্ততঃ করে করে, তারপর আস্তে

আস্তে পা ফেলে-ফেলে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। আমরা কেউ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাও করিনা। ক্রোপ্ খুব মনোযোগ দিয়ে তার দিকে দেখতে থাকে।

সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করে। কেউ যখন কিছুই বলে না, সে বলে ওঠে—"কি হে?"

হিমেলষ্টোশ কি করবে ঠিক বুঝতে পারে না। তার খুব ইচ্ছে আমাদের একবার কসে কুচ্-কাওয়াজ্ করিয়ে নেয়। কিন্তু ফ্রন্ট-লাইন যে কুচ্-কাওয়াজের মাঠ নয়, এটা বোধ হয় সে বুঝেছে।

ক্রোপ্ তার সবচেয়ে কাছে বসেছিল ব'লে সে ক্রোপ্‌কে বলে—"এই যে তুমিও যে।"

কিন্তু ক্রোপের সঙ্গে তার ভাব-সাব ছিল না। সে একটু চড়ে বলে—"হ্যাঁ, তোমার চেয়ে অনেক আগেই এসেছি।"

হিমেলষ্টোশ লাল গোঁফ জোড়া চুমড়ে বলে ওঠে—"তুমি যে দেখছি আমায় চিনতেই পারছ না।"

ইয়াডেন এইবার তার চোখ মেলে বলে—"আমি পারছি।"

হিমেলষ্টোশ তার দিকে তাকিয়ে বলে—"তোমার নাম কি ভাল, ইয়াডেন না?"

ইয়াডেন অপমান করবার জন্যে প্রস্তুত হয়; মাথা তুলে বলে—"জান তুমি নিজে কি?"

হিমেলষ্টোশ বিচলিত হয়ে ওঠে; বলে—"কবে আমাদের এত ঘনিষ্ঠতা হল? কই তোমার সঙ্গে এক খানায় পড়ে রাত কাটিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

খানার কথা শুনে ইয়াডেন প্রায় ক্ষেপে উঠে; সে বলে—"না সেখানে তুমি একলাই পড়েছিলে।"

হিমেলষ্টোশ রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। কিন্তু ইয়াডেন

এবার ওকে টেক্কা দিয়েছে ; সে আজ অপমান করবেই—"তুমি কি তা জানতে চাও? কুকুর—নর্দ্দমার কুকুর! অনেক দিন ধরে এই কথাটা তোমায় বলবার জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি।"

—"নর্দ্দমার কুকুর!" এটা বলে বহুদিনকার তৃপ্তি তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ ফুটে উঠল।

হিমেলষ্টোশও গালাগালি সুরু করলে—"গোবর-চাটা মাটি-খেকো চাষা! দেখতে পাচ্ছিস্‌নে তোর ওপর-ওয়ালা কথা কইছে।"

ইয়াডেন পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে বলে—"যা যাঃ, নিজের ল্যাজ কামড়াগে যা—"

সম্রাট কাইজেরকেও এর চেয়ে বেশী অপমানিত করা যায় না। হিমেলষ্টোশ বল্লে—"ইয়াডেন, আমি তোমার ওপর-ওয়ালা জানো—হুকুম করছি, খাড়া হও!"

ইয়াডেন জিজ্ঞেস করলে—"আর কি হুকুম?"

—"আমার হুকুম মানবে কি না?"

ইয়াডেনের তাচ্ছিল্যের ভাব তখনও যায় না। হিমেলষ্টোশ গর্জ্জে ওঠে—"দেখে নেব—তোমায় কোর্ট মার্শাল করব!"

দেখি সে আপিস ঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভেষ্ট্‌স এত হাসে যে তার চোয়ালে খিল্ লেগে যায় ; হাঁ তার বন্ধ হতে চায়না ; আলবের্ট একটা ঘুসি মেরে তবে তার চোয়াল দোরস্ত করে দেয়।

কাট্ একটু বিচলিত হয়ে বলে—"যদি ও সত্যিই নালিশ করে তো ব্যাপার গুরুতর হবে!"

ইয়াডেন্ বলে—"সত্যিই কি নালিশ করবে?"

আমি বলি—"নিশ্চয়ই করবে।"

কাট্ বলে—"অন্ততঃপক্ষে পাঁচদিনের জন্যে নির্জ্জন কারাবাস তো বটেই।"

ইয়াডেন তাতে ব্যস্ত হয়না, বলে—"পাঁচদিনের কারাবাস মানে পাঁচদিনের ছুটি!"

ইয়াডেন খুব ফুর্ত্তিবাজ। সে ভেষ্টুস্ আর লেএআরকে নিয়ে সরে পড়ে, যাতে প্রথম চোটে এসে তাকে কেউ খুঁজে না পায়।

*

ম্যুলেরের প্রশ্ন এখনও শেষ হয়নি, সে ক্রোপ্‌কে আবার বলে—"আলবের্ট, যদি সত্যিই তুমি এখন বাড়ী ফিরে যেতে পাও, তুমি কি কর?"

ক্রোপ্ বলে—"হয়ত ফিরে গেলে আবার সেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হতে হবে।"

আমি বলি—"ইস্কুলে যা আমাদের শেখায়, সব বাজে।"

ক্রোপ্ আমায় সমর্থন করে বলে—"এখানে এই যুদ্ধের মধ্যে এলে ওদের ঐ শিক্ষা সত্যিই বাজে বলে মনে হয়।"

ম্যুলের বলে ওঠে—"শুধু তোমার স্কুলের পরীক্ষা দিলেই তো আর চলবে না; রোজগারের ব্যবস্থা দেখতে হবে তো!"

আলবের্ট বলে—"তা ঠিক; কাট্ ডেটেরিং আর ভেষ্টুস্ ওরা নিজের নিজের কাযে ফিরে যাবে। হিমেলষ্টোশও যাবে। কিন্তু আমাদের তো তেমন কিছু নেই। এখান থেকে ফিরে গিয়ে কোন কাযে আমরা অভ্যস্ত হব?"

ম্যুলের বলে—"সত্যি আমাদের যে কি হবে—"

ক্রোপ্ কাঁধ নেড়ে বলে—"কে জানে? আগে ফিরে যেতে দাও তারপর দেখা যাবে।

আমরা যে কি করি ভেবে ঠিক ঠিকানা পাইনা।

ক্রোপ্ বলে—"আমি কিছুই করতে চাই না। একদিন না একদিন আমরা মারা যাবই—কি হবে ভেবে? আমাদের আর ঘরে ফিরতে হবে না।"

সত্যি শান্তি স্থাপন হলে আমাদের যে কি হবে, এ কথা আমাদের বাড়ীর লোকেরা একটুও ভাবে না। বছর-দুই ধরে ক্রমান্বয়ে গুলি, গোলা, বোমার গমাগম—একে ফস্ করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া কি সহজ ?

শুধু আমাদের এখানে নয়—সব জায়গাতেই এই এক অবস্থা—আমাদের বয়সের সকলেই এই একই কথা ভাবছে—কেউ বেশী ভাবছে, কেউ কম।

আলবের্ট বলে—"যুদ্ধটা আমাদের সব দিকেই দফা নিকেশ করলে।

কথাটা বলেছে ঠিক—আমাদের যৌবন আর নেই। আমরা যেন পলাতকার দল। নিজের কাছ থেকে এমন কি জীবনের কাছ থেকেও দূরে সরে পড়বার জন্যে আমরা যেন দৌড় মেরেছি। আঠারো বছর বয়সে যখন সবে আমরা পৃথিবীকে এবং এই জীবনকে ভাল-বাসতে শিখেছি সেই সময় গুলির চোটে সেই মায়াটুকু ধ্বংস করে দিতে হয়েছে। প্রথম বোমা যেটা ফেটেছিল, সেটা যেন আমাদের অন্তরের মধ্যেই ফেটেছিল। কর্ম্ম, চেষ্টা এবং উন্নতির পথ আমাদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। ও-সবে আমাদের আর বিশ্বাস নেই—বিশ্বাস করি কেবল লড়াইকে।

* *

আফিস ঘরে যেন একটু চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। হিমেলষ্টোশ গিয়ে বোধ হয় খোঁচাখুচি লাগিয়েছে। সবার আগে আসছেন স্থূলকায় সার্জ্জেণ্ট-মেজর গদাই লস্কর চালে। এ বড় আশ্চর্য্য যে সব সার্জ্জেণ্ট-মেজরগুলোই কি ভোঁদা হবে ? হিমেলষ্টোশ তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। তার বুট জুতা রোদে চক্‌চক্ করে উঠছে।

আমরা উঠে দাঁড়াই।

সার্জ্জেণ্ট বলেন—"ইয়াডেন কোথায় ?"

কেউ যে জানি এমন ভাব দেখালুম না। হিমেলষ্টোশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে—"তোমরা বেশ ভাল করেই জান। বলবে না তাই বল।"

মোটকা সার্জেন্ট এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন। ইয়াডেনের দেখাই নেই। তখন তিনি আর এক ফন্দি বার করে বলেন—"আর দশ মিনিটের মধ্যে ইয়াডেন যেন আফিস ঘরে গিয়ে খবর দেয়।" বলে হিমেলষ্টোশকে সঙ্গে নিয়ে মেজর-সাহেব ফিরে যান।

আমি ঝুপড়িতে গিয়ে ইয়াডেনকে সাবধান করে দি। সে লম্বা দেয়।

তারপর আমরা শুয়ে পড়ে তাস খেলতে থাকি।

আধ ঘণ্টা পরে হিমেলষ্টোশ আবার ফিরে আসে। কেউ তার দিকে মন দেয় না। সে ইয়াডেনের কথা জিজ্ঞেস করে, আমরা পিঠ ফিরিয়ে বলি, জানি না।

সে বলে—"তবে তোমরাই তাকে খুঁজে বার কর। তোমরা কি তাকে খুঁজতে যাওনি নাকি?"

ক্রোপ্ ঘাসের উপর শুয়ে বলে—"তুমি লড়াইএর জায়গায় কখনো এসেছ এর আগে?"

হিমেলষ্টোশ বলে—"সে কথায় তোমার কাজ কি? আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।"

ক্রোপ্ দাঁড়িয়ে উঠে বলে—"বটে, ঐখানে তাকিয়ে দেখ দেখি, যেখানে ছোট ছোট সাদা মেঘের মতো ধোঁয়া ভাস্‌ছে—ওগুলো উড়ো-জাহাজ মারবার গোলার রোঁয়া। ঐখানে কাল আমরা গিয়েছিলুম। পাঁচজন মারা গেছে, আটজন জখম। ভারি মজা হয়েছিল। এর পর যখন তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে, সৈনিকেরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তোমার সামনে এসে গোড়ালি

ঠুকে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বলবে—'এবার যেতে পারি হুজুর? এবার মরতে পারি হুজুর?' ঠিক তোমারই মত একজন উপরওয়ালার জন্যে এতদিন আমরা অপেক্ষা করে ছিলুম।"

এই বলে সে বসে পড়ল। হিমেলষ্টোশ উল্কার মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাট্‌ আঁচ করে বল্লে—"লিখে রাখো তোমার তিন দিনের C. B. হয়ে বসে আছে।"

আমি আলবের্টকে বল্লুম—"এর পরের বারে আমার মনে যা আছে আচ্ছা করে শোনাব।"

কিন্তু হিমেলষ্টোশ আর এলনা। সন্ধ্যের সময় বিচার-সভা বসল। কাছারি ঘরে আমাদের লেফটানেণ্ট বেটিঙ্ক বসে এক এক জনকে ডাকতে লাগলেন।

ইয়াডেনের অবাধ্যতার কারণ দেখবার জন্যে আমায় সাক্ষ্য দিতে হল।

বিছানায় প্রস্রাব করার গল্পটায় খুব কায হল। হিমেলষ্টোশকে ডাকা হতে আমি আমার জবানবন্দির পুনরুল্লেখ করলুম।

বেটিঙ্ক হিমেলষ্টোশকে জিজ্ঞেস করলেন—"এটা কি সত্যি?"

হিমেলষ্টোশ কথাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ক্রোপ্‌ও ঐ এক কথা বলতে সেটা সে স্বীকার করলে।

বেটিঙ্ক বল্লেন—"তবে আগে এই ব্যাপারটা জানানো হয়নি কেন?"

আমরা মুখ বুজে থাকি। তিনি নিজে নিশ্চয় জানেন সৈন্যবিভাগে এই সবের জন্যে নালিশ করতে যাওয়ায় কোন লাভ নেই। সৈন্য বিভাগে নালিশ করার রীতি বড় একটা নেই। তিনি সেটা বুঝে হিমেলষ্টোশকে তিরস্কার করে বুঝিয়ে দেন যে ফ্রণ্টটা কুচ্‌ কাওয়াজের মাঠ নয়। তারপর ইয়াডেনের পালা আসে। তাকে একটা লম্বা উপদেশ শোনাবার পর তিনদিনের খোলা পাহারায় রাখার হুকুম

হয়। ক্রোপের জন্যে একদিনের খোলা পাহারা। তিনি চোখ মট্‌কে একটু দুঃখিত সুরে বলেন—"কি করা যাবে, আর কোন তো উপায় নেই।" বেটিঙ্ক বেশ ভদ্রলোক।

খোলা পাহারা বেশ সুন্দর জিনিস। জেলখানাটা এককালে ছিল মুরগীর ঘর। সেখানে গিয়ে আমরা বন্দীদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে পারি। কি করে সে বন্দোবস্ত করতে হয় তা আমাদের জানা আছে।

আগে গাছের সঙ্গে বন্দীদের বেঁধে রাখা হত—এখন সে নিয়ম উঠে গেছে। অনেক বিষয়েই বন্দীদের সঙ্গে আজকাল মানুষের মত ব্যবহার করা হয়।

এক ঘণ্টা পরে জালের বেড়ার পিছনে ইয়াডেন আর ক্রোপ্‌ সুস্থ হয়ে বসলে আমরা সেখানে প্রবেশ করে অনেক রাত্রি অবধি তাস পিটি আর স্ক্যাট খেলি।

* *

যখন আমরা আড্ডা ভেঙে উঠি কাট্‌ বলে—"এখন হাঁসের মাংসের রোষ্ট্‌ কেমন লাগ্‌বে ?"

আমি বলি—"মন্দ নয়।"

যে বাড়ীতে হাঁস ছিল সে জায়গাটা কাট্‌ ঠিক মনে করে রেখেছিল। আমরা একটা চলন্ত মাল-গাড়িতে উঠে পড়ি। এর জন্যে আমাদের দুটো সিগারেট ঘুস দিতে হয়। যেখানে হাঁস আছে সেটা যুদ্ধ বিভাগেরই একটা চালা ঘর। আমি হাঁস আনতে রাজি হয়ে কাটের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করি।

কাট্‌ আমায় উঁচু করে তুলে ধরে। আমি তার হাতে পা দিয়ে দেয়াল টপ্‌কে ভিতরে পড়ি। কাট্‌ বাইরে পাহারা দেয়।

চোখ থেকে অন্ধকারের ধাঁধা কাটতে কিছুক্ষণ লাগে। খানিক

পরে হাঁসের ঘরটা দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে হুড়কো তুলে দরজা খুলে ফেলি।

অন্ধকারের মধ্যে দুটো সাদা জিনিস চোখে পড়ে। দুটো হাঁস—লক্ষণ খারাপ, যদি একটাকে খপ্‌ করে ধরি অপরটা প্যাঁক প্যাঁক করে উঠবে। বেশ, দুটোকেই ধরব—যদি তাগ্‌ মতো ঝপ্‌ করে ধরতে পারি তো মার দিয়া।

আমি লাফ দিয়ে তাদের একটার পর আর একটাকে চট্‌ করে ধরে ফেল্লুম। পাগলের মতো আমি তাদের মাথা দুটো দেওয়ালের গায়ে আছড়াতে থাকি। পাখী দুটো তাদের পা আর ডানা দিয়ে ঝাপট্‌ মারতে থাকে। আমি মরিয়া হয়ে হাত চালাই। উঃ বাপ্‌—হাঁসের পায়ের কি জোর! ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আমায় টলমলিয়ে দেয়। মনে হয় যেন আমার হাতে একজোড়া পাখা গজিয়েছে। ভয় হচ্ছে, এখনই আকাশে উড়িয়ে নেবে।

একটা হাঁস একবার দম পেয়ে তড়কা ঘড়ির মত ক্যাঁক ক্যাঁক করে ওঠে। আমি কিছু করবার আগেই বাইরে থেকে কি একটা ছুটে আসে; আমি একটা আঘাত পেয়ে মেঝের উপর পড়ে যাই, আর কানের কাছে একটা ভীষণ গোঙরানি শুনি। একটা কুকুর। একটু পাশ ফিরতেই আমার গলাটা কামড়াবার চেষ্টা করে।

দেখলুম একটা ডালকুত্তা। যেন এক যুগ পরে সে তাহার মুখখানা সরিয়ে নিয়ে আমার পাশে বসে পড়ে। কিন্তু যদি আমি একটু নড়াচড়া করি সঙ্গে সঙ্গে সে গোঁ গোঁ করে ওঠে। আমি একটু ভেবে দেখি। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে আমার ছোট রিভল্‌ভারটা হাতে নেওয়া, তাও কেউ এসে পড়বার আগে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে আমার হাত এগোতে থাকে।

মনে হয় যেন এক ঘণ্টা ধরে হাতই সরাচ্ছি। একটুখানি

নড়েছি কি সেই বীভৎস গোঁ গোঁ! অবশেষে যখন রিভল্‌ভারটা হাতে ঠেকে আমার হাত কাঁপতে থাকে। আমি মনে মনে বলি—এক ঝট্‌কায় রিভল্‌ভারটা তুলে ধর, ও কামড়াবার আগেই গুলি ছুঁড়ে দাও, তারপর এক লাফ!

আস্তে আস্তে আমি একটা দম টেনে নি। তারপর এক ঝট্‌কায় রিভল্‌ভার বার করি—দড়াম করে শব্দ হয়, কুকুরটা চীৎকার করে একদিকে পড়ে যায়। আমি দরজার দিকে দৌড় দিতে গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে একটা হাঁসের উপর পড়ে যাই।

সেটাকে তুলে নিয়ে পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে পাঁচিলের উপর লাফিয়ে উঠে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা উঠে পড়ে ছুটে আমার দিকে লাফিয়ে আসে। আমি এক লাফে বাইরে নেমে পড়ি। কাছেই কাট্ বগলে হাঁসটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে প্রাণপণে ছুট দিই।

কিছুদূর দৌড়ে একটু হাঁপ ছাড়বার অবসর পাই। হাঁসটা মরে গেছে। আমরা ঠিক করি কাউকে না জানিয়ে সেটাকে রোষ্ট্ করব। আমি একটা ষ্টোভ আর কিছু কাঠ কুটির থেকে যোগাড় করে নিয়ে আসি। তারপর সব জিনিষ নিয়ে একটা খালি ঘরের মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ি। একটিমাত্র জান্‌লা—তাও মোটা পর্দ্দায় ঢাকা; একটা উনুনের মত আছে—তাতে আমরা আগুন জ্বালি।

কাট্ হাঁসটাকে ছাড়িয়ে ফেলে। পালকগুলোকে আমরা একধারে সরিয়ে রাখি। ফ্রণ্টের কামানের গর্জ্জন আমাদের আশ্রয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। আগুনের আঁচে আমাদের মুখ আলো হয়ে ওঠে, দেয়ালের উপর ছায়া নাচতে থাকে। এক একটা গুরু গর্জ্জন আর ঘরটা কাঁপতে থাকে—উড়ো-জাহাজ থেকে বোমা ফেলছে। একবার একটা

অস্ফুট চীৎকার শুনতে পাই—নিশ্চয় কোন কুটিরের উপরে গোলা পড়েছে।

উড়ো-জাহাজের গর্জ্জন আর মেসিনগানের নটখটি শব্দ কানে আসে। কিন্তু আমাদের চালাঘর থেকে এমন কোন আলো বাইরে যাচ্ছে না, যাতে আমরা ধরা পড়ে যাই।

কাট্‌ আর আমি দুজনে মুখোমুখি বসে মাঝ রাত্রে হাঁসের মাংস রোষ্ট্‌ করছি। কারো মুখে কথা নেই।

ঘরের মধ্যে আমরা জীবনের দুটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ; বাইরে অন্ধকার রাত্রিটা মৃত্যু দিয়ে ঘেরা। ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে টুলের এক পাশে আমরা বসে আছি। আমাদের হাত থেকে চর্ব্বি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। হাঁসটাকে মাঝে রেখে আমরা দুজনে বসে আছি। এক সঙ্গে দুজনে একই কথা ভাবছি। আমাদের অনুভূতি পর্য্যন্ত যেন এক হয়ে গেছে। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এত গভীর যে একটি কথা বলবার পর্য্যন্ত দরকার হচ্ছে না।

কচি হলেও হাঁস রোষ্ট্‌ হতে দীর্ঘ সময় লাগে। কাযেই আমরা পালা করে নিই। একজন রোষ্ট্‌ করে, অপরজন ঘুমিয়ে নেয়। ক্রমে একটা খোসবোতে কুটির ভরে যায়।

বাইরের কোলাহল আরো বেড়ে ওঠে। ঘুমতে ঘুমতে স্বপ্নের মধ্যেও সেই কোলাহল প্রবেশ করে। আধ ঘুমে দেখতে পাই কাট্‌ হাতাটা ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে।

কাট্‌ উনুনের কাছে গিয়ে বল্লে—"রান্না প্রস্তুত।"

ঘরের মধ্যে পোড়া হাঁসটা চক্‌চক্‌ করছে। আমরা আমাদের পকেট-কাঁটা-ছুরি বার করে দুজনে দুটো ঠ্যাং কেটে নি। এর সঙ্গে ঝোলে চোবানো ফৌজি রুটি চলতে থাকে। আমরা ধীরে সুস্থে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাই।

—"ক্রোপ্ আর ইয়াডেনের জন্যে একটু করে মাংস নিয়ে গেলে কেমন হয়, কাট্‌?"

সে বলে—"ভালই হয়।"

আমরা সাবধানে এক অংশ কেটে নিয়ে খবরের কাগজে মুড়ে রাখি। বাকিটা ভাবি আমাদের কুটিরে নিয়ে যাবো।

কাট্‌ একটু হেসে শুধু বলে—"ইয়াডেন!"

ঐটুকু মাংসতে ইয়াডেনের পেট ভর্‌বে না জেনে সবটাই নিয়ে যাবো স্থির করি। কাযেই ঝোল সমেত সমস্ত মাংসটা নিয়ে মুরগীর ঘরের জেলখানায় গিয়ে তাদের ঠেলে তুলি।

ক্রোপ আর ইয়াডেন ভাবে, আমরা বুঝি যাদুকর! তারপর তারা মুখ চালাতে থাকে। ইয়াডেন চুমুক দিয়ে ঝোলটা খেয়ে বলে—"তোমাদের কখনও ভুলবনা।"

আমরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে চলি। আবার সেই নক্ষত্রে ভরা উদার আকাশ—তার গায়ে উদয় রাগের চিহ্ন, তার তলা দিয়ে আমি হেঁটে চলি—পায়ে ভারি বুট, ভরা পেট—আমার পাশে কাঠখোট্টা কোলকুঁজো কাট্—আমার কম্‌রেড।

সারি সারি কুটিরে ছবি স্বপ্নের মতো আমাদের চোখে পড়ে।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপক্ষরা আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এমনি একটা গুজব শোনা যাচ্ছে। এবারে ছুটি ফুরোবার দুদিন আগেই আমাদের ফ্রন্টে যেতে হবে। পথে গোলার ঘায়ে চুরমার একটা ইস্কুল বাড়ী পেরিয়ে গেলুম। ইস্কুল বাড়ীটার একধারে দুসার নতুন তৈরী হলদে কাঠের কফিনের পাঁচিল খাড়া হয়ে রয়েছে—এখনো কফিনগুলোতে নতুনচাঁচা দেবদার আর পাইন কাঠের সুগন্ধ বেরচ্ছে। গুন্‌তিতে প্রায় শ' খানেক কফিন হবে।

ম্যুলের একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"এবারকার আক্রমণের আয়োজন বড় মন্দ দেখছিনে তো।"

ডেটেরিং বল্লে—"ওগুলো আমাদেরই জন্যে।"

কাট্ চটে বলে উঠল—"বাজে বকিস্ নে।"

ইয়াডেন বল্লে—"কপালে যদি ভাই একটা কফিন জোটে তো নিজেকে কৃতার্থ মনে করো; এই বুড়ো ধড়্খানার জন্যে একটা ছেঁড়া চটের থলি, তাও মিললে হয়।"

আর সবাইও তামাসা করে। এরকম তামাসা অপ্রীতিকর হলেও তা ছাড়া আর করাই বা যায় কি! কফিনগুলো সত্যিই আমাদের জন্যে।

আমাদের সম্মুখ দিকটা সবই যেন বিজ্‌বিজ্ করছে। প্রথম রাত্রে আমরা আমাদের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করি। যখন চারিদিক

বেশ শান্ত থাকে, শত্রু শ্রেণীর পিছনে অনবরত ঘড়্ ঘড়্ গাড়ীর শব্দ সারা রাত শোনা যায়। কাট্‌ বলে যে ওরা ফিরে যাচ্ছে তা নয়—অস্ত্র শস্ত্র গোলাগুলি আনছে।

ইংরেজদের গোলন্দাজের দল যে আরো পুরু করা হয়েছে তা আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। পঁচিশ পঁচিশ কামানের অন্ততঃ আরো চার চারটে ব্যাটারি ডান দিকে রাখা হয়েছে; আর গাড়ার ভিতরে গোলা বর্ষণের উপযুক্ত কামান তাও এই পপ্‌লার গাছগুলোর আড়ালে লুকানো আছে। এ ছাড়া ওরা কতকগুলো ছোট ছোট মারাত্মক রকমের তোপ ফরাসী মুলুক থেকে আনিয়ে রেখেছে।

* *

ফ্রন্ট্ যেন একটা খাঁচা কল। এর মধ্যে কখন কি ঘটে তারি অপেক্ষায় আমরা তটস্থ হয়ে বসে থাকি। নানা দিক থেকে ছুটন্ত কামানের গোলা মাথার উপর যেন একটা জালের ঘের তৈরী করে, তারি তলায় আমরা অনিশ্চিত উদ্বেগ নিয়ে পড়ে থাকি। আমাদের উপরে দৈব যেন দিনরাত সমানে ঘুরছে। যদি একটা গোলা আসে আমরা কেবল উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে পারি, আর কিছু পারি না। আমরা জানিনা ঠিকও করতে পারিনা কোথায় সেটা পড়বে না পড়বে।

এই দৈবই আমাদের উদাসীন করে রাখে। কয়েকমাস আগে আমি একটা গোফার (Dug out) মধ্যে বসে স্ক্যাট্ খেলছিলুম। কিছুক্ষণ পরে আমি উঠে অন্য এক গোফায় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ফিরে এসে আমাদের গোফার আর কোন চিহ্নই দেখতে পেলুম না। সোজা একটা গোলা এসে সেটাকে উড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়টায় ফিরে এসে দেখি সেটাকে খুঁড়ে মানুষগুলোকে বার করবার চেষ্টা হচ্ছে, এই গেলুম আর এলুম ইতিমধ্যে সেটাও ধ্বসে পড়ে গেছে।

কেবল দৈববলে আমি এখনও বেঁচে আছি। যেমন দৈবাৎ বেঁচে গেলুম তেমনি দৈবাৎ চোট্ও লাগতে পারত। অভেদ্য গোফার মধ্যেও আমি গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যেতে পারি, আবার হয়ত খোলা মাঠের মধ্যে দশ ঘণ্টা গোলাবর্ষণের পর দেখব আমার গায়ে একটিও আঁচড় লাগেনি। কোন সৈনিকের পক্ষে দৈবের বলে যুদ্ধক্ষেত্রের সহস্র বিপদ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় জানি, তবু সকলেই আমরা দৈবে বিশ্বাস করি এবং বরাতের উপর নির্ভর করি।

* *

আমাদের রুটিগুলোকে বড্ড সামলে রাখতে হচ্ছে। ট্রেঞ্চগুলো আগের মতো মেরামত নেই বলে ইঁদুরের উৎপাত বড় বেড়ে উঠেছে। ডেটেরিং বলে যে একটা গোলাবৃষ্টি হবে, এ তারই লক্ষণ।

এখানকার এই মোটা মোটা ইঁদুরগুলো অতি জঘন্য—আমরা এদের বলি মড়াখেকো ইঁদুর। এদের বিশ্রী বীভৎস মুখ আর লোমহীন লম্বা ল্যাজগুলো দেখলেই যেন গা ঘুলিয়ে আসে।

ব্যাটাদের পেটে যেন আগুন জ্বল্ছে। প্রায় প্রত্যেক সৈনিকেরই রুটি একটু করে কুরে খাওয়া। ক্রোপ্ তার রুটি বর্ষাতিতে জড়িয়ে তার মাথার তলায় রেখেছে, কিন্তু ঘুমোবার যো নেই—রুটির গন্ধে তার মুখের উপর দিয়ে তারা দৌড়াদৌড়ি করছে। ডেটেরিং ইঁদুর গুলোকে ঠকাবার এক মৎলব বার করেছে। সে ঘরের ছাদে এক টুকরো তার বেঁধে তাতে রুটি ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই—রাত্রে সে টর্চ্চ জ্বেলে দেখে না তার রুটি এদিক ওদিক দুলছে, রুটি জাপ্‌টে ধরেছে একটা প্রকাণ্ড মোটা ইঁদুর!

শেষকালে আমরা ঠিক করলুম, আর একটা বিহিত না করলেই নয়। রুটিগুলো ফেলে দিতে আমরা পারব না, কারণ কাল সকালে

খাবার মতো বস্তুতঃ কিছুই নেই। কাযেই যেখানটুকু ইঁদুরে খেয়েছে সেগুলি ছুরিতে করে কেটে বাদ দি।

কাটা টুকরোগুলোকে মেঝের মাঝখানে এক জায়গায় জড় করা হয়। প্রত্যেকে তার কোদালি বার করে তৈরী হয়ে থাকে। ডেটেরিং ক্রোপ্ আর কাট্ তাদের পকেট ল্যাম্প নিয়ে প্রস্তুত থাকে।

কয়েক মিনিট পরেই খুস্খাস্ শব্দ পাই। ক্রমে শব্দ জোরে হয়। ছোট ছোট পায়ের শব্দ। তারপর টর্চ্চগুলো জ্বলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে রুটির স্তূপের উপর আঘাত করে। ফল মন্দ হয় না। আমরা মরা ইঁদুরগুলোকে পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার অপেক্ষা করে থাকি।

এমনি বার বার হতে থাকে। শেষটা ইঁদুরগুলো চালাক হয়ে পড়ে। বোধ হয় রক্তের গন্ধ পায়। আর তারা আসে না। তা হলেও মেঝের উপর যে টুকু রুটি পড়ে থাকে সকালের আগেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

পরের দিন আমাদের Edamer পনীর খেতে দেওয়া হয়। প্রত্যেকে প্রায় সিকি খানা করে পনীর পায়। এক হিসেবে ভালই, কারণ Edamer খেতে খুব সুস্বাদু, কিন্তু আর এক হিসেবে বড় ভাল না, কারণ ঐ গোল-গোল লাল টিনগুলো যখন এসেছে তখনই বোঝা যাচ্ছে যে শীঘ্রই খারাপ সময় আসছে, তাই এত তোয়াজ। যখন আমাদের 'রম্' পরিবেশন করা হয় অমঙ্গলের সূচনা আরও বেড়ে ওঠে! আমরা খাই না যে তা নয়, কিন্তু খেয়ে সুখ পাই না।

ইঁদুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে দিনের পর দিন আমরা ঘুরে বেড়াই। বন্দুকের গুলি আর হাত-বোমা বেশী বেশী আসতে থাকে। আমরা বন্দুকের সঙ্গীনগুলো পর্য্যন্ত সাফ্-সোফ্ করে নিতে থাকি।

কিন্তু সঙ্গীনের ব্যবহার আজকাল প্রায় উঠেই গেছে। আজকাল

নিয়ম হচ্ছে বোমা আর কোদাল নিয়ে আক্রমণ করা। ধারালো কোদাল অনেক দিক দিয়ে ব্যবহার করা চলে এবং চট্‌ করে ঘা দেওয়া যায়। যদি একবার ঘাড় আর কাঁধের মধ্যে ঘা বসানো যায় তো অনায়াসে বুক পর্য্যন্ত ফেঁড়ে ফেলা যায়। সঙ্গীন দিয়ে আক্রমণ করলে সাধারণতঃ হাড়ের মধ্যে আটকে যায়, তখন যার হাড়ে আটকে গেছে তার পেটে জোরে লাথি মেরে তবে সঙ্গীন টেনে বার করতে হয়। আরো মুস্কিল সঙ্গীনের ফলা প্রায়ই যায় ভেঙে।

রাত্রি বেলা শত্রুদের তরফ থেকে গ্যাসের গোলা ছোঁড়া হল। আমরা গ্যাসের মুখোস এঁটে আশা করে বসে রইলুম এর পরই আক্রমণ আসবে, এবং তৈরী হয়ে রইলুম শত্রুদের প্রথম দর্শনেই এক টানে মুখোস খুলে ফেলব।

কিছুই ঘটল না—সকাল হল। কেবল বিপক্ষ-শ্রেণীর পিছনে গাড়ির গড়্‌গড়ানি—ট্রেনের পর ট্রেন, লরির পর লরি, এত কি জমা করেছে ওরা? আমাদের গোলন্দাজরা ঐ দিকটায় তাগ্‌ করে অনবরত গোলাবর্ষণ করে চলেছে, তবুও ওদের চলাচলের বিরাম নেই।

আমাদের মুখের ভাব অবসন্ন—আমরা পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে চলি। কাট্‌ বিষণ্ণভাবে বলে—"এও দেখছি সোম্মে (Somme) এর মত হবে। সেখানে সাত দিন সাত রাত্রি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ হয়েছিল।" আমরা এখানে আসার পর থেকে কাটের আর সে স্ফূর্ত্তি নেই। লক্ষণ বড় খারাপ, কারণ কাট্‌ হচ্ছে ফ্রণ্টের ওয়াকিবহাল—বুড়ো ঘাগী সেপাই—কি ঘটবে তা সে আগে থেকেই বুঝতে পারে। কেবল ইয়াডেনের এখনও স্ফূর্ত্তি যায়নি—ভাল আহার আর 'রম্‌' পেয়ে সে খুব খুসী। সে এখনও ভাবে যে আমরা নিরাপদে ফ্রণ্ট থেকে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পাবো।

অবশ্য ব্যাপার দেখে শুনে অনেকটা তাই মনে হয়। দিনের পর দিন সাফ্ কেটে যায়। রাত্রিবেলা আমি ঘাঁটিতে গুঁড়ি মেরে বসে পাহারা দি আর শুনি কোন্ দিক থেকে কি শব্দ আসছে। মাথার উপর হাউই উঠতে থাকে, প্যারাসুটের আলো জ্বলতে জ্বলতে নামতে থাকে। আমি সজাগ সচকিত হয়ে বসে থাকি, বুক দুরু দুরু করতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে ঘন ঘন কেবলই আমার ঘড়ির জ্বলজ্বলে চাক্তিটার উপর চোখ পড়তে থাকে; ঘড়ির কাঁটা যেন সরতেই চায় না। আমার চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে আসে, জেগে থাকবার জন্যে আমি পায়ের আঙুলগুলো নাচাতে থাকি। পাহারা বদলি হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই ঘটে না—কেবল ঐখানকার সেই অফুরন্ত ঘর্ঘর শব্দ। ক্রমে আমরা ঠাণ্ডা হয়ে 'স্ক্যাট' আর 'পোকার' খেলতে বসি। কে জানে হয়ত আমাদের কপাল ভাল হতেও পারে!

সারাদিন আকাশে Observation Baloon উড়তে থাকে। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে শত্রুপক্ষ চলন্ত ট্যাঙ্ক এবং নীচু-আকাশে-ওড়া উড়ো-জাহাজ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে। কিন্তু সেটার চেয়ে নতুন যে সর্ব্বনেশে আগুন-ফেলা কলের কথা শুনেছি তারই কথা আমরা বেশী করে ভাবি।

* *

মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। পৃথিবী যেন গর্জ্জন করছে। আমাদের উপর ঘন ঘন গোলা বর্ষণ হচ্ছে। আমরা এক কোণে গুঁড়ি মেরে বসি।

প্রত্যেকে নিজের নিজের জিনিষপত্র কাছে নিয়ে বসে থাকি, প্রতি মুহূর্ত্তে ফিরে ফিরে দেখি সেগুলো ঠিক আছে কি না। গোফাটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে থাকে। চকিত ঝিলিকে আমরা পরস্পরের মুখ দেখতে পাই, আমাদের মুখ সাদা হয়ে গেছে।

সকলেই বুঝছি ঘন গোলাবর্ষণে দেওয়াল প্রাচীর সমস্ত ভেঙে যাচ্ছে,

পেটা ছাদের কংক্রীটের আস্তরণ ধ্বসে যাচ্ছে। সকালের মধ্যেই কয়েক-জন নতুন রংরুট ভয়ে সিটে মেরে বমি করা সুরু করেছে। তারা এই রকম গোলাবর্ষণ কখনও দেখেনি।

ধীরে ধীরে দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের ঘাঁটিতে আলো এসে পড়ে। গোলা ফাটার দীপ্তি ম্লান হয়ে যায়। সকাল হয়েছে। গোলা-গুলি ছোঁড়ার শব্দ ও মাটি-ফাটার শব্দ সব একসঙ্গে মিলে ভীষণ হয়ে ওঠে। এই তুমুল কোলাহলে মাথা যেন বিগ্ড়ে যায়।

সাহায্যকারী সৈনিকেরা বাইরে যায়। ধুলো মাটি মেখে প্রহরীগুলো টলতে টলতে ঘরে ঢোকে। একজন কোন কথা না বলে এককোণে বসে খেতে থাকে, অপর একজন নতুন সৈনিক কাঁদতে থাকে।

নতুন রংরুটরা তার দিকে লক্ষ্য করছে। এ কাঁদা রোগটা ছোঁয়াচে, তাই আমরা নজর রেখেছি। এরই মধ্যে কারো কারো ঠোঁট কাঁপতে আরম্ভ করেছে। তবু ভাল যে রাত কেটে গেছে; হয়ত দুপুরের আগেই আক্রমণটা এসে পড়বে।

গোলাবর্ষণ একটুও কমে না। আমাদের পিছনেও গোলা পড়ছে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি কেবল যেন মাটি আর লোহার ফোয়ারা ছুটে ছুটে উঠছে।

আক্রমণ আসে না, কিন্তু গোলাবৃষ্টি চলতেই থাকে। আস্তে আস্তে আমরা চুপ হয়ে যাই। কেউ আর কথা কয় না। আমাদের মনের ভাব প্রকাশের কোন ক্ষমতা থাকে না।

আমাদের দিকের ট্রেঞ্চটা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বহু জায়গায় আঠারো ইঞ্চির বেশী উঁচুই নেই; কত জায়গায় গর্ত্ত হয়ে গেছে, ফেটে গেছে, মাটির পাহাড় জমে গেছে, তার ঠিক নেই। আমাদের দরজার ঘাঁটির ঠিক সামনে একটা গোলা এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল। মাটিতে গোফার মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন নিজেদের মাটি খুঁড়ে

বার হতে হবে। এক ঘণ্টা পরে বাইরে যাবার পথ পরিষ্কার হয়, আমরাও কিছু হাতের কায করে কতকটা শান্ত হই।

আমাদের কমাণ্ডা এসে খবর দেন যে দুটো গোফা উড়ে গেছে। রংরুটরা তাঁকে দেখে কিছু ঠাণ্ডা হয়। তিনি বলেন, আজ সন্ধ্যার সময় খাবার আনবার জন্যে চেষ্টা করা হবে।

ইয়াডেন ছাড়া এ কথাটা কারও মনে উদয় হয়নি। যাই হোক শুনে তবু আশ্বাস হয়, বাইরের জগৎটাকে তবু একটু যেন কাছে পেলুম। রংরুটরা ভাবে, যদি এখনও খাবার আনবার উপায় থাকে তাহলে অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ হয়নি।

আমরা তাদের এ ভুল ভেঙে দিই না। আমরা জানি এ সময় বোমা-গুলিরও যেমন দরকার তেমনি খাদ্যও দরকারী। কেবল সে কারণে যেমন করে হোক খাবার আনা চাই-ই।

কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায়। দুবার দু'দল গিয়ে ফিরে আসে। শেষে কাট্ চেষ্টা করে, সেও কিছুই করতে না পেরে ফিরে আসে। এই আগুনের বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে একটা মাছি পর্য্যন্ত গলতে পারে না।

আমরা কোমর-বন্ধটা খুব এঁটে পরে, এক গ্রাস খাবার তিনগুণ সময় ধরে চিবিয়ে খাই। তবুও খাবার ফুরিয়ে যায়; ক্ষিদেয় পেট জ্বলতে থাকে। আমি ছোট এক টুকরো রুটি বার করে সাদা অংশটা রেখে খোলাগুলো আমার ঝোলার মধ্যে রেখে দি; থেকে থেকে সেইগুলো একটু একটু চিবুতে থাকি।

* *

রাত্রি আর কাটতে চায়না—অসহ্য হোয়ে ওঠে; কারও ঘুম নেই, কেবল এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি, থেকে থেকে ঢুলুনি আসে। ইয়াডেন দুঃখ করতে থাকে যে কাটা রুটির টুকরোগুলো আমরা ইঁদুরকে খাইয়ে

নষ্ট করলুম। আমাদের জল কম পড়েছে বটে, তবে এখনও সাংঘাতিক রকমে নয়।

ভোরের অন্ধকারে দরজার মধ্যে দিয়ে একপাল ইঁদুর কিল্‌বিল্ করে ঢুকে পড়ে। চারিদিক থেকে টর্চ্চ জ্বলে ওঠে। সকলে চীৎকার করে গালাগালি দিয়ে ইঁদুর মারতে থাকে। এই হত্যাকাণ্ডে আমাদের অনেক ঘণ্টার মনের ঝাল মেটে। মুখ বিকৃত করে এক ঘা লাঠি বসাই আর ইঁদুরদের কিচ্‌মিচ্।

এই রকম মারপিটে আমরা হাঁপিয়ে পড়ি। আমরা আবার শুয়ে অপেক্ষা করি। আশ্চর্য্য এই যে এ পর্য্যন্ত আমাদের ঘাঁটিতে কেউ চোট পায় নি।

একজন কর্পোরাল গুঁড়ি মেরে ঢোকেন। তাঁর সঙ্গে একখানা পাঁউরুটি। রাত্রির অন্ধকারে তিন জন সৌভাগ্যক্রমে পিছনে গিয়ে খাবার নিয়ে আসতে পেরেছে। তারা বল্লে যে এখান থেকে গোলন্দাজ শ্রেণী পর্য্যন্ত সমানে গোলাবর্ষণ চলেছে। কোথা থেকে যে ওরা এত গোলা পাচ্ছে সেইটেই একটা রহস্য।

আমরা অপেক্ষা করছি তো অপেক্ষাই করছি। দুপুর বেলা আমি যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই ঘটল। একজন রংরুটকে তড়্‌কা রোগে ধরে। আমি তাকে বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি, সে থেকে থেকে দাঁত কড়্‌মড়্ করছে, হাতের মুঠো বন্ধ করছে আর খুলছে। কয়েক ঘণ্টার মতো সে অবসন্ন হয়ে শান্ত হয়ে বসেছিল। এখন সে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে মেঝের উপর দিয়ে চলতে থাকে। হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায় তারপর শুট্ করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি— "কোথায় যাচ্ছ?"

—"এখনি ফিরে আসছি"—বলে সে আমায় ঠেলে চলে যেতে চায়।

আমি বলি—"আর একটু অপেক্ষা কর, এখনি গোলাবৃষ্টি থেমে যাবে।"

সে শোনে, মুহূর্ত্তের জন্যে তার দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসে। তারপর আবার ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো চোখ লাল হয়ে ওঠে; আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

আমি বলি—"একটু দাঁড়াও।" কাট্ দেখতে পেয়ে লাফিয়ে আসে—আমরা দুজনে গিয়ে তাকে চেপে ধরি।

তারপর সে প্রলাপ বকতে থাকে—"আমাকে ছেড়ে দাও! আমি বাইরে যাবো, আমি বাইরে যাবো!"

কোন মতেই সে শুনবে না! সে ঘুসি ছুঁড়তে থাকে, তার মুখ ঘেমে ওঠে, বিড়্‌বিড়্‌ করে প্রলাপ বকতে থাকে। এ রোগের নাম **Claustraphobia**। তার মনে হয় যে এখানে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কোন রকমে তাকে বাইরে যেতেই হবে! একে যদি এখন ছেড়ে দেওয়া যায় তো এই গোলাবৃষ্টির মাঝে মাঠের মধ্যে যেখানে খুসী পাগলের মতো ছুটে বেড়াবে। এ অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম নয়।

উপায় নেই—ওকে সজ্ঞান করবার জন্যে আমরা বেশ করে পিটুনি দিয়েছি। আমরা নিষ্ঠুর ভাবে মেরেছি—একটুও ইতস্ততঃ করিনি। শেষে ও শান্ত হয়ে বসে। দেখি, বাকি কটা নতুন রংরুটের মুখ সাদা হয়ে গেছে। ও বেচারাদের পক্ষে এই ভীষণ গোলাবর্ষণ সহ্য করা মুস্কিল। এদের রংরুটের ঘাঁটির থেকে সোজা এইখানে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল হয়নি। এই Barrageএ ঘাঘী সেপাইদেরই মাথার চুল সাদা হয়ে যায় তো এরা।

তারপর এই চট্‌চটে সোঁতা বন্ধ আবহাওয়া যেন ক্রমেই আমাদের বুক চেপে ধরতে থাকে! মনে হয় আমরা যেন আমাদের কবরের মধ্যে কেবল মাটি চাপা পড়বার অপেক্ষায় আছি।

হঠাৎ একটা ভীষণ গর্জন আর কি যেন ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে। গোফার ছাদের উপর সোজাসুজি একটা গোলা নেমে পড়েছে; থর্ থর্ করে সারা ঘরখানা কেঁপে ওঠে! গোফাটার খিলে খিলে চড়্চড়্ করে ফাট্ ধরে। ভাগ্য ভাল যে একটা ছোট গোলা—কংক্রীটের ছাদ উড়িয়ে দিতে পারেনি। দেয়ালগুলো টল্মল্ করে ওঠে, চারিদিকে রাইফ্ল্ আর লোহার টোপ্ ঝন্ঝন্ করে ওঠে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়, গন্ধকের ধোঁয়ায় ঘর ভরে ওঠে।

এই গভীর গোফাটার বদলে আজকাল নতুন যে ছোট ছোট গোফা তৈরী হচ্ছে তার মধ্যে যদি আমরা থাকতুম, আমাদের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যেত না।

কিন্তু ফল বড় ভাল হচ্ছে না। সেই নতুন সৈনিকটা আবার প্রলাপ বকতে সুরু করেছে, আরো দুজন দেখাদেখি তাই বিড়বিড় করতে থাকে। একজন লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়, অন্য দুজনকে নিয়েও আমরা বিপদে পড়ি। একজন ছুটে বেরিয়ে যায়, আমি তার পিছনে ছুটি; একবার ভাবি ওর পায়ে গুলি করি—ঠিক এই সময় একটা বজ্র-পাতের মত শব্দ হয়, আমি সটান হয়ে শুয়ে পড়ি; যখন উঠে দাঁড়াই, দেখি যে ধ্বসে-যাওয়া ট্রেঞ্চের দেয়ালের গায়ে মাংসপিণ্ডে গুলির টুকরোর আর পোষাকের কুচিতে এক হয়ে গেঁথে রয়েছে। আমি ছুট্তে ছুট্তে পালিয়ে যাই।

সেই প্রথম সৈনিকটাকে দেখে মনে হয় সে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। সে ছাগলের মত দেয়ালের গায়ে মাথা গুঁতোতে থাকে। আজই ওকে আমরা পিছনের শ্রেণীতে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। এখনকার মতো আমরা ওকে বেঁধে রেখে দি; এমন ভাবে বাঁধি যে আক্রমণ এসে পড়লে চট্ করে খুলে দিতে পারব।

কাট্ বলে—"এসো এক হাত স্ক্যাট্ খেলা যাক—কিছু কায হাতে

থাকলে তবু একটু আরাম পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছু লাভ হল না; প্রত্যেকটি গোলাফাটার শব্দ আমরা কান খাড়া করে শুনছি আর দান ফেলতে ভুল করে ফেলছি। শেষে খেলা ছেড়ে দিতে হয়।

আবার রাত্রি আসে। শ্রান্তিতে আমরা যেন মরার মতো হয়ে যাই। আমাদের দেহে যেন মাংসও নেই, পেশীও নেই; পাছে কিছু একটা কল্পনাতীত ভয়ানক দেখে ফেলি এই ভয়ে কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না। আমরা দাঁতে খিল্ লাগিয়ে বসে থাকি আর ভাবি—এরও শেষ আছে—এ শেষ হবেই—বিপদ-সাগর পার হয়ে আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব।

হঠাৎ নিকটের গোলাবর্ষণ থেমে যায়। গোলাফাটার শব্দ আসে, কিন্তু তারা আমাদের টপ্‌কে পিছন দিকে পড়েছে। আমাদের ট্রেঞ্চটা খোলসা হয়ে গেছে। আমরা আমাদের বোমাগুলো মুঠিয়ে ধরে গোফার বাইরে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বার হই। গোলাবর্ষণ থেমে গেছে। আমাদের পিছনে এখন ঘন 'বারাজ' সুরু হয়ে গেছে। আক্রমণ এসে পড়েছে।

এই ভীষণ ধ্বংসলীলার মধ্যে যে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তবু দেখি ট্রেঞ্চের চারিদিকে ইস্পাতের টোপ উঁকি মারতে লাগল। আমাদের পাশে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা মেশিন গান্ গাড়া হয়েছে, সেটাও গর্জ্জে উঠলো।

কাঁটা তারের যে বেড়া ছিল তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তবু তাতে কিছু বাধা দেবে। দেখতে পেলুম আক্রমণকারী শত্রুসৈন্য আসছে। আমাদের কামানের শ্রেণী গোলা ছুঁড়তে থাকে, মেশিন গানের ঝঞ্ঝনা জেগে ওঠে, রাইফ্‌ল্‌-গুলো গর্জ্জন করতে থাকে। আক্রমণ এগিয়েই আসে।

ভেষ্টুস আর ক্রোপ্ হাত বোমা ছুঁড়তে আরম্ভ করে; আমরা তাদের হাতে বোমা যুগিয়ে চলি; যত তাড়াতাড়ি পারে তারা ছুঁড়তে থাকে।

ভেন্টুস পঁচাত্তর গজ ছুঁড়তে পারে আর ক্রোপ্ পারে ষাট—ওটা মাপা আছে, কারণ এই দূরত্বটা জানা বিশেষ দরকার। শত্রু যখন ছুটে আসে, চল্লিশ গজের মধ্যে আসবার আগে তারা কিছুই করতে পারে না।

বিকৃত মুখ আর মসৃণ শিরস্ত্রাণ দেখে চিনতে পারি এরা ফরাসী সৈন্য। আমাদের কাঁটা তারের বেড়ার কাছে এসে পৌছতেই তাদের অনেক লোকক্ষয় হয়ে গেছে। একটা গোটা লাইন আমাদের মেশিন গান্ গুলোর সামনে সাবাড় হয়ে গেল। তারপর আমাদের খানিকটা বাধা পড়ে, বিপক্ষেরা আরো খানিক এগিয়ে আসে।

আমি দেখতে পাই তাদের একজন আকাশের দিকে মুখ করে তারের বেড়ার উপর গিয়ে পড়ে। তার দেহ অসাড় হয়ে যায়। কিন্তু হাত দুটো কাঁটা তারের গায়ে ঝুলতে থাকে—সে যেন হাত উঁচু করে প্রার্থনা করছে। তারপর দেহ যায় উড়ে, কেবল হাত দুটো আগেরই মতো বেড়ার গায়ে লট্‌পট্ করতে থাকে।

ঠিক যে সময়ে আমরা পিছনে হটে যাবো, মাটির মধ্যে থেকে তিন মূর্ত্তি আমার সামনে উঠে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজনের দুটো চোখ কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চক্‌চকে লোহার টোপের তলায় একটা ছুঁচোলো দাড়ি আর একজোড়া চোখ! আমি আমার হাত তুল্লুম—কিন্তু ঐ অচেনা চোখ-দুটোর উপর আমার বোমা ছুঁড়তে পারলুম না; সমস্ত হত্যাকাণ্ডটা যেন আমার মাথার চারিদিকে বোঁ বোঁ করে ঘুরে গেল; কেবল এই দুটো চোখ স্থির নিস্পন্দ। তারপর মাথাটা উঁচু হয়; একখানা হাত নড়ে ওঠে; বাতাসের মধ্য দিয়ে ছুটে আমার হাত-বোমাটা তার উপর গিয়ে পড়ে।

আমরা পিছনের শ্রেণীতে দৌড় মারি। পালাবার আগে কাঁটা তারের তাকগুলো ট্রেঞ্চে ফেলে আসি; পথে বোমা ছড়িয়ে রেখে আসি। পিছন থেকে আমাদের মেশিন-গান্ ইতিমধ্যেই গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

আমরা এখন বুনো জানোয়ারের মত হয়ে পড়েছি। আমরা যুদ্ধ করি না, কেবল ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষা করি। আমরা বোমা ছুঁড়ে মারছি, মানুষকে লক্ষ্য করে নয়। মৃত্যু স্বয়ং যখন লোহার টোপ্ পরে হাত বাড়িয়ে আমাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে তখন মানুষের আমরা কি তোয়াক্কা রাখি। আজ তিন দিন পরে এই প্রথম মৃত্যু-দূতের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছে, আজ এই প্রথম তাকে আমরা স্পর্শ করতে পেরেছি, তাকে আমরা বাধা দিতে পেরেছি। আর আমরা অসহায়ের মতো মৃত্যুদণ্ডের হুকুম শোনবার জন্যে পড়ে নেই। এখন আমরাও ধ্বংস করতে পারি, আত্মরক্ষা করতে পারি, প্রতিশোধ নিতে পারি।

আমরা প্রত্যেকটি কোণে গুঁড়ি মেরে প্রত্যেকটি বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে অগ্রগামী শত্রুর দিকে মুঠো মুঠো বোমা দোদমা ছুঁড়ে মারি। বেড়ালের মত গুঁড়ি মেরে আমরা ছুটতে থাকি। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত দলের পর দল শত্রু আসছে, আমরা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত হয়ে উঠেছি, আমরা ঠেঙ্গাড়ে, খুনে, সয়তান হয়ে উঠেছি। ভয়ে, উন্মত্ততায়, জীবনের লালসায় আমাদের শক্তি হাজারগুণ বেড়ে গেছে, সেই শক্তি দিয়ে আমরা লড়াই করছি কেবল আমাদের নিজেদের বাঁচাবার জন্যে। যদি তোমার নিজের পিতাও ওদের সঙ্গে আসেন, তাঁর দিকে একটা বোমা ছুঁড়ে দিতে তুমি একটুও ইতস্ততঃ করবে না।

সামনের ট্রেঞ্চগুলো আমরা ছেড়ে এসেছি। ও গুলোকে আর ট্রেঞ্চ বলা চলে না। সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—কেবল এখানে ওখানে ট্রেঞ্চের টুকরো, হাজারে হাজারে গর্ত্ত, খানা, খন্দ—এই বাকি আছে। কিন্তু শত্রুদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে। আমাদের দিক থেকে এতটা যে বাধা পাবে তা ওরা আশা করে নি।

* *

প্রায় বেলা দুপুর হয়েছে। সূর্য্য প্রখর হয়ে ওঠে। আমাদের কপালে

বেয়ে ঘাম গড়িয়ে চোখে এসে পড়তে থাকে। জামার হাতায় করে ঘাম মুছি, তার সঙ্গে রক্তও আসে। অবশেষে ওরই মধ্যে একটা ভাল রকম ট্রেঞ্চে এসে পৌছই। এখানে আমাদের দিক থেকে প্রত্যাক্রমণের জন্যে সব তৈরী রাখা হয়েছে। এই ট্রেঞ্চে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের সমস্ত কামান এক সঙ্গে ছোঁড়া সুরু হয়—শত্রুদের আক্রমণ-চেষ্টা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের দিকে যারা তেড়ে আসছিল তারা আর এগতে পারেনা। আমরা তৈরী হয়ে থাকি। যেমন দেখি আমাদের কামানের মুখ উঁচু করে আবো একশো গজ পাল্লা বাড়িয়ে দেওয়া হল, সেই সঙ্গে আমরাও এগতে থাকি। আমার পাশেই একজন লান্স কর্পোরালের মাথাটা ছিঁড়ে বেড়িয়ে চলে গেল। তার কাটা গলা দিয়ে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ছুটতে থাকল। সেই অবস্থাতেই তার কন্ধকাটা ধড়টা দু'চার পা ছুটে গেল।

শত্রুরা হটে গেছে। হাতাহাতি লড়াই আর হলনা। আমরা আবার এসে আমাদের খণ্ড বিখণ্ড ট্রেঞ্চে পৌছলুম ; সেটাও পেরিয়ে গেলুম।

হায় রে, আবার এই ফিরে আসা! ট্রেঞ্চের ভিতরকার আশ্রয়গুলো দেখে বড় লোভ হয় ঐখানে গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে বসে থাকি ;—কিন্তু তা হবার নয়, এই বিভীষিকার মধ্যে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যদি আমরা যন্ত্রচালিতের মত না হতুম তো অবসন্ন দেহ মন নিয়ে ঐ মাটির মধ্যে লুকিয়ে পড়তুম। আমাদের আর শক্তি নেই, তবু কিসে যেন আমাদের উন্মত্ত ক্রুদ্ধ করে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। আমরা মারব—কারণ ওরা এখনও আমাদের মারাত্মক শত্রু! ওদের বন্দুক, ওদের বোমার লক্ষ্য আমাদের দিকে ; আমরা যদি ওদের ধ্বংস না করি, ওরা আমাদের ধ্বংস করবে।

আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। টাল খেতে খেতে লাফ দিয়ে আমরা চলেছি। আহত ছিন্নভিন্ন সৈনিকরা মাটির উপর পড়ে

রয়েছে, তারা চীৎকার করে কেঁদে আমাদের পা জড়িয়ে ধরতে চায়—কিন্তু উপায় নেই—আমরা তাদের ডিঙ্গিয়ে চলে যাই।

পরের জন্যে সহানুভূতি আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছি। যখনই আমাদের চোখে অপর একজন মানুষের মূর্ত্তি পড়ে আমরা নিজেকে সংযত করতে পারিনা। আমাদের আর চেতনা নেই, যেন মরে গেছি, তবু যেন কোন্ যাদু-মন্ত্রে এখনও আমরা ছুটতে পারি আর পারি হত্যা করতে।

একজন তরুণ ফরাসী সৈনিক পিছিয়ে পড়েছিল, সে ধরা পড়ল; সে ভয়ে তার হাত লুকিয়ে ফেলে, এক হাতে তখনও সে পিস্তল ধরে আছে—ও কি গুলি করতে চায়? না ধরা দিতে চায়?—একটা কোদালের ঘায়ে তার মুখ দু'ফাঁক হয়ে যায়। দ্বিতীয় একজন এই দেখে ছুটে পালাতে যায়—তার পিঠের মধ্যে একটা সঙ্গীন প্রবেশ করে। সে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে করতে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। তৃতীয় এক জন বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জড়সড় হয়ে হাতে চোক ঢেকে বসে পড়ে। তাকে বন্দী করে পিছনে রেখে যাওয়া হয়—আহতদের বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

পশ্চাৎধাবন করতে করতে হঠাৎ আমরা শত্রুদের লাইনে এসে পৌঁছই।

পলাতক শত্রুদের এত পায়ে-পায়ে আমরা অনুসরণ করে যাই যে তারা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পৌঁছই। কাযেই শত্রুরা ভাল করে মেশিন-গান্ ছোঁড়বার সুযোগ পায়না। আমাদের সৈনিকরা খুব কমই মারা পড়ে। শত্রুদের একটা মেসিন-গান্ গর্জ্জে ওঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোমার ঘায়ে সেটা স্তব্ধ হয়ে যায়। তা হলেও দু' সেকেণ্ডেই আমাদের দলের পাঁচজনের পেটে গুলি লেগে যায়। কাট্ তার বন্দুকের কুঁদোয় করে একজন অনাহত

মেশিন-গান্ ওয়ালার মুখ থেঁতো করে দেয়। আর যারা ছিল তারা বোমা বার করবার আগেই আমাদের সঙ্গীনে গাঁথা হয়ে যায়। তারা মেশিন-গান্ ঠাণ্ডা করবার জন্যে যে জল রেখেছিল আমরা প্রাণ ভরে খেয়ে নি।

কাঁটার বেড়ার উপর কাঠের তক্তা ফেলে আমরা ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়ি। ভেষ্টুস্ একজন বিরাটকায় ফরাসীর ঘাড়ে কোদালির এক কোপ দেয়, তারপর হাত বোমা ছোঁড়ে। আমরা একটা ছোট প্রাচীরের আড়ালে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য গা ঢাকা দিই, তারপরই আমাদের সামনে ট্রেঞ্চের সমস্ত অংশটা খালি হয়ে যায়। আর একটা বোমা ছুঁড়ে যাবার একটা রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলি। আমরা ছুটে যাবার সময় গোফার মধ্যে কয়েকটা করে বোমা ফেলে দিয়ে চলে যাই। মাটি কেঁপে ওঠে, বোমা ফাটার শব্দ যেন চাপা পড়ে যায়। থল্‌থলে মাংসের স্তূপের উপর আমরা পা পিছলে পড়তে থাকি। আমি একটা ফাঁসা পেটের উপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে যাই—দেখি, পেটটার উপর একটা পরিষ্কার তকতকে নতুন অফিসারের টুপি।

যুদ্ধ থেমে যায়। শত্রুদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়। এখানে আমরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব না; আমাদের গোলাবর্ষণের আড়াল দিয়ে আমাদের নিজের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। যেই এ কথা মাথায় এল, সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি যে গোফা পেলুম তার মধ্যে আমরা ঢুকে পড়লুম, তারপর তাড়াতাড়ি যা-কিছু খাবার হাতের কাছে পেলুম তুলে নিলুম, বিশেষতঃ Corned beef এবং মাখন।

বেশ নিরাপদেই আমরা ফিরে আড্ডায় পৌঁছই। শত্রুর তরফ থেকে আর আক্রমণ আসে না। পুরো এক ঘণ্টা কারো মুখে আর কথা নেই, সকলেই জিরতে থাকে। আমরা এত শ্রান্ত হয়েছি

যে, প্রচণ্ড খিদে পাওয়াতেও কেউ খাবার কথা ভাবি না। তারপর ক্রমে ক্রমে আমরা আবার মানুষের মত হই।

সারা ফ্রন্ট্ জুড়ে শত্রুদের এই Corned beefএর খুব খ্যাতি। কখনো কখনো প্রধানতঃ এরই জন্যে আমরা আক্রমণ করতে করতে শত্রুদের ঘাঁটি অবধি ধেয়ে যাই। কারণ আমাদের খাবার দাবার সাধারণতঃ অতি বিশ্রী; এবং আমাদের ক্ষুধা চিরস্থায়ী।

সবশুদ্ধ পাঁচটা টিন আমরা যোগাড় করেছি। ওদের লোকরা বেশ যত্ন পায়। আমাদের এই ক্ষুধার যন্ত্রণা, শালগমের চাট্নি আর একটুখানি করে মাংসের টুক্রোর কাছে এটা যেন একটা মহাভোজের মত লাগে—আমরা তাই খেতে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিই। ভেষ্ট্‌স একটা সাদা ফরাসী পাঁউরুটি তার পেটিতে কোদালীর মত গুঁজে রেখেছে। এক কোণে একটু রক্ত লেগে গেছে—সেটা কেটে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

তবু ভাল যে আমরা শেষটা কিছু ভদ্র রকম খাবার খেতে পেলুম; এখনও আমাদের শরীরে বলসঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে—একটা ভাল গোফা আমাদের কাছে যতখানি দরকারি, যথেষ্ট খেতে পাওয়াও তাই। দুইয়েতেই আমাদের জীবন রক্ষা হয়; সেই কারণেই আমাদের খাবারের লোভ এত বেশী।

ইয়াডেন পুরো দু'বোতল Cognac সরাব্ যোগাড় করেছে। সে দুটোকে আমরা ভাগাভাগি করে পার করি।

* *

সন্ধ্যার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হতে সুরু হয়। রাত্রি আসে, খানা-ডোবার মধ্যে থেকে একটা ঘন কুয়াসা জেগে উঠতে থাকে। দেখে মনে হয় যেন প্রেতলোকের কত না রহস্যই খানা-ডোবা গুলোতে ভরা রয়েছে।

গা শীত শীত করে। আমি প্রহরায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকি। আক্রমণের পর বরাবর যেমন হয়ে থাকে, আমার দেহ-মনে আর শক্তি যেন নেই! আপন মনে যে কিছু ভাববো তারও ক্ষমতা নেই!

প্যারাসুটের আলো আকাশে উঠতে থাকে। আমার হাত যেন হিম হয়ে আসে, গা শির্ শির্ করতে থাকে। রাত্রিটা খুব ঠাণ্ডা যে তা নয়, কেবল এই হিম কুয়াসাটাই ভারি ঠাণ্ডা। এই রহস্যময় হিম কুয়াসা—এ যেন মরা মানুষগুলোর গা থেকে উঠে ধীরে ধীরে বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, তাদের বুক থেকে জীবনের অবশেষটুকু পর্য্যন্ত শুষে নিচ্ছে।

কোথা থেকে যেন খাবারের টিনের ঠন্ঠন্ শব্দ আস্‌ছে শুনতে পাই; সঙ্গে সঙ্গে গরম খাবারের জন্যে বড় ইচ্ছা জাগে। পাহারা বদলের সময়টুকু কোন মতে অপেক্ষা করে কাটাই।

তারপর গোফায় ফিরে গিয়ে এক ভাঁড় চর্ব্বিতে ভাজা যব পাই। খেতে বেশ লাগে; আস্তে আস্তে সবটা খেয়ে ফেলি। গোলাবর্ষণ থেমে গেছে বলে সকলে বেশ একটু ফুর্ত্তিতে আছে।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কেটে যায়। একবার আক্রমণ, একবার প্রত্যাক্রমণ, ক্রমে ক্রমে মৃতদেহে মাঠের গর্ত্তগুলো ভরে উঠতে থাকে। অধিকাংশ আহত, যারা বেশী দূরে পড়ে নেই, তাদের আমরা নিয়ে আসতে পারি; কিন্তু অনেককেই বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাক্‌তে হয়, আর আমরা বসে বসে শুনতে পাই তিলে তিলে যারা মরছে তাদের গোঙানি।

যখন আমাদের দিকে বাতাস বয়, বাতাসের সঙ্গে রক্তের গন্ধ ভেসে আসে, চাপ্ চাপ্ রক্তের একটা ভোদো গন্ধ, এই পচা গন্ধে আমাদের গা যেন ঘুলিয়ে আসে।

* *

একদিন সকালবেলা আমাদের ট্রেঞ্চের সামনে দুটি প্রজাপতি খেলা করে বেড়াচ্ছে। হলুদ বর্ণ দুটি প্রজাপতি—ডানায় তাদের লাল ফোঁটা—এদের বলে গন্ধপাষাণী প্রজাপতি। কি সন্ধানে তারা এখানে এসেছে কে জানে! কয়েক ক্রোশের মধ্যে গাছও নেই, ফুলও নেই। একটা মড়ার মাথার দাঁতের পাটির উপর তারা দুটিতে স্থির হয়ে বসল।

এখানকার পাখীগুলিও বেশ নির্ভয়। অনেক দিন ধরে আমাদের যুদ্ধ তাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। প্রতিদিন সকালে ঐ বেওয়ারিশ জমি (No Man's Land) থেকে ভারুই পাখী আকাশে উড়ে যায়। এক বছর আগে তাদের আমরা বাসা গড়তে দেখেছি; বাচ্চাগুলোও দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল।

কিছুদিনের জন্যে ইঁদুরগুলোর হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছি। ওরা গেছে ঐ বেওয়ারিশ জমিতে, তার কারণও আমরা জানি—তারা মড়া খেয়ে মোটা হতে গেছে। তাদের দেখি আর আমরা মার দিই।

রাত্রি বেলা শত্রুশ্রেণীর পিছনে আবার সেই ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা যায়। সারাদিন অল্পস্বল্প গোলাবর্ষণ চলে, কাজেই আমরা ট্রেঞ্চ মেরামত করবার সুবিধে পেয়ে যাই।

লড়িয়ে উড়োজাহাজগুলো আমাদের বেশী জ্বালাতন করে না, কিন্তু ঐ পর্য্যবেক্ষণের উড়োজাহাজগুলোকে আমরা দুচক্ষে দেখতে পারি না। আমরা কোথায় আছি না-আছি ওরা গিয়ে খবর দেয়। ওরা আসবার দু'মিনিট পরেই আমাদের উপর shrapnel আর বড় গোলা এসে পড়তে থাকে। এমনি করে একদিন আমাদের এগার জন লোক মারা পড়েছে, তার মধ্যে পাঁচজন ষ্ট্রেচার বাহক। দুজনের দেহ এমন থেঁত্‌লে গিয়েছিল যে ইয়াডেন তামাসা করে বল্লে যে দেয়ালের গা থেকে চামচে করে তুলে ওদের এখন খাবারের টিনে

ভরা চলে। আর একজনের কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত আধখানা দেহ ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ট্রেঞ্চের গায়ে সে ছিটকে পড়ল। তার মুখ হলদে হয়ে গেছে, ঠোঁটে তখনও একটা জলন্ত সিগারেট।

* *

হঠাৎ আবার গোলাবৃষ্টি সুরু হয়। আমরা দুশ্চিন্তার উদ্বেগে উঠে বসি। আক্রমণ, প্রত্যাক্রমণ, ধাবন, প্রত্যাবর্ত্তন—এই সমস্ত কথা, কিন্তু এদের অর্থ কি! আমরা অনেক লোক হারিয়েছি, অধিকাংশই রংরুট। আমাদের দল পূরণ করবার জন্যে নতুন সৈন্য পাঠানো হয়েছে। এরা একেবারে আন্‌কোরা সেনাদল, অল্প বয়সের ছেলেদের দিয়ে গড়া, সবে গেল বছর তারা দলে ভিড়েছে; সামরিক শিক্ষা পায়নি বল্লেই চলে—কেবল অনুমান-মূলক জ্ঞান নিয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে। হাত-বোমা কাকে বলে তা তারা জানে একথা ঠিক, কিন্তু আড়াল কাকে বলে তাদের কোন ধারণাই নেই; বিশেষতঃ যেটা আরো দরকার—আড়াল খুঁজে বার করবার চোখ—তাই তাদের নেই। মাটির গায়ে যদি একটা খাঁজ থাকে, তো অন্ততঃ তা আঠার ইঞ্চি উঁচু না হলে তাদের চোখেই পড়বে না।

যদিও নতুন সৈন্যে আমাদের দরকার আছে, কিন্তু রংরুটদের কাছ থেকে আমরা কাজ যত পাই ঝঞ্ঝাট পাই তার চেয়ে বেশী। এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে তারা মাছির মতো পালে পালে মারা পড়ে। আজকালকার এই ঘাঁটি থেকে যুদ্ধের প্রথায় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার দরকার খুব বেশী। আজকালকার দিনে যা দরকার তা হচ্ছে মাটির গায়ে প্রত্যেকটি খাঁজ্‌ খোঁজ্‌ এক পলকে চিনে নেবার চোখ; প্রত্যেক বিভিন্ন রকমের গোলার শব্দ চেনবার কান; কোথায় সে গোলা পড়বে,

কেমন করে ফাটবে, এবং কি উপায়ে তা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে তা চট্ করে স্থির করবার আন্দাজ।

বাচ্চা রংরুটেরা এর কিছুই জানে না। তারা মারা পড়ে, তার কারণ shrapnelএর সঙ্গে বড় গোলার শব্দের পার্থক্য ধরতে পারে না; তারা দলে দলে ধ্বংস হয়, তার কারণ, কোথায় পিছনে বহুদূরে বড় বড় গোলা ফাটার শব্দ আসছে সেই দিকে তারা কান পেতে থাকে, এদিকে ছোটগুলির দিকে তাদের কোন হুঁস নেই। চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে তারা ভেড়ার মত এক জায়গায় জড়াজড়ি করে, এমন কি আহতরাও উড়োজাহাজ চালকের হাতে খরগোসের মত মারা পড়ে।

* *

ট্রেঞ্চের এক অংশে হঠাৎ হিমেলষ্টোশের সঙ্গে আমার দেখা। আমরা দুজনেই একটা গোফায় প্রবেশ করলুম। দম বন্ধ করে আমরা সকলে বসে আছি—কখন আক্রমণ হবে তারই প্রতীক্ষায়।

যখন আমাদের বেরবার সময় এল, সেই উত্তেজনার মুখে হঠাৎ আমার মনে হল—"হিমেলষ্টোশ কোথা?" গোফার মধ্যে এক লাফে প্রবেশ করে দেখলুম আহতের মত ভাণ করে এক কোণে সে পড়ে রয়েছে। তার মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন, ভীষণ ভয় পেয়েছে। এটা তার পক্ষেও নতুন বটে, কিন্তু বাচ্চা রংরুটরা বাইরে যাবে, আর সে এখানে আরামে শুয়ে থাকবে এ দৃশ্য আমার অসহ্য হল।

আমি বল্লুম—"বেরিয়ে যাও!"

সে নড়ে না, তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে, গোঁফ কুঞ্চিত হয়।

—"বেরোও!"

সে পা গুটিয়ে নিয়ে দেয়ালের গায়ে গুঁড়ি মেরে বসে খেঁকি কুকুরের মত দাঁত খিঁচোতে থাকে।

আমি তার হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করি, সে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে ওঠে!

আমার আর সহ্য হয় না। আমি তার টুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলি—"জড়পিণ্ড কোথাকার—বেরো বলছি! কুকুর কোথাকার—কুকুরের অধম—বেরোবি কি না।" দেয়ালে তার মাথা ঠুক্‌তে থাকি—"গরু কোথাকার!" পাঁজরে লাথি লাগিয়ে বলি—"শূয়োর কোথাকার!" তাকে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে যাই।

আমাদের আক্রমণের আর একটা তরঙ্গ এসে পৌঁচেছে। তাদের সঙ্গে একজন লেফ্‌টানেণ্ট। তিনি আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—"এগোও, এগোও, দলে যোগ দাও, এসো—"

আমার এত মার-ধরেও যা হয়নি, এক হুকুমে তাই হয়ে যায়। হিমেলষ্টোশ আদেশ শুনতে পায়, চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে—যেন জেগে উঠেছে, তারপর লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ে!

আমি তার পিছনে পিছনে লক্ষ্য রেখে চলি। আবার সে সেই কুচ্‌কাওয়াজের মাঠের চট্‌পটে হিমেলষ্টোশ, সে লেফ্‌টানেণ্ট্‌কেও ছাড়িয়ে বহুদূরে এগিয়ে গেছে।

যে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম পাই আমরা নতুন রংরুটদের শিক্ষিত করি—"ঐ যে লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে একটা জিনিস আসছে দেখেছ? ওটা একটা মর্টার—নীচু হয়ে থাক, পরিষ্কার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু যদি এ দিকে আসতে থাকে তো দৌড় দেবে। মর্টারের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচা অসম্ভব নয়।

তাদের কানকে আমরা ছোট গোলার অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি—যার শব্দ সহজে কানে পৌঁছয় না—তার প্রতি সচেতন করে তুলি। আমরা বুঝিয়ে দি, বড় গোলার শব্দ দূর থেকে পাওয়া যায়, এই ছোট গোলাগুলিই বেশী বিপদজনক।

এরোপ্লেনে তাড়া করলে কেমন করে আড়ালে যেতে হয়, কেমন করে মরার ভান করতে হয়, কেমন করে হাত-বোমা ছুঁড়লে মাটিতে পড়বার ঠিক আধ সেকেণ্ড আগে ফাটে, এই সব আমরা তাদের শেখাই। কেমন করে বিদ্যুৎবেগে গাড়ার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হয়, কেমন করে এক মুঠো বোমার সাহায্যে একটা ট্রেঞ্চ পরিষ্কার করে ফেলা যায় এই সব শেখাই। গ্যাসের বোমার শব্দ কেমন তাদের শিখিয়ে দি; মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার সব রকম কায়দা কানুন তাদের শিখিয়ে দি।

তারা শোনে, তারা বেশ শিক্ষা-প্রবণ—কিন্তু যখনই বিপদ শুরু হয়, উত্তেজনার মুখে তারা সব ভুল করে বসে।

ভেষ্টুস পিঠে একটা মস্ত বড় ক্ষত নিয়ে মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে আসে। প্রতিবার শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সেই ক্ষত দিয়ে তার ফুস্‌ফুস্ বার হয়ে পড়ছে। সে গেঙিয়ে ওঠে—"হয়ে গেছে পাউল।" যন্ত্রণায় সে হাত কামড়াতে থাকে।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখে দেখে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি, মাথার খুলি উড়ে গেছে কিন্তু তখনও মানুষটা বেঁচে আছে। দু'পা কাটা মানুষকে আমরা দৌড়তে দেখেছি। একজন লান্স কর্পোরালকে থেঁৎলানো হাঁটু টানতে টানতে এক হাতে ভর করে দেড় মাইল হেঁচ্‌ড়ে যেতে দেখেছি। একজনকে ফাটা পেটের মধ্যে দিয়ে ঝুলে-পড়া নাড়ি ভুঁড়ি দু'হাতে করে ধরে হাসপাতাল অবধি হেঁটে যেতে দেখেছি। আমরা মুখ-হীন মুখমণ্ডল-হীন, থুঁৎনি-ভাঙা মানুষ দেখেছি। আমরা এমন লোক দেখেছি যে পাছে রক্তপাতে মারা যায় এই ভয়ে পুরো দু'ঘণ্টা হাতের একটা শির দাঁতে টিপে আছে! সূর্য্য ডুবে যায়, রাত্রি আসে, জীবন যেন শেষ হয়ে গেছে।

এত হাঙ্গামা হুজ্জতের পরেও আমরা যে মাটিটুকুর উপর শুয়ে আছি তার দখল ছাড়িনি। শত্রুরা মাত্র কয়েকশ' গজ দখল করতে পেরেছে, তার প্রতি গজের জন্যে অন্ততঃ একজন করে প্রাণ দিয়ে এসেছে।

*   *

আমরা পালা বদল করে ছুটি পেয়েছি। গাড়িতে করে আমরা ফিরে চলি, পায়ের তলায় চাকার ঘর্ঘর—আমরা এক ভাবে দাঁড়িয়ে আছি! যেই ডাক শুনছি—"তার, খবরদার—" আমাদের হাঁটু কুঁকড়ে যাচ্ছে। যখন আমরা এসেছিলুম, তখনও গ্রীষ্মকাল ফুরোয়নি, গাছপালা তখনও সবুজ ছিল; এখন হেমন্ত এসেছে, ধূসর হিমাচ্ছন্ন রাত্রি। লরি থামতে আমরা নেমে পড়ি। দু'পাশ থেকে সেনাদলের আর কোম্পানীর নম্বর হেঁকে যায়। প্রত্যেক হাঁকে এক এক দল আলাদা হয়ে সরে দাঁড়ায়। সামান্য কয়েকটি ধূলোকাদা-মাখা রক্তহীন সৈনিক,—যে কজন বাকি আছে, নিতান্তই সামান্য।

কে একজন আমাদের কোম্পানীর নম্বর ডাকছে; হাঁ আমাদের কোম্পানীর কমাণ্ডাই বটে, ওঁরও চোট লেগেছে দেখছি—হাতটা ফেটিতে ঝুলছে। আমরা তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। আমি, কাট্ আর আলবের্ট এক জায়গায় দাঁড়াই।

আমরা শুনতে পাই আমাদের কোম্পানীর নম্বর বার বার ডাকা হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে ডেকেই চলো—কিন্তু আমাদের দলের অধিকাংশই যে যমের বাড়ী কিংবা হাসপাতালে—তাদের কানে ডাক পৌঁছয় না।

আবার একবার—"সেকেণ্ড কোম্পানী, এই দিকে!"

তারপর আর একটু নরম সুরে—"সেকেণ্ড কোম্পানীর আর কেউ নেই?"

তিনি চুপ করেন, তারপর কর্কশভাবে বলেন—"এই কি সব?"

আদেশ দেন—"সংখ্যা বল!"

ক্লান্ত স্বর হেঁকে যায়—এক—দুই—তিন—চার—······বত্রিশে গিয়ে থেমে যায়। অনেকক্ষণ চুপ থেকে আবার প্রশ্ন হয়—"আর কেউ?" একটু অপেক্ষা করে তারপর হুকুম আসে—"সেকেণ্ড কোম্পানী, সহজ ভাবে হেঁটে চলো!"

সকাল বেলা; এক সার মানুষ—ছোট্ট এক সারি লোক পা ফেলতে ফেলতে চলে যায়।

বত্রিশ জন লোক।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমাদের দলকে পুনর্গঠিত করবার জন্যে অনেক পিছনের এক মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের কোম্পানীতে এখন একশ' জনের উপর লোক দরকার।

যখন আমরা ছুটি পাই, চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। দু'দিন পরে হিমেলষ্টোশ আমাদের কাছে এসে পৌছয়। ট্রেঞ্চে যাবার পর থেকে তার দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে, সে এখন আমাদের সঙ্গে ভাব করতে চায়। আমারও আপত্তি নেই, কারণ আমি দেখেছি হাইএ ভেষ্টুসের পিঠে যখন চোট লাগে, কেমন করে হিমেলষ্টোশ তাকে নিয়ে এসেছিল। তা ছাড়া খাবারের দোকানে আমাদের পকেট খালি হয়ে গেলে সে আমাদের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেছে। কেবল ইয়াডেন এখনও সন্দিগ্ধ, সে নিজেকে তফাতে রাখে।

কিন্তু শেষটা হিমেলষ্টোশ ইয়াডেনেরও অন্তর জয় করে। হিমেলষ্টোশ বলে যে বড়-বাবুর্চি ছুটিতে চলে গেছে, সে তার জায়গায় কায করবে। প্রমাণ স্বরূপ সে আমাদের জন্যে দু-পাউণ্ড চিনি আর বিশেষ করে ইয়াডেনের জন্যে আধ পাউণ্ড মাখন বার করে। সে এ বন্দোবস্তও করে দেয়, যাতে আমরা তিন চার দিনের জন্যে রান্নাঘরে আলু আর শালগমের খোসা ছাড়ানোর কাযে নিযুক্ত হই। সেখানে কদিন সে আমাদের রাজভোগে রাখে।

একজন সৈনিকের সুখের জন্যে দুটো জিনিষ দরকার—ভাল খাবার আর বিশ্রাম। কিছুদিনের জন্যে এ দুটোই আমরা উপভোগ করতে লাগলুম। ভেবে দেখতে গেলে এ কিছুই নয়; কিন্তু ঐ ভাবনা-জিনিষটা আমরা এখন দূর করে দিয়েছি। কাল আমরা অগ্নিবর্ষণের তলায় ছিলুম, আজ হাসি ঠাট্টা আমোদ ফুর্ত্তি করে বেড়াচ্ছি, সমস্ত দেশ রপ্‌টে ফিরছি, আগামী কাল হয়ত আবার ট্রেঞ্চে যেতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মাঠের মধ্যে রয়েছি, ফ্রণ্ট্‌ লাইনের দিনগুলোর কথা আমাদের মনেই নেই, সেগুলো নোড়ার মত আমাদের মধ্যে তলিয়ে গেছে। চোখ কাণ বুজে ভয় জিনিসটাকে অনায়াসে সহ্য করতে পারা যায়, কিন্তু ঐ নিয়ে ভাবতে গেলে বহুদিন আগেই আমরা ধ্বংস হয়ে যেতুম।

যখন ফ্রণ্ট্‌ লাইনে যাই তখন আমরা যেমন হিংস্র পশু হয়ে যাই, যখন বিশ্রাম করি তখন আমরা হা-ঘরের মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। এ ছাড়া আমাদের করবার কিছুই নেই। যেমন করে হোক আমাদের বাঁচতে হবে। অযথা ভাবের উচ্ছ্বাসে নিজেদের ভারাক্রান্ত করে আমাদের কোন লাভ নেই। শান্তির সময়ে ও-সব শোভা পায় কিন্তু লড়াইএর মাঠে এগুলোর কোন দাম নেই। কেমেরিখ্‌ মারা গেছে, হাইএ ভেষ্টুস মৃত্যু-শয্যায়, হান্স্‌ ক্রামের্‌ এর দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেছে, মার্টেন্স্‌ তার দুটো পা-ই হারিয়েছে, মেইএর মারা গেছে, মাক্‌স্‌ মারা গেছে, বেইএর মারা গেছে, হেম্মেরলিঙ্গ্‌ মারা গেছে, একশো কুড়ি জন আহত হয়ে এখানে নানা জায়গায় পড়ে রয়েছে; কিন্তু তাতে আমাদের কি? আমরা তো এখনও বেঁচে আছি। যদি তাদের বাঁচানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হত তো দেখিয়ে দিতুম তাদের জন্যে আমাদের দরদ কতখানি, তাদের জন্যে আমরা কতখানি আত্মত্যাগ করতে পারি।

আমাদের সঙ্গীরা মারা গেছে, আমাদের কিছু করবার হাত নেই! তারা বিশ্রাম লাভ করছে—কে জানে আমাদের ভাগ্যেই বা কি আছে? আমরা যতক্ষণ পারি আরাম করব, ঘুমব, খাবো দাবো, তামাক ফুঁকবো, মদ খাবো—যাতে একটুও সময় না বৃথা যায়—জীবন বড় সঙ্কীর্ণ!

লোকে বলে আমরা নাকি সবই ভুলে যেতে পারি, আর তাই যাই। আসলে কিন্তু ভুলিনা আমরা কিছুই। ফ্রণ্টের বিভীষিকা যখন আমাদের উপর গাঢ় ছায়া বিস্তার করে, তার সম্বন্ধে আমরা কঠোর কর্কশ রকমের পরিহাস করি। যখন কেউ মারা যায় আমরা বলি, "লোকটা গন্দেছে।" এই রকম সব বিষয়েই। এমনি করে আমরা পাগল হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাই।

খবরের কাগজে সৈনিকদের কত ফুর্ত্তির কথা ছাপা হয়—তারা লেখে ফ্রণ্টে যাবার আগের দিন আমরা নৃত্যোৎসবের বন্দোবস্ত করি—এ সব বাজে। আমরা যে ঐ রকম করি তার কারণ প্রাণের ফুর্ত্তি নয়; তার কারণ অমন ধারা না করলে আমরা হাড়গোড় ভাঙা 'দ' হয়ে যেতুম। এমনি করে জোর করে ফুর্ত্তি না করলে বেশী দিন আমরা টিকে থাকতে পারতুম না—আমাদের মনের অবস্থা মাসের পর মাস তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে ওঠে।

* *

কাছারি ঘরে আমার ডাক পড়ে। কমাণ্ডা আমাকে একটা ছুটির ছাড়পত্র আর যাতায়াতের পাশ দেন—আর আমার যাত্রা যেন সুখের হয় এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাতায়াত তিনদিন, ছুটি চৌদ্দ দিন, সবশুদ্ধ আমি সতের দিন ছুটি পেয়েছি। এ এমন কি বেশী হল, আমি বলি যাতায়াতের জন্তে পাঁচ দিনের ছুটি পেতে পারি না? বেটার্ক আমার ছাড়পত্রটা দেখিয়ে বলেন, যে শীঘ্রই আমাকে ফ্রণ্টে

ফিরে যেতে হবে না, আমার ছুটির পর মাঠের ধারে একটা তাঁবুতে আমাকে ট্রেনিংএর কাযে যেতে হবে।

অপর সকলে আমাকে শুভেচ্ছা জানায়। কাট্ আমায় উপদেশ দেয়, চেষ্টা করে সমর-বিভাগের বড়-ছাউনীতে কোন একটা কাজ যোগাড় করে নিতে। এবং বলে—"বুদ্ধিমান হও তো সেই কাযেই শেষ পর্য্যন্ত লেগে থেকো।"

আরও আটদিনের আগে আমার যাবার ইচ্ছে ছিলনা। কারণ দিনগুলো বেশ কাটছে, ঐ আটদিন এই জায়গায় আমাদের দলকে থাকতে হবে।

আমি ছ'সপ্তাহের মতো চলে যাবো—সৌভাগ্য বটে, কিন্তু আমি ফিরে আসবার আগে কি ঘটে যাবে বলা যায় না। এই সব সঙ্গীদের সঙ্গে আবার কি আমার দেখা হবে? ভেষ্ট্‌স তো ইতিমধ্যেই মারা গেছে, এবার কার পালা?

সরাব খেতে খেতে প্রত্যেকের মুখের দিকে আমি একে একে তাকাই। আলবের্ট আমার পাশে বসে চুপ করে ধোঁয়া ছাড়ে। আমরা বরাবর এক সঙ্গে কাটিয়েছি। অপর দিকে বসে কাট্—তার কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে, গোদা গোদা হাত আর শান্ত স্বর। উঁচু দাঁত আর প্রাণখোলা হাসি নিয়ে ম্যুলের; পিটপিটে চোখে ইয়াডেন; লেএয়ার একগাল দাড়ি গজিয়ে যেন চল্লিশ বছরের বুড়ো বনে গেছে।

পরের দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমি রেল ইষ্টিসানে গিয়ে পৌছই। আলবের্ট আর কাট্ আমার সঙ্গে আসে। সেখানে পৌছে শুনি, এখনও গাড়ির দু'ঘণ্টা দেরী আছে। ওরা দু'জনে কাজে চলে যায়, আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নি।

* *

গাড়ীর পর গাড়ী বদল করে, সরাইখানার পর সরাইখানায় খেয়ে, কত জায়গায় বিশ্রাম করতে করতে আমি চলতে থাকি।

অবশেষে প্রাকৃতিক দৃশ্য মলিন রহস্যময় পূর্ব্বপরিচিত দৃশ্যে পরিণত হয়। পশ্চিমের জানলার ফাঁক দিয়ে গ্রাম, খোড়ো-চালের সাদা রং করা কাঠের ঘর, পরন্ত আলোয় ঝিনুকের মত ঝকঝকে শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, গোলাবাড়ী, বুড়ো নেবু গাছ, সব হু হু করে বেরিয়ে যায়!

ষ্টেসানের নামগুলো চেনা চেনা ঠেক্‌তে থাকে, আমার বুক দুরু দুরু করতে থাকে। রেলগাড়ী এগিয়েই চলে, এগিয়েই চলে! আমি জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি—এই সব নামগুলির মধ্যে আমার কৈশোরের জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল।

টানা মাঠ আর শস্যক্ষেত্র। মাঠ যেখানে আকাশের গায়ে মিশেছে সেখান দিয়ে ভেড়ার পাল গুটি গুটি চলেছে! রেল-লাইনের একটা বেড়ার ধারে চাষারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, মেয়েরা হাত নাড়ছে, ছেলেরা জাঙ্গালের উপর খেলা করছে, এ রাস্তাটা ঐ গ্রামের মধ্যে চলে গেছে—মসৃণ রাস্তা—এখানে কামানের গাড়ী চলেনা।

সন্ধ্যা হয় হয়। রেলগাড়ী যদি ঘড়্ ঘড়্ শব্দ না করত আমি হয়তো গলা ছেড়ে কেঁদে উঠতুম।

বহুদূরে আকাশের গায়ে নীল রংএর পর্ব্বতশ্রেণী জেগে ওঠে। ডোলবেনবের্গের উঁচু নীচু সীমারেখা দেখেই চেনা যায়। পাহাড়টা বনের পারে খাড়া হয়ে আছে। পাহাড়ের ওপারেই সহর।

একটা চৌমাথা। আমি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে কোনমতেই নড়তে পারিনা। অপর সকলে তাদের মোট ঘাট নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরী হয়। আমি ঐ পরিচিত যে রাস্তাটা পেরিয়ে এলুম বার বার ওর নাম বলতে থাকি—ব্রেমেরষ্ট্রাসে—ব্রেমেরষ্ট্রাসে—

নীচের রাস্তায় সাইকেল্ করে, লরিতে করে লোক যাচ্ছে; ছেয়ে রংএর এই গলিটা, এ যেন আমাকে আমার মায়ের মত আলিঙ্গন করে ধরে।

তারপর রেলগাড়ি থামে। ষ্টেসনের গোলমাল কানে আসে। আমি আমার জিনিষপত্র বেঁধে নিয়ে রাইফ্‌ল হাতে করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়ি। প্লাটফর্ম্মের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখি। যারা আসছে যাচ্ছে তাদের কাউকেই আমি চিনি না।

ষ্টেসনের ধার দিয়ে ছোট নদীটি পথ ঘেঁসে বেগে বয়ে চলেছে। ঐখানে লেবুগাছের সামনে চৌকি পাহারার চৌকো বুরুজ্‌টা খাড়া রয়েছে।

এখানে আমরা কতদিন বসেছি—মনে হয় সে যেন কতকাল আগের কথা। এই সাঁকোর উপর দিয়ে বাঁধের জলের কটু গন্ধের মধ্যে দিয়ে কতবার আমরা পারাপার করেছি; সাঁকো থেকে নদীর উপর ঝুঁকে পড়ে দেখেছি ব্রীজের খুঁটি থেকে জলজ সবুজ লতা পাতা আগাছা ঝুলে পড়েছে।

সাঁকোর উপর দিয়ে এ পাশে ও পাশে তাকাতে তাকাতে আমি চলতে থাকি। টোপায় শেওলায় ভরা নদীর জল। সরু গলি দিয়ে কুকুরগুলো মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলেছে। বোঝা কাঁধে করে যাদেরই বাড়ীর সামনে দিয়ে আমি চলেছি, দরজায় দাঁড়িয়ে তারা অবাক্ হয়ে আমায় দেখছে।

ঐ সেই বরফওয়ালার দোকান, যেখানে আমরা প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে বিঁড়ি টানতে শিখেছিলুম। প্রত্যেকটি চেনা দোকান চোখে পড়ছে—ঐ ডাক্তারখানা, ঐ তামাকের দোকান! শেষে আমি একটা পুরোনো আগড়-আঁটা খয়েরী রংএর দরজার সামনে দাঁড়াই—আমার হাত আর উঠতে চায়না। ধীরে ধীরে আমি দরজা

খুলি, একটা আশ্চর্য্য রকমের সজীবতা আমার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলে—আমার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

আমার বুটের চাপনে সিঁড়ি মচ্‌মচ্‌ করতে থাকে। উপরে একটা দরজা খোলার শব্দ হয়—কে যেন সিঁড়ির রেলিং দিয়ে ঝুঁকে দেখছে! রান্নাঘরের দরজা খোলা—সেখান থেকে আলুর কেকের খোসবোতে সারা বাড়ীটা ভর্ত্তি হয়ে গেছে। ঝুঁকে পড়ে দেখছিল ও আমার দিদি। এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে নি। তারপর আমার টোপ খুলে নিয়ে উপর দিকে তাকাই। হাঁ আমার বড় বোনই বটে।

সে বলে—"পাউল্! পাউল্!"

আমি মাথা নীচু করি, সরু সিঁড়ির গায়ে আমার পিঠের বোঝা ধাক্কা খায়, রাইফ্‌ল্‌টা প্রকাণ্ড ভারি।

দিদি একটা দরজা খুলে চেঁচিয়ে ডাকে—"মা, মা, পাউল এসেছে।"

আমি দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে যত জোরে পারি আমার লোহার টোপ্ আর রাইফেল মুঠিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এক ধাপও আমি উঠতে পারি না, আমার চোখের সামনে থেকে সমস্ত সিঁড়িটা মিলিয়ে যায়, বন্দুকের কুঁদোয় ভর দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, একটা কথাও কইতে পারি না। দিদির গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র আমি যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করি, কথা কইবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন শব্দ বার হয় না। আমি সিঁড়ির ধাপের উপর অসহায় ভাবে আকাট মেরে দাঁড়িয়ে থাকি। কাঁদবো না মনে করি, তবু আমার দুই গাল বেয়ে চোখের জল গড়াতে থাকে।

দিদি ফিরে এসে বলে—"কি হয়েছে, ব্যাপার কি?"

তখন আমি নিজেকে সামলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে উঠতে থাকি। বন্দুকটা এক কোনে ঠেসিয়ে রেখে আমার তল্পি-তল্পা গুলোকে

নামিয়ে টোপ্‌টাকে তার উপর ফেলে গলা ছেড়ে বলে উঠি—"একটা রুমাল এনে দাও।"

আমার দিদি দেরাজ্‌ থেকে একটা ঝাড়ন্‌ বার করে দেয়, আমি মুখটা মুছে ফেলি।

এইবার মার গলা শুনতে পাই, শোবার ঘর থেকে আওয়াজ আসছে।

আমি দিদিকে জিজ্ঞেস করি—"মা কি শুয়ে আছেন?" সে বলে—"মা অসুখে ভুগ্‌ছে।"

আমি মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে খুব শান্ত স্বরে বলি—"আমি এসেছি, মা।"

অস্পষ্ট আলোর মধ্যে মা চুপ করে শুয়ে থাকেন। তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন—"তোর কি চোট্‌ লেগেছে?" মনে হয় যেন তাঁর দৃষ্টি আমার সর্ব্বাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে।—"না মা, আমি ছুটি পেয়েছি।"

মার মুখ বড় সাদা হয়ে গেছে—আলো জ্বাল্‌তে আমার ভয় হয়।

মা বলেন—"তুই এলি, কোথায় হাসিখুসি করে বেড়াব—না আমি বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদছি।"

আমি বলি—"মা, অসুখ করেছে কি?"

মা বলেন—"আজ আমি একটু উঠব; আজ ভাবছিলুম টেঁপারির চাট্‌নীটা খুলব। তোর খেতে খুব ভাল লাগে না রে?"—"হ্যাঁ মা, অনেকদিন ওটা খাওয়া হয়নি।"

দিদি হেসে বলে—"তুমি আসবে, আমরা বোধ হয় টের পেয়েছিলুম। ঠিক তুমি যা ভালবাস, আজ আলুর কেক্‌ তৈরী হচ্ছে—তার উপর টেঁপারির চাটনীও হল।"

আমি বলি—"তার উপর আজ শনিবার।"

মা বলেন—"আমার পাশে এইখানে বোস্‌।"

মা আমার দিকে তাকান। আমার হাতের পাশে মায়ের হাত ভারি শীর্ণ দুর্ব্বল রক্তহীন মনে হয়। আমরা বেশী কথা কই না, মা বেশী কিছু জিজ্ঞেস করেন না, এতে আমিও খুসী হই। বলবারই বা কি আছে? যা কিছু আমি চাইতে পারি সবই তো আমি পেয়ে গেছি। যুদ্ধের মধ্যে থেকে নিরাপদে ফিরে এসে মায়ের পাশে বসেছি, এর বেশী আর কি চাই? হেঁসেলে আমার দিদি দাঁড়িয়ে রাত্রের রুটি তৈরী করতে করতে গান গাইছে। আমি বেশ জানি যে টেঁপারির চাট্নীটুকু অনেক দিন ধরে ওঁরা সংগ্রহ করে রেখেছেন—আমারই জন্তে।

আমি মার বিছানার পাশে বসে থাকি, জানলার ভিতর দিয়ে বাগানে বাদাম গাছ গুলোয় খয়েরি আর সোনালি রং ঝক্‌ঝক্ করছে দেখা যায়। আমি প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিয়ে নিজের মনে মনে বলতে থাকি—"ঘরে এসেছি, ঘরে ফিরে এসেছি!" কিন্তু একটা অপরিচয়ের ভাব যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। এই তো আমার মা, এই আমার দিদি, ঐ সেই কাঁচের বাক্সে আমার সংগ্রহ করা প্রজাপতি কটা, মেহেগ্নি কাঠের পিয়ানো—কিন্তু আমি যেন সেখানে নেই! আমার আর এই সবের মাঝে যেন ব্যবধান রচনা হয়ে গেছে!

আমি আমার জিনিষপত্র খুলে কাটের দেওয়া একটা গোটা Edamer পনীর, দুটো ফৌজি রুটি, দেড় পোয়া মাখন, দু'টিন লিভার সসেজ, আধ সের চর্ব্বি আর ছোট এক পোঁটলা চাল বার করে বলি—"এগুলো কাযে আসবে তো?"

মা, দিদি ঘাড় নাড়েন।

আমি জিজ্ঞেস করি—"এখানে খাবার দাবার পাওয়া বড় মুস্কিল হয়েছে, না?"

—"হ্যাঁ খাবারের বড় অভাব। তোমরা ওখানে বেশ খেতে পেতে তো?"

আমি হেসে আমার আনা জিনিসগুলো দেখিয়ে বলি—"সব সময় অবশ্য এত পেতুম না, তবে যা পেতুম তা মন্দ নয়।"

দিদি খাবার আনতে যায়। হঠাৎ মা আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করেন—"ওখানে বড় বিশ্রী, না রে পাউল?"

এর কি জবাব দেব মা? তুমি কখনই বুঝতে পারবে না, তোমার বোঝা উচিতও নয়। তুমি যা জিজ্ঞেস করছ, বিশ্রী কি না? আমি ঘাড় নেড়ে বলি—"না মা, এমন কিছু খারাপ নয়। সেখানে আমরা অনেকে এক সঙ্গে থাকি—কাযেই এক রকম মন্দ কাটে না।"

—"হ্যাঁ কিন্তু সেদিন এখানে ব্রেডেমেয়ের এসেছিল, সে বল্লে, বিষাক্ত গ্যাস তারপর আরো কত কিছুর নাম করলে—বল্লে, ওখানকার অবস্থা অতি ভীষণ।

মার ভয় কেবল আমারই জন্যে। আমি কি বলব? বলব কি যে একদিন দেখেছিলুম শত্রুদের তিন তিন খানা ট্রেঞ্চের যত রক্ষী সব বিষাক্ত গ্যাসে অসাড় হয়ে মুখ নীল করে মরে পড়ে রয়েছে?

আমি বলি—"না মা ও সব গল্প। ব্রেডেমেয়র যা বলেছে বাড়িয়ে বলেছে। দেখ না এই ত আমাকে—আমি তো বেশ ভাল ফিট্‌ফাট্ রয়েছি। মার উদ্বেগের সামনে আমি বেশ স্থৈর্য্য রক্ষা করি।

আমি রান্নাঘরে দিদির কাছে গিয়ে বলি—"মায়ের কি অসুখ হয়েছে?"

সে ঘাড় নেড়ে বলে—"দু'মাস হল মা বিছানায় পড়েছেন। আমরা ইচ্ছে করেই তোমাকে লিখিনি। অনেক ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। একজন বলেছেন, হয়ত আবার ক্যান্সার দেখা দিয়েছে।

* *

ডিস্ট্রিক্ট কম্যাণ্ডারের কাছে আমাকে হাজিরা দিতে যেতে হল।

আস্তে আস্তে রাস্তা দিয়ে চলেছি। কচিৎ কেউ আমার সঙ্গে কথা কইছে। কথা কইবার আমার আদৌ ইচ্ছে নেই, তাই আমি যত তাড়াতাড়ি পারি সরে পড়েছি।

সেনাবারিক থেকে ফেরবার পথে কে উচ্চৈঃস্বরে আমায় ডাকলে। আমি আনমনা ছিলুম, ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার সামনে একজন মেজর দাঁড়িয়ে। তিনি তর্জন করে ওঠেন—"সেলাম করতে পার না?"

আমি থতমত খেয়ে বলি—"তার জন্তে দুঃখিত মেজর, আমি আপনাকে দেখতে পাইনি।"

তিনি গর্জে ওঠেন—"কেমন করে কথা কইতে হয় শেখনি নাকি?"

আমার ইচ্ছে করল, মুখে এক-ঘা বসিয়ে দি; কিন্তু নিজেকে সামলে নিলুম, কারণ এর উপর আমার ছুটি নির্ভর করছে। আমি গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লুম—"আপনাকে আমি দেখতে পাইনি হের্ মেজর।"

তিনি বল্লেন—"এবার থেকে চোখ খুলে চলবে। তোমার নাম কি?" নাম বল্লুম।

তার থোঁতা মুখ লাল হয়ে উঠল—"কোন রেজিমেণ্ট?" আমি সঠিক বিবরণ দিলুম। তবুও তিনি বুঝতে পারেন না, বলেন—"রেজিমেণ্ট এখন কোথায়?"

আমি বলি—"লাঙ্গেমার্ক আর বিক্সশূটের মধ্যে।"

তিনি অবাক্ হয়ে বলেন—"কোথায়?"

আমি বুঝিয়ে বলি যে সবেমাত্র দু'এক ঘণ্টা হল আমি ছুটিতে এসেছি। ভাবলুম এইবার হয়ত শুনে চলে যাবেন। কিন্তু মোটেই তা হল না। তিনি আরো রেগে উঠে বল্লেন—"ও, তোমরা বুঝি ভাব তোমাদের ফ্রণ্ট-লাইনের চাল চোল এখানেও চালাবে? এখানে

ও সব চলবে না। ভগবানের দয়ায় আমাদের এখানে তবু আদব-কায়দা বলে একটা জিনিস আছে। যাও, কুড়ি পা পিছিয়ে গিয়ে ডবল মার্চ্চ।"

আমি রাগে অন্ধ হয়ে যাই। কিন্তু আমি প্রতিবাদ করতে পারিনা। তিনি ইচ্ছে করলেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। কাযেই তাঁর আদেশ পালন করে আড়ষ্ট হয়ে সেলাম করে দাঁড়াই।

তিনি আমায় ডেকে বলেন যে তিনি আমায় শাস্তি না দিয়ে দয়া দেখাতে পেরে সুখী হয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতার ভাব দেখাই।

—"যাও ডিসমিস্।"

আমি ঘুরে চলে যাই। এই ঘটনায় সারা সন্ধ্যেটাই মাটি হয়ে যায়। বাড়ী ফিরে গিয়ে আমার সৈন্যের পোষাক খুলে ফেলে দি; আগেই এটা আমার করা উচিত ছিল। তারপর আমার সহজ পোষাক বার করে তাই পরি।

পুরোনো পোষাকগুলো গায়ে যেন আঁট হয়, যুদ্ধে থাকতে থাকতে আমার শরীর ফুলে উঠেছে। কলার আর টাই কোনমতেই গলায় হতে চায় না। শেষে দিদি এসে আমার গলায় ফিতে বেঁধে দেয়। কিন্তু স্যুট্টা কি ভীষণ হাল্‌কা লাগছে, মনে হচ্ছে যেন একটা পাৎলা কামিজ আর পাজামা পরে রয়েছি।

আরসির সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার চেহারা দেখি। ভারি অদ্ভুত লাগে। মা আমাকে ঘরোয়া পোষাক পরতে দেখে খুশী হন; এ পোষাকে আমাকে তাঁর কম অচেনা লাগে। কিন্তু আমার বাবা চান যে আমি আমার সেপাইএর উর্দ্দি পরেই থাকি, যাতে তাঁর বন্ধুদের কাছে আমায় নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমি রাজি হই না।

* *

আমার ভারি ইচ্ছে করে চুপচাপ একা একা বসে থাকি। কিন্তু

মেলা লোক মিলে তা হ'তে দেয় না। এক আমার মা-ই দেখি আমায় কোন প্রশ্ন করেন না। কিন্তু বাবা এ রকম নন। তিনি আমাকে দিয়ে কেবলই ফ্রন্টের গল্প বলাবার চেষ্টা করেন। লড়াইয়ের গল্প পেলে তিনি আর কিছুই চান না। কিছু কিছু মজার ঘটনা তাঁকে আমি বলি। কিন্তু তিনি জানতে চান আমি কখনো হাতাহাতি যুদ্ধ করেছি কি না। আমি "না" বলে উঠে চলে যাই।

রাস্তায় ট্রাম গাড়ীর শব্দে দুবার আমি চম্‌কে উঠি। হঠাৎ মনে হয়েছিল যেন গোলা ছুটে আসছে, তারই শব্দ। কে একজন আমার কাঁধে হাত দিয়ে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেল্লে—"এই যে, তারপর ওখানকার খবর কি? ভীষণ ব্যাপার চলেছে, না? তা হ্যাঁ যতই ভয়ানক হোক যুদ্ধ আমাদের চালিয়েই যেতে হবে। যাই হোক, তোমরা ওখানে খাবারটা বেশ ভাল খেতে পাও, আমরা তো তাই শুনি। তোমার চেহারা তো বেশ ভালই ঠেক্‌ছে পাউল্। এখানকার অবস্থাই বরং খারাপ। দেশের ভাল বস্তু সব সৈন্যদের জন্যে, এ তো আমাদের দিতেই হবে কি না?"

তিনি আমায় টানতে টানতে একটা টেবিলে নিয়ে যান, সেখানে আরো অনেকে বসেছিলেন। তাঁরা আমায় অভিনন্দন করেন। এক-জন হেড মাষ্টার মশাই আমার করমর্দ্দন করে বলেন—"তারপর, তুমি ফ্রন্ট্ থেকে আসছ, না? ওখানকার ব্যাপার কি রকম? চমৎকার, না? ভারি চমৎকার অ্যাঁ?"

তিনি হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন—"তা আমি বেশ জানি। আগে ব্যাং-খেকো কটাকে (ফরাসীদের) বেশ করে শিক্ষা দিয়ে দাও, তবে তো বুঝি। চুরুট খাও নাকি? এইটে খেয়ে দেখো।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ চুরুটটা গ্রহণ করাতে আমাকে আরো খানিকক্ষণ বসতে হল। আর তাঁরা সবাই আমার জন্যে এত আগ্রহ দেখাতে

লাগলেন যে আপত্তি জানানো অসম্ভব হল। যাই হোক আমি যত জোরে পারি প্রাণপণে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলুম।

কোথাকার কতখানি জায়গা আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই নিয়ে তাঁরা তর্ক সুরু করলেন। হেডমাষ্টার মশাই চান সারা বেলজিয়ামটা, ফ্রান্সের কয়লার খনিগুলো আর রাশিয়ার একটা চাকলা। তিনি এই দখলের কারণ দেখাতে থাকেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত সকলকে স্বীকার করিয়ে তবে ছাড়েন। তারপর তিনি বোঝাতে থাকেন ফ্রান্সের কোন জায়গা দিয়ে আমাদের ফৌজ ওদের ব্যূহ ভেদ করে বেরবে। তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন—"তোমাদের ঐ ট্রেঞ্চ-যুদ্ধের প্রণালী ছেড়ে দাও, সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যুদ্ধ শান্তি হবে!"

আমি বলি—"আমার মনে হয় শত্রুশ্রেণী ভেদ করে ফেলা সম্ভব হবে না, কারণ হয়ত ওদের পিছনে অনেক বেশী Reserves থাকতে পারে। তা ছাড়া এখান থেকে যা মনে হয় তার সঙ্গে আসল যুদ্ধ জিনিসটার অনেক পার্থক্য আছে।"

তিনি বুক ফুলিয়ে বলেন—"ও সব বাজে। তুমি কিছু জান না। খুঁটিনাটি বিষয়ে তোমরা হয়ত ভাল জানতে পার কিন্তু যুদ্ধটার সমগ্র ছবি তোমাদের চোখে নেই। তোমরা শুধু তোমাদের নিজেদের ছোট্ট দলটিকে দেখতে পাও, কাজেই সমস্তটা নিয়ে তোমরা বিচার করতে পারো না। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য করছ, তোমাদের প্রাণ বিপন্ন করছ, এ খুব উচ্চ সম্মানের কথা—তোমাদের প্রত্যেকেরই Iron Cross পাওয়া উচিত, কিন্তু গোড়ায় তোমাদের শত্রুদের লাইনকে ফ্লাণ্ডের্সে ভেঙ্গে দিতেই হবে, তারপর করতে হবে ছত্রভঙ্গ, তারপর সোজা প্যারিসে ঢুকে পড়।"

আমি উঠে পড়ি। তিনি আরো কয়েকটা চুরুট আমার পকেটে ভরে দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বিদায় দেন।

ছুটিটা যে এ রকম ভাবে কাটাতে হবে তা আমি ভাবিনি। আমি একলা থাকতে চাই, যাতে কেউ না এসে আমায় বিরক্ত করে। সবাই সেই একই কথা জানতে চায়, 'যুদ্ধটা চমৎকার চলছে?' না 'যুদ্ধটা বড় বিশ্রী চল্‌ছে!'

ওরা আমার সঙ্গে বড় বেশী কথা কয়। ওদের উৎকণ্ঠা, ওদের বাসনা, ওদের লক্ষ্য আমি উপলব্ধি করতে পারি না। যখন আমি ওদের ঘরে, ওদের আফিসে, ওদের কর্ম্মের মধ্যে ওদের নিরত দেখতে পাই, ওদের জীবনের প্রতি আমার ভারি একটা আকর্ষণ হয়, মনে হয় আমিও এইখানে লড়াই ভুলে বসে থাকি। কিন্তু একটা বিতৃষ্ণাও জাগে, মনে হয় এত সঙ্কীর্ণতা এত ক্ষুদ্রতা কি করে মানুষের জীবনকে পূর্ণ করতে পারে? ফ্রণ্টে যখন গোলার টুকরো শন্ শন্ করে ছুটছে, আকাশে তারাবাজি ফুটছে, বর্ষাতির চাদরে ঝুলিয়ে আহতদের নিয়ে আসা হচ্ছে, কমরেডরা ট্রেঞ্চের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, ওরা কেমন করে এখানে বসে বসে ঐ রকম ভাবে দিন কাটায়?

*　　　　*

আমার ঘরে আমার টেবিলের পিছনে একটা খয়েরী চামড়া মোড়া কেদারার উপর আমি বসে আছি। দেয়ালের গায়ে অসংখ্য ছবি, যেগুলো আমি এক সময় নানা খবরের কাগজ থেকে কেটে বার করতুম; তাদের মাঝে মাঝে—যখন যা-কিছু ছবি-আঁকা পোষ্টকার্ড পেয়েছি তাও রয়েছে। ঘরের কোণে একখানা ছোট্ট লোহার ষ্টোভ। দেয়ালের গায়ে আমার বই রাখার তাক।

যুদ্ধে যাবার আগে এই ঘরে আমি থাকতুম। ছেলে পড়িয়ে আমি যে টাকা পেতুম তাই দিয়ে অল্পে অল্পে এই বইগুলি আমি কিনেছি। তার মধ্যে অনেক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইও কিনেছিলুম। কতকগুলো বই অবশ্য আমার অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে। কারো কাছ থেকে

ধার করে পড়তে এনে আমার সেগুলো এত ভাল লেগে গেছে যে আর ফিরিয়ে দিই নি।

একটা তাকে স্কুলের পড়ার বইগুলো ঠাসা! এগুলো অযত্নে রয়েছে। অনেক ঘাঁটা-ঘোঁটা হয়েছে, মাঝে মাঝে পাতাও ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। এই তাকের তলাটা পত্রিকায়, খবরের কাগজ, চিঠি পত্রে আর হিজিবিজি ড্রয়িং স্কেচ ইত্যাদিতে ভর্তি!

আমি ভাবি যে পুরোণো দিনের মধ্যে ফিরে যাই আর একবার। সেই আগেকার দিনগুলো—অতীত কালটা এখনও যেন এই ঘরের দেয়ালগুলোর মধ্যে আটকা পড়ে রয়েছে মনে হয়। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ আরাম করে আমি কেদারাটায় বসলুম। জানালাটা খোলা রয়েছে—তার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমার সেই চিরদিনের চেনা রাস্তাটি, যেটা চুড়ো-ওয়ালা গির্জ্জার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে! টেবিলের উপর আমার কলম, বড় একটা কড়ির কাগজ-চাপা, কালির দোয়াত, সমস্তই সেই আগেরই মত রয়েছে—কিছুই বদলায় নি!

বেঁচে থাকি তো যুদ্ধের পরে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসে ঠিক আজ যেমন দেখছি, এমনি সেদিনও দেখব। দেখব ঠিক এমনি ভাবেই এই ঘরে বসে আছি!

মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু এরকমটা হওয়া আমার পক্ষে ঠিক নয়—আমি উত্তেজনা চাই না, আমি চাই আবার সেই সুগভীর শান্তি—বইএর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাই!

আমার মনে পড়ল, একবার কেমেরিখের মায়ের সঙ্গে দেখা করা উচিত। মিট্টেলষ্টাড্ এর সঙ্গেও এখানকার সেনাবারিকে একবার দেখা করা যেতে পারে। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি রাস্তা ছাড়িয়ে পিছনে দূরের পাহাড়ের শ্রেণী ঝাপ্সা হয়ে এসেছে। তারপর সে

দৃশ্য মুছে গিয়ে যেন দেখতে থাকি এক পরিষ্কার শরতের দিনে কাট্ আর আলবের্টের সঙ্গে বসে খোসাশুদ্ধ আলু পুড়িয়ে খাচ্ছি।

কিন্তু এ চিন্তাতেও আমার দরকার নেই। আমি চাই এই ঘর যেন কথা কয়ে ওঠে, এই ঘর যেন আমাকে অধিকার করে নেয়।

বইগুলো সারি সারি সাজানো আছে—যেমন গুছিয়ে রেখেছিলুম সেই ভাবেই! আমি তাদের মিনতি করে বলতে থাকি—আমাকে আবার তোমরা গ্রহণ কর, আমার সঙ্গে কথা কও! তোমরা আমার বাল্যের জীবন, তোমাদের কোন বালাই নেই—তোমরা সুন্দর—আমাকে আবার তোমাদের মধ্যে ডেকে নাও—

আমি বসে থাকি—

আমার মনের মধ্যে আগেকার নানা কথা ছায়ার মত ভেসে বেড়াতে থাকে। আমার অস্থিরতা বেড়ে ওঠে। হঠাৎ একটা বিষম অপরিচয়ের ভাব মনে জাগে!

একটা বই তুলে নিয়ে পড়বার জন্যে তার পাতা ওল্টাতে থাকি। সেটাকে রেখে দিয়ে আর একটা নিই। এটার মধ্যে এ-পাতে ও-পাতে আমার হাতের পেন্সিলের দাগ দেওয়া রয়েছে। সেইগুলোকে দেখি আর পাতা ওল্টাই, তারপর নতুন বই নিই। দেখতে দেখতে আমার পাশে একরাশ বই জমা হয়ে যায়। আরো বইয়ের পর বই, পত্রিকার পর পত্রিকা, কাগজ, চিঠি, পত্র তারই উপর রাশীকৃত হয়ে ওঠে!

আমি নির্ব্বাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি—যেন বিচারকের সামনে দাঁড়িয়েছি!

সমস্ত উদ্যম চলে গেছে!

অক্ষরের পর অক্ষর, বাক্যের পর বাক্য—আমি তাদের মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারি না!

আস্তে আস্তে আমি বইগুলোকে তাকে নিজের জায়গায় তুলে রাখি!

আর নয়!

তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই!

* *

আমার বন্ধু মিট্টেলষ্টাড্ শুনেছিলুম এখানকার সেনাবারিকে আছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

মিট্টেলষ্টাড্ আমায় এমন একটা খবর দিলে যে সেই মুহূর্ত্তে আমি চমকে উঠি! সে বলে যে আমাদের কাণ্টোরেক মাষ্টারমশাইকে দেশরক্ষী ফৌজের দলে ভর্ত্তি করে নিয়েছে।

সে দুটো ভাল চুরুট বার করে বলে—"ভেবে দেখো, হাসপাতাল থেকে এখানে এসেই প্রথম দেখা তার সঙ্গে! সে আমার দিকে তার থাবা বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—কি মিট্টেলষ্টাড্ কেমন আছ? আমি তার দিকে তাকিয়ে বল্লুম—টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক, কাযের সময় কায, ফুর্ত্তির সময় ফুর্ত্তি, এটা তোমার ভাল করেই জানা উচিত। তোমার উপরওয়ালার সঙ্গে যখন কথা কইবে, কায়দা দোরস্ত ভাবে দাঁড়াবে। আঃ তখন যদি তার মুখটা দেখতে! সে আর একবার ভাব করবার চেষ্টা করলে। আমি আর এক দাবড়ি দিলুম। তখন সে তার প্রধান অস্ত্র বার করলে; আমায় খুব গোপনে জিজ্ঞেস করলে—তোমার জন্যে যাতে একটা বিশেষ পরীক্ষা বসানো যেতে পারে তার জন্যে আমাকে দিয়ে তুমি চেষ্টা করাতে চাও কি? আমি শুনে ভীষণ চটে গেলুম, গিয়ে তাকে আর একটা কথা মনে করিয়ে দিলুম, বল্লুম—টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক, দু বছর আগে তুমি আমাদের যুদ্ধের খাতায় নাম লেখবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলে। আমাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ইওসেফ বেএম্, সে নাম লেখাতে চায় নি। তুমি যদি তাকে খুঁচিয়ে না পাঠাতে সে তিন মাস বেশী বাঁচতে পারতো। কারণ, তুমি বক্তৃতা দেবার তিন মাস পরে তবে

জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধে যাওয়ার নিয়ম সরকার থেকে অবশ্য-কর্ত্তব্য করা হয়েছিল। তুমি না খুঁচোলে তিনমাস সে বেশী বাঁচতে পারত। এখন যাও, ডিস্‌মিস্, পরে তোমায় আরো কিছু বলব।"

আমরা হাওয়াদের ময়দানে যাই। কম্পানীর সকলে জড় হয়েছে। মিট্টেলষ্টাড্ তাদের সহজ ভাবে দাঁড়াতে বলে পর্য্যবেক্ষণ করে।

কাণ্টোরেককে দেখে আমার হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। তার গায়ে একটা ফিকে নীল খাটো কোর্ত্তা—তার হাতায় আর পিঠে বড় বড় দুটো তালি। ওভারকোটটা একটা দৈত্যের গায়ের মাপের। কালো রংএর ক্ষয়ে-যাওয়া পা-জামা অত্যন্ত খাটো। বুটজোড়া পুরোনো, অত্যন্ত কড়া, তার উপর পায়ে বেজায় ঢিলে হয়েছে। এরই অনুপাতে টুপিটা খুব ছোট। সমস্ত দেখলে সত্যিই দয়া হয়।

মিট্টেলষ্টাড্ তার সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—"টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক, তোমার ঐ বোতামগুলোকে কি তুমি বলতে চাও চক্‌চকে? তুমি দেখছি কোনদিন কিছু শিখবে না। একেবারে অনুপযুক্ত কাণ্টোরেক, একেবারে অনুপযুক্ত!"

আমি আহ্লাদে একেবারে ফেটে পড়লুম। কাণ্টোরেক ইস্কুলে মিট্টেলষ্টাড্‌কে ঠিক ঐ রকম করে শাসন করত—"একেবারে অনুপযুক্ত মিট্টেলষ্টাড্ একেবারে অনুপযুক্ত!"

মিট্টেলষ্টাড্ তাকে তিরস্কার করে চল্ল—"বোওট্‌শেরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি—ওর কাছে শেখো!"

নিজের চোখকে বিশ্বাস করা আমার অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের ইস্কুলের হরকরা বোওট্‌শেরও সেখানে রয়েছে। সেই বোওট্‌শের হল আদর্শ। কাণ্টোরেক আমার দিকে তাকিয়ে দেখে—যেন আমায় পেলে গিলে খায়! কিন্তু আমি যেন তাকে চিনতেই পারছিনা এমনি ভালমানুষটির মত তার দিকে চেয়ে থাকি।

এই মাষ্টারটি যখন তাঁর ডেস্কের পিছনে বসে পেন্সিল উঁচিয়ে কেবল আমাদের ভুল আবিষ্কার করতেন, তখন কী ভয়ে ভয়ে তাঁর সামনে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হত! এ তো মাত্র দু বছর আগের কথা—এখন তিনি টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক, তাঁর বক্তৃতা থেমে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, আঁকশির মত বাহু, ময়লা বোতাম, হাস্যকর পোষাক, একেবারে তালপাতার সেপাই বনে গেছেন!

মিট্টেলষ্টাডের কাছে কাণ্টোরেক এর চেয়ে ভাল ব্যবহার কখনই আশা করতে পারে না, কারণ সে মিট্টেলষ্টাডের প্রোমোশান একবার বন্ধ করেছিল; আর ফ্রণ্টে ফিরে যাবার আগে মিট্টেলষ্টাডের পক্ষে এমন সোনার সুযোগ ছেড়ে দেওয়া মস্ত বোকামী হবে! এমন সৌভাগ্য যদি হাতে পাওয়া যায় তো এর পরে মরেও সুখ আছে।

মিট্টেলষ্টাড্ তাদের হামাগুড়ি দেওয়ার ব্যায়াম সুরু করালে। কনুই আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বন্দুক ঘাড়ে কাণ্টোরেক তার হাস্যকর ভঙ্গী নিয়ে আমাদের সামনে বালির উপর হামাগুড়ি দিতে থাকে। সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে হাঁপিয়ে উঠছে।

মিট্টেলষ্টাড্ ইস্কুল-মাষ্টার কাণ্টোরেকেরই মুখের কথা দিয়ে কাণ্টো-রেককে উৎসাহিত করতে লাগল—"টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক অনেক পুণ্যে আমরা এই মহান্ যুগে জন্মেছি, আমাদের উচিত অন্ততঃ একবারের জন্যেও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে নম্র হতে শেখা!"

কাণ্টোরেক ঘেমে উঠে তার দাঁতে বেঁধা একটা কুটো থু করে ফেলে দেয়।

মিট্টেলষ্টাড্ ভর্ৎসনার সুরে বল্লে—"আর এই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমাদের মহান্ কর্ম্মক্ষেত্রের কথা যেন কোনদিনেই ভুলে না যাই টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক!"

ছুটিটা আর কিছু নয়, একটুখানি অবকাশ, যেটা ফুরিয়ে গেলে পরে সব কিছু আরো খারাপ লাগে। এখন থেকেই ছাড়াছাড়ির ভাবনা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। মা নীরবে আমাকে লক্ষ্য করছেন;—আমি জানি তিনি দিন গুনছেন! প্রতিদিনই সকালে তাঁকে ম্রিয়মান দেখি, তিনি রোজই গোনেন, একটা দিন চলে গেল! তিনি আমার তল্পি-তল্পা সরিয়ে রেখে দিয়েছেন, যাতে সেগুলো কেবলই চোখে পড়ে বিদায় দিনের কথা মনে আসে।

ছুটি ফুরোবার চার দিন মাত্র বাকি আছে, এইবার কেমেরিখের মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত।

* *

সে আমি লিখে জানাতে পারব না। কাঁদতে কাঁদতে তিনি আমায় কেবল ঝাঁকুনি দেন আর বল্‌তে থাকেন—"সে যদি মরে গেছে, তবে তুমি কেন বেঁচে আছ?" আমাকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলেন—"তুমি তবে সেখানে কি করতে ছিলে বাছা?" তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়ে তিনি বলেন—"তুমি তাকে দেখেছিলে? সেই সময় তাকে দেখেছিলে? কেমন করে সে মারা গেল?"

আমি তাঁকে বল্লুম যে তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে গুলি চলে গিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে মারা পড়ে। তিনি আমার দিকে তাকান; আমার উপর সন্দেহ হয়, বলেন—"মিছে কথা বলছ। আমি জানি—আমি মনে মনে অনুভব করেছি কি ভীষণ কষ্ট পেয়ে সে মারা গেছে! আমি রাত্রে তার গলা শুনেছি; তার যন্ত্রণা আমার প্রাণে এসে লেগেছে! সত্যি কথা বল—আমি জানতে চাই, আমি সত্যি কথা জানতে চাই।"

আমি বলি—"না আমি তার পাশেই ছিলুম। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।"

তিনি মিনতি করতে থাকেন—"বল আমায়; আমাকে বলতেই হবে। আমি জানি তুমি আমায় সান্ত্বনা দিতে চাও, কিন্তু দেখছনা, তুমি সত্যি কথা চেপে রেখে আমায় কষ্ট দিচ্ছ বেশী? অনিশ্চয়তা আমি সইতে পারছি না। বল ঠিক কেমন ধারা হয়েছিল, যদি তা অতি ভয়ঙ্করও হয় সেও ভাল। তুমি না বল্লে আমার আরো বীভৎস মনে হবে।"

আমি কোন মতেই তাঁকে বলব না, আমাকে পিষে ফেল্লেও নয়। আমি তাঁকে যত প্রবোধ দিই, তিনি অবুঝের মতো কেবলই আমায় বিরক্ত করেন। কেন যে তিনি শান্ত হন না বুঝতে পারি না। যেমন করে কেমেরিখ্ মারা গেছে তা তিনি জানুন আর নাই জানুন, কেমেরিখ্ সে তো আর বাঁচবে না। আমরা যারা হাজার হাজার লোককে মরতে দেখেছি তাদের পক্ষে একজন মানুষের জন্যে এতখানি শোকের কি অর্থ তা বোঝা মুস্কিল। কাযেই আমি অধীর হয়ে বলি—"সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। কোন কষ্টই পায়নি, তার মুখ বেশ শান্ত ছিল।"

তিনি চুপ করে থাকেন। তারপর ধীরে বলেন—"তুমি শপথ করবে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তোমার কাছে সকলের চেয়ে যা পবিত্র তার নামে?"

হায় রে, আমার এমন কি আছে যা আমার কাছে পবিত্র? আমি বলি—"হ্যাঁ সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।"

—"যদি এ-কথা সত্যি না হয়, তা হলে যুদ্ধ থেকে তুমি কোনদিনও আর ফিরবেনা এই কথা বল।"

—"যদি সে মুহূর্ত্তের মধ্যে মারা না গিয়ে থাকে, আমি যেন কখনও না ফিরি।"

সব কিছুই আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারতুম, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কেমেরিখের মা দেখলুম বিশ্বাস করেছেন।

* *

ছুটির শেষ সন্ধ্যা, কাল বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে। সকলেই নীরব। আমি সকাল সকাল বিছানায় শুয়ে পড়ি। বালিসটা আঁকড়ে ধরে তার মধ্যে মুখ লুকোই। কে জানে, আর কোনোদিন এমনি করে পালকের বিছানায় শুতে পাবো কি না!

গভীর রাত্রে মা আমার ঘরে আসেন। তিনি ভাবেন আমি ঘুমচ্ছি, আমিও মট্‌কা মেরে পড়ে থাকি। এখন জেগে বসে দুজনে কথা কওয়া বড় কষ্টকর হবে।

যদিও তাঁর কষ্ট হয় তবু তিনি অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থাকেন। শেষে আমি আর চুপ করে পড়ে থাকতে পারি না; ভান করি, এইমাত্র যে উঠ্‌লুম। বল্লুম—"যাও মা, ঘুমতে যাও, এখানে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে!"

মা বলেন—"পরে আমি খুব ঘুমব।"

আমি উঠে বসে বলি—"আমি এখান থেকে সোজাসুজি ফ্রণ্টে যাবোনা মা। চার সপ্তাহ আমায় ট্রেণিং ক্যাম্পে কায করতে হবে। সেখান থেকে এক রবিবার আমি হয়ত এখানে আসতে পারি।"

মা চুপ করে থাকেন; তারপর জিজ্ঞেস করেন—"তুই কি বড় ভয় পেয়েছিস্?"

—"কিছু না।"

—"আমি বলছিলুম ফ্রান্সে যখন যাবি সেখানে বেশী এদিক ওদিক করিস্‌নে। ফরাসী মেয়েগুলোর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিস্‌নে—তারা মানুষ ভাল নয়।"

ও গো মা আমার! তুমি কি এখনও ভাব আমি সেই কচিটি

আছি ? তোমার কোলে মাথা রেখে এখনও কি কাঁদতে পারি ? বড় সাধ যায় অমনি করে কেঁদে প্রাণ জুড়োতে—কতই বা আমার বয়স বেড়েছে ? এই তো সেদিনও আমি বালক ছিলুম। ঐ তো আলনার গায়ে এখনও আমার ছেলে বয়সের ছোট ছোট পা-জামা ঝুলছে—এতো সেদিনের কথা—. এরই মধ্যেই কি সব ফুরিয়ে গেল ?

আমি ধীর ভাবে জবাব দি—"আমরা যেখানে থাকি সেখানে মেয়েছেলে ঢোকবার হুকুম নেই।"

—"আর ফ্রণ্টে খুব সাবধানে থাকিস্।"

মা গো মা ! তোমাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে দুজনে এক সঙ্গে মরি না কেন ? কি হতভাগা আমরা !

—"হ্যাঁ মা থাকবো বই কি।"

—"আমি তোর জন্যে রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব পাউল।"

মা গো আমার ! চল আমরা দুটিতে মিলে সেই দেশে চলে যাই যেখানে দুঃখ কষ্টের বালাই নেই। দুটিতে আমরা একলা !

—"বিপদজনক কায ছাড়াও তো যুদ্ধে অন্য কায আছে, তারই কোন কায নে না, পাউল।"

"হ্যাঁ মা, হয়ত আমি রাঁধুনির কাযে ঢুকতে পারবো। সে ব্যবস্থা করে নেওয়া শক্ত হবে না।"

—"তবে তাই কর্—আর যদি কেউ তোকে নিন্দে করে তো—"

—"তোমার কোন ভাবনা নেই মা, সে নিন্দে আমার গায়ে লাগবে না।"

মা একটা নিশ্বাস ফেলেন।

—"এইবার শুতে যাও মা।"

মা উত্তর দেন না। আমি উঠে আমার কম্বলখানা মার গায়ে

জড়িয়ে দি। মা আমার হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান, দাঁড়াতে কষ্ট হয়। আমি তাঁকে ঘরে নিয়ে যাই। কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসে থাকি।

—"আমি ফিরে আসবার আগে তোমায় কিন্তু সেরে উঠতে হবে মা।"

—"হ্যাঁ, বাছা।"

—"তুমি আমায় খাবার জিনিস পাঠাও কেন বল তো মা? কিছু দরকার নেই, সেখানে আমরা যথেষ্ট খেতে পাই। এখানে রেখে দিলে বরং তোমাদের পেট ভরবে।"

বিছানার উপর অসহায় ভাবে মা আমার শুয়ে আছেন। যখন আমি চলে যাচ্ছি, মা তাড়াতাড়ি ডেকে বলেন—"তোর জন্যে দু'জোড়া ছোটো পা-জামা আমি তৈরী করে রেখেছি, আসল পশমের তৈরী। সেগুলো তোর জিনিসের সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলিসনে।"

হায় মা! আমি কি আর জানি না এই পা-জামাগুলো তৈরী করতে তোমায় কত হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে, কত ভিক্ষে করতে হয়েছে, কত অপেক্ষা করতে হয়েছে! ওগো মা! কেমন করে তোমায় ছেড়ে যাবো? তোমার ছাড়া আর কারই বা দাবী আছে আমার উপর? এইখানে আমি বসে আছি, তুমি রয়েছ ওখানে শুয়ে—কত কথাই আমাদের বলবার আছে, কখনই তা বলতে পারব না।

—"আসি মা।"

—"এসো বাছা।"

অন্ধকার ঘর। মার নিশ্বাসের শব্দ আর ঘড়ির টিকটিক শুনতে পাচ্ছি। জানলার বাইরে বাতাস বইছে আর বাদাম গাছের মর্ম্মর শব্দ!

আমি ঘরে ফিরে এসে বালিসটা কামড়ে পড়ে থাকি। খাটের

লোহার ডাণ্ডাগুলোকে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরি। ঘরে ফিরে আসা আমার কোন মতেই উচিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলুম বেপরোয়া—প্রায়ই সব-কিছুর আশা ছেড়ে দিয়ে থাকতুম—তেমনটি আর কখনই আমি হতে পারব না। আমি ছিলুম সৈনিক;—এখন নিজের কাছে মার কাছে, সব কিছুর কাছে একটা অনন্ত যন্ত্রণার পাত্র হয়েছি।

ছুটি নিয়ে আসা আমার কখনই উচিত হয়নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তেপান্তর মাঠে ক্যাম্প—জায়গাটা আমার আগে থেকেই জানা ছিল। এইখানে হিমেলষ্টোশের কাছে ইয়াডেন তরিবৎ শিক্ষা পেয়েছিল। এখন সেখানে কাউকে আমি জানি না—সব অদল বদল হয়ে গেছে।

প্রতিদিন বাঁধা দস্তুরে কায বাজিয়ে চলি। সন্ধ্যাবেলা সাধারণতঃ আমি সৈনিকদের আড্ডাঘরে হাজির হই। সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ পড়ে থাকে—আমি কিন্তু সেগুলো পড়ি না; একটা পিয়ানো আছে সেটা বাজাতে আমার খুব ভাল লাগে।

সেনাবারিকের ঠিক পাশেই ধরা-পড়া রাশিয়ান সৈনিকদের গারদ-খানা। আমাদের আর তাদের মাঝখানে কেবল একটা কাঁটাতারের বেড়া। বন্দীরা প্রায়ই বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের কাছে চলে আসে। তাদের দাড়ি গোঁফওয়ালা জোয়ান গোছের চেহারা, মুখে একমুখ দাড়ি, তবু তাদের দেখে মনে হয় যেন ভারি ভীরু!

তারা আমাদের ক্যাম্পের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আস্তাকুড়ের টিনের গামলাগুলো খুঁটে বেড়ায়। কি যে তারা সেখানে পায় তা সবারই জানা। আমরা খেতে পাই খুবই কম—শালগমের এক আধ টুকরো, আধোয়া মুলোর ডাঁটি, বাসি আলু, আর যখন পাৎলা জলের মত ভাতের সুরুয়ার মধ্যে কয়েক কুঁচি Beefএর আঁশ ভাসতে থাকে আমরা মনে করি কি রাজভোগই পেলুম।

কিছুই পড়ে থাকে না। যদি কেউ কোন কারণে নিজের ভাগ না খায়, তার অংশ নেবার জন্যে গণ্ডা গণ্ডা লোক সদা সর্ব্বদাই মজুত থাকে। হাতায় করে হাঁড়ির মধ্যে থেকে যে জিনিসগুলো কোনমতেই ওঠে না, সেইগুলোই এঁটোর গামলায় ফেলে দেওয়া হয়; তার সঙ্গে হয়ত কখনো আর সব জঞ্জালের সঙ্গে দুএক কুঁচো শালগম্ একটু বাসি রুটির টুক্‌রো উঠে আসে।

এই এঁটো-ফেলা গামলার চারিদিকে বন্দীরা ঝুঁকে থাকে। যা পায় তাই তারা খুঁটে নেয়।

আমাদের এই শত্রুদের যে এমন ভাবে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এটা দেখতে কেমন আশ্চর্য্য লাগে। এদের চাষীদের মতো সাধাসিধে চেহারা, চওড়া কপাল, মোটা নাক, চাকাপানা মুখ, চ্যাটালো হাত আর ঘন চুল। এদের শস্য মাড়ানো, শস্য কাটানো, আপেল কুড়োনোর কাযে দেওয়া উচিত। এদের দেখে মনে হয় আমাদের দেশের চাষীর মত এরাও ভাল মানুষ।

এরা যখন খাবার জন্যে ভিক্ষে করে বেড়ায়, দেখে ভারি প্রাণে লাগে। সকলেই কাহিল হয়ে পড়েছে, কেবল প্রাণরক্ষা করবার মত খাবার তাদের দেওয়া হয়। ওদের শিরদাঁড়া, ঘাড় কুঁজো হয়ে পড়েছে, হাঁটুগুলো মচকে গেছে, যতটুকু জানে, আধ-ভাঙা দু'একটা জার্ম্মাণ কথা বলে আমাদের কাছে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চায়।

কেউ কেউ তাদের পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। তবে বেশীর ভাগ লোকেই তাদের দিকে নজরই দেয় না।

তারা বিকেলবেলা আমাদের বারিকে বেসাত করতে আসে। একটু রুটির জন্যে তাদের যা-কিছু আছে তাই তারা বদল করে। তাদের বুট জুতোগুলো আমাদের চেয়ে অনেক ভাল। আমাদের সৈনিকদের মধ্যে যাদের কাছে বাড়ী থেকে কিছু খাবার দাবার আসে

তারাই বন্দীদের সঙ্গে বেচা-কেনা করতে থাকে। একজোড়া বুটের দাম দু'খানা কি তিন খানা ফৌজি রুটি; অথবা একখানা ফৌজি রুটি এবং এক টুকরো চিমড়ে শূয়োরের মাংস।

কিন্তু অধিকাংশ রাশিয়ান্‌ বহুদিনই যথাসর্ব্বস্ব এইভাবে খুইয়ে বসে আছে। এখন তাদের গায়ে নিতান্ত ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের চাষাগুলো দর দস্তুরে ওস্তাদ—তারা একজন রাশিয়ানের একেবারে নাকের সামনে একটা রুটি কি সসেজ নিয়ে গিয়ে ধরে বসে থাকে যতক্ষণ না খাবার জিনিষটার লোভে সে বুদ্ধি শুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তখন ঐ খাবার টুকুর জন্যে সে যা-চাও তাই দিতে প্রস্তুত হয়।

*   *

পূর্ব্বে অনেক দিন ছুটি ভোগ করেছি বলে রবিবার দিন আর আমি ছুটি পাই না। ফ্রণ্টে যাবার আগের রবিবার আমার বাবা আর দিদি আমার সঙ্গে দেখা করে যান। সারাদিন আমরা সৈনিকদের আড্ডা ঘরে বসে কাটাই। তারপর তাঁদের সঙ্গে আমি রেল ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাই। তাঁরা আমাকে একবাটি জ্যাম্‌ আর এক থলে আলুর কেক্‌ দিয়ে বলেন যে মা আমার জন্যে তৈরী করে দিয়েছেন।

তাঁরা চলে গেলে আমি ক্যাম্পে ফিরে আসি। সন্ধ্যাবেলা কেকের উপর জ্যাম মাখিয়ে কয়েকটা আমি খাই। কিন্তু মুখে রোচে না। সেগুলো রাশিয়ানদের দিয়ে দেব বলে উঠে পড়ি। তারপর মনে হয়, উনুনের আঁচে তেতে-পুড়ে মা আমার জন্যে এগুলি করেছেন। আমি সেগুলিকে ব্যাগে ভরে কেবল দু'খানা কেক রাশিয়ানদের কাছে নিয়ে যাই।

নবম পরিচ্ছেদ

আমি শুনলুম আমাদের রেজিমেণ্টকে একটা জরুরী পাইক দলের সামিল করে নেওয়া হয়েছে—যেখানে যুদ্ধ প্রবলতম হয়ে উঠছে, সেইখানে আমাদের পাঠানো হচ্ছে। শুনে মোটেই আনন্দ হয় না।

আমাদের দলকে আমি এখানে ওখানে খুঁজে ফিরি। শেষে একটা নির্দ্দিষ্ট খবর পেয়ে আমাদের কাছারি-ঘরে গিয়ে আমার আগমন সংবাদ জানাতে পারি।

সার্জেণ্ট মেজর আমাকে আটকে রেখে দেন। আর দু'দিনের মধ্যেই আমাদের কম্পানী সেখানে এসে পৌঁছবে, সুতরাং আমার আর যাবার দরকার নেই।

তিনি শুধোন—"ছুটিটা লাগ্‌ল কেমন? এক রকম ভালই, কি বল?"

আমি বলি—"কতকটা।"

তিনি নিশ্বাস ছেড়ে বলেন—"হ্যাঁ যদি আবার ফিরে আসতে না হত তা হলেই পুরোপুরি ভাল হত। শেষের দিকটাই তো প্রথম দিকটাকে মাটি করে দেয়।"

নোংরা, বিষণ্ণ, ধূসর, খপিস মূর্ত্তিতে আমাদের কম্পানী এসে পৌঁছয়। আমি লাফিয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে চারিদিকে খুঁজতে থাকি। ঐ যে ইয়াডেন, ঐ যে ম্যুলের নাক ঝাড়ছে ঐ যে কাট্‌ আর ক্রোপ!

আমরা আমাদের বিচালির আঁটিগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে নি। শোবার আগে আমি আমার আলুর কেক আর জ্যাম্ বার করে তাদের খেতে বলি। উপরের কেক্ ছুটো একটু মিইয়ে গেছে—তবু খাওয়া চলবে।

কাট্ খেতে খেতে বলে—"এগুলো তোমার মার কাছ থেকে এসেছে বুঝি?"

আমি ঘাড় নাড়ি।

সে বলে—"চমৎকার! চেখেই ঠিক বুঝতে পেরেছি।"

আমার যেন কান্না আসে। নিজেকে যেন আর সামলে রাখতে পারি না। এটা অনভ্যাসের ফল। কাট্ আলবের্ট এদের মধ্যে থাকলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্রোপ্ ফিস্ ফিস্ করে বলে—"তোমাদের ভাগ্য ভাল, শুনতে পাচ্ছি আমরা রাশিয়ায় যাবো।"

রাশিয়া? সেখানে তো খুব বেশী যুদ্ধ হচ্ছে না!

বহু দূর থেকে ফ্রণ্টের গর্জ্জন আসে! কুটিরের দেয়াল কেঁপে ওঠে।

* *

ক'দিন ধরে খুব সাজ সরঞ্জাম আসবাব পত্র মাজা ঘসা ঝাড়া ঝোড়া চলেছে। যা কিছু ছেঁড়া খোঁড়া আছে তার বদলে নতুন জিনিস দেওয়া হচ্ছে। একটা গুজব শুনছি, শান্তি স্থাপনা হবে, কিন্তু অন্য গুজবটাই খুব সম্ভব সত্যি—আমরা নাকি রাশিয়া যাচ্ছি। কিন্তু রাশিয়া যাচ্ছি তো এই সব নতুন জিনিস আমাদের দেবার দরকার কি? অবশেষে খবরটা প্রকাশ হয়—সম্রাট্ কাইজার আমাদের দেখবার জন্যে আসছেন। সেই জন্যে অফিসারদের চটক্ ভেঙেছে।

আট দিন ধরে এত কসরৎ এত কুচ্ কাওয়াজ হয় যে মনে হয় আমরা যেন সহরের ক্যাম্পে রয়েছি। সকলেই খিট্‌খিটে হয়ে ওঠে, এ সব আমাদের ভাল লাগে না।

অবশেষে সময় উপস্থিত হয়। আমরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াই, কাইজার দেখা দেন। তাঁকে কেমন দেখতে এটা জানবার আমাদের মস্ত একটা কৌতূহল ছিল। তিনি আমাদের লাইনের সামনে দিয়ে যখন চলে গেলেন, আমি তো দেখে হতাশ হই। ছবি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল তিনি আরো বড় আরো জোয়ান চেহারার মানুষ হবেন, তা ছাড়া গলার আওয়াজ হবে বজ্র গম্ভীর!

তিনি লোহার ক্রুশ বিলি করেন, এর ওর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলেন তারপর আমরা কুচ্ করে চলে যাই।

পরে আমাদের এই নিয়ে আলোচনা হয়। ইয়াডেন বলে—"তাহলে ইনিই হচ্ছেন সবার বড়! যে যেখানে আছে সকলকে এঁর সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াতে হবে?" তারপর একটু ভেবে বলে—"সেনাপতি হিণ্ডেনবুর্গও তো? তাকেও তো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াতে হবে?"

কাট্ বলে—"নিশ্চয়ই।"

ইয়াডেনের কথা তখনও শেষ হয়নি। সে আবার একটু ভেবে বলে—"সম্রাটের সামনে একজন রাজাকেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় তো?"

আমাদের কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে তা নয়! দুজনেই উপরওয়ালা—সুতরাং আমাদের মত এই রকম আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াবার কোন কড়াকড়ি নিয়ম না থাকারই কথা। কাট্ বলে—"কি সব বাজে বক্‌ছ? আসল কথা হচ্ছে তোমাকে নিজেকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াতে হয়!"

দেখি ইয়াডেনের মুখে আজ খই ফুটছে। সে বলে—"দেখ, আমার মনে হচ্ছে আমরা যে ভাবে মাঠ সারি সম্রাট্ কাইজার বোধ হয় তেমন ভাবে মাঠ সারেন না!"

কাট্ বলে—"কাছাকে কাছা, কাছা দু'গুণে গামছা। তোর বুদ্ধির

গোড়ায় গুবরে পোকা লেগেছে! যাও বাবা চট্ করে মাঠ সেরে বুদ্ধি পরিষ্কার করে এসো।"

ইয়াডেন চলে যায়!

আলবের্ট বলে—"আমি জানতে চাই যদি কাইজার বলতেন—"না, তাহলে এত বড় যুদ্ধটা হত কিনা।"

আমি বলি—"আমি বেশ ভালই জানি তিনি গোড়া থেকে এর বিপক্ষে ছিলেন।"

—"বেশ, তাঁর একলার কথা না হয় ছেড়েই দাও, যদি এই পৃথিবীর কোন বিশেষ পঁচিশ কি ত্রিশ জনে বলত—'না'?"

আমি বলি—"সেটা সম্ভব বটে! কিন্তু তাঁরা যে ভীষণ ভাবে বলে ছিলেন—যুদ্ধ হোক!"

ক্রোপ্ বলে চলে—"ভাবতে গেলে ভারি অদ্ভুত ঠেকে। আমরা এখানে আমাদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করছি; ফরাসীরা ওখানে ওদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করছে। এখন, কারা ঠিক কায কর্‌ছে?"

আমি কিছু না ভেবেই বলি—"সম্ভবতঃ দুদলেই।" আলবের্ট বলে—"বেশ—দেখ, আমাদের দেশের প্রোফেসার, পাদ্রি, খবরের কাগজ বলে আমরাই একমাত্র ঠিক কায করছি; আবার ফরাসীদের প্রোফেসররা, পাদ্রিরা, খবরের কাগজ-ওয়ালারা বলে, তারাই ঠিক পথে চলেছে। এখন এর কি জবাব দাও?"

আমি বলি—"তা জানি না। কিন্তু যা-ই হোক, যুদ্ধ সে তো আর থামেনি, সে রয়েইছে, আর প্রতিমাসেই একের পর এক দেশ জড়িয়ে পড়্‌ছে।"

ইয়াডেন ফিরে আসে। এখনও তার মন চঞ্চল হয়ে আছে। আমাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়ে বলে—"আচ্ছা যুদ্ধ যে হয়, তার সূত্রপাতটা কি?"

আলবের্ট শুষ্ক গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলে—"যখন একটা দেশ অন্য দেশকে অপমান করে।"

ইয়াডেন বোকার মত ভাব দেখিয়ে বলে—"দেশ? আমি বুঝতে পারছিনা। জার্ম্মাণীর একটা পাহাড় ফ্রান্সের একটা পাহাড়কে অপমান করতে পারে না। কিংবা এখানের একটা ধানক্ষেত ওখানের একটা নদীকে কি বন কে—এ কি হয়?"

ক্রোপ্ বলে—"তুই যে বোকা সেজেছিস্ দেখ্ছি। আমি বলছিলুম, এদের মানুষরা যখন ওদের মানুষদের মর্য্যাদা-হানি করে—"

ইয়াডেন বলে—"তাহলে বাবা আমি এখানে কেন মরুতে এসেছি? আমার তো কেউ মান-হানি করেনি।"

আলবের্ট বলে—"তোর মত হা-ঘুরের কথা কে বল্‌ছে!"

ইয়াডেন বলে—"তবে আমি সোজা গাঁয়ে ফিরে যাই? কি বল?"

আমরা সকলে হেসে উঠি!

ইয়াডেন খানিক পরে বলে—"তাহলে ঠিক কিসের জন্যে এই যুদ্ধটা হচ্ছে?"

কাট্ বলে—"নিশ্চয় এর মধ্যে কেউ কেউ আছে যাদের কাছে যুদ্ধটা ভারি দরকারী।"

ইয়াডেন বলে—"আরে ভাই আমি তো তাদের কেউ নই, তারাও আমার কেউ নয়।"

—"তুমিও নও এখানকার আর কেউও নয়।"

ইয়াডেন বলে—"তবে তারা কারা? কাইজারের এতে কোন লাভ নেই। তাঁর তো কিছুরই অভাব নেই।"

কাট্ বলে—"তা ঠিক বলা যায় না। তাঁর রাজ্যে এ পর্য্যন্ত কখনো যুদ্ধ হয়নি। প্রত্যেক সম্রাটেরই একটা করে যুদ্ধ করা দরকার, তা নৈলে তাঁদের নাম হয় না—ইস্কুলের ইতিহাসের বই দেখলেই তার প্রমাণ পাবে।"

ডেটেরিং বলে—"আর বড় বড় সেনাপতিগুলোও নাম করে।"

কাট্ বলে—"নাম করে বলে নাম করে, সম্রাটের চেয়েও বেশী নাম করে নেয়!"

ডেটেরিং বলে—"তা ছাড়াও এর পিছনে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা যুদ্ধ লাগ্‌লে বেশ কিছু সংস্থান করে নেন।"

আলবের্ট বলে—"আমার মনে হয় জ্বর-বিকারের মতো যুদ্ধ একটা রোগ এদের। কেউই একে চায় না, অথচ হঠাৎ কেমন করে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় এসে যায়। আমরা কেউই চাইনি যুদ্ধ হোক, অপর সকলেও সেই কথা বলে, অথচ আধখানা পৃথিবী এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

আমি বলি—"কিন্তু আমাদের চেয়ে অপর পক্ষ মিছে কথা বলে বেশী। সেই সব পুস্তকগুলোর কথা ভাব দেখি—যাতে ওরা লিখেছে যে আমরা বেলজিয়ামে ছোট ছোট ছেলে ধরে ধরে খেয়েছি। যারা এই সব লেখে তাদের ফাঁসিতে লট্‌কে দেওয়া উচিত—আসল বদমাস্ তারা।"

ম্যুলের বলে—"জার্ম্মাণীতে না হয়ে যুদ্ধটা যে এদের এখানে হয়েছে এ তবু ভাল। ঐ গাড়াগুলোর দিকে একবার দেখ দেখি।"

ইয়াডেন বলে—"ঠিক! কিন্তু মোটেই যুদ্ধ না হলে আরো ভাল হত।"

আলবের্ট ঘাসের উপর শুয়ে রাগের ভাব দেখিয়ে বলে—"সব চেয়ে ভাল হয় এই সব বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করা।"

না-চাইতে আমরা যে সব নতুন নতুন উর্দ্দি টুর্দ্দি পেয়েছিলুম তা প্রায় সবই ফিরিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের পুরোনো কাপড় চোপড় ঘুরে পাই। নতুনগুলো পর্‌তে হয়েছিল কেবল লোক দেখাবার জন্তে।

রাশিয়ায় না গিয়ে আমরা আবার লাইনে যাই। পথে একটা ভেঙে-পড়া বন চোখে পড়ে—গাছগুলোর ডাল-পালা ছিঁড়ে উড়ে গেছে, মাটিও যেন চষে ফেলেছে!

শত্রুদের অবস্থিতি জানবার জন্যে একটা দলকে পাঠানো হবে। আমার ছুটির পর থেকে বিপক্ষের লোকদের প্রতি আমার একটা অদ্ভুত টান হয়েছে। কাযেই আমিও সেই দলে যোগ দি। রাত্রের অন্ধকারে মাঠের উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে আমাদের যেতে হবে। একটা কার্য্য-পদ্ধতি ঠিক করে তারের বেড়া গলে পৃথক্ হয়ে প্রত্যেকে এক এক দিকে চলে গেলুম। কিছুক্ষণ পরে আমি একটা ছোট গাড়া পেয়ে তার মধ্যে নেমে পড়লুম। এখান থেকে উঁকি মেরে আমি সামনের দিকে দেখতে থাকি।

অল্প স্বল্প মেশিন-গানের গুলি চলেছে। চারিদিক থেকেই গুলি আস্‌ছে, খুব বেশী নয়, কিন্তু সব সময়েই সতর্ক থাকতে হয়।

একটা প্যারাশুটের আলো আকাশে উঠল। পাণ্ডাস্ আলোয় সমস্ত শূন্য মাঠটা চোখে পড়ে, তার পরই গাঢ়তর অন্ধকারে সব ঢেকে যায়। ট্রেঞ্চে আমাদের জানানো হয়েছে যে আমাদের সামনে "কালা পল্টনরা" আছে। এটা শুনে বড় বিশ্রী লেগেছে; অন্ধকারে তারা মিলিয়ে থাকে, তা ছাড়া পাহারার কাযে তারা খুব ওস্তাদ। মজা হচ্ছে, বেশীর ভাগ তারা বোকা হয়। একদিন তাদের একজন প্রহরী উৎসাহের চোটে সিগারেট মুখে দিয়েই মাঠের মধ্যে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। কাট্ আর ক্রোপ্ সেই জলন্ত সিগারেটের মুখটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তেই কর্ম্ম কাবার!

আমার কাছাকাছি একটা বোমা না কি এসে পড়ল। সেটা যে আসছে তা আমি শুনতে পাইনি। আমি ভয় পেয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে একটা অকারণ ত্রাস আমায় পেয়ে বসে। এইখানে আমি একলা

অসহায় ভাবে অন্ধকারে পড়ে রয়েছি—কে জানে হয়ত সামনের কোন গর্ত্ত থেকে একজোড়া চোখ অনেকক্ষণ ধরে আমায় লক্ষ্য করছে, আমাকে ধুলো করে উড়িয়ে দেবার জন্তে একটা বোমাও হয়ত তৈরী আছে। আমি মনটাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করি। এই যে নজর রাখার কায আমার প্রথম তা নয়, বা এটা খুব বিপদসঙ্কুল তাও নয়। আসলে এটা হচ্ছে আমার ছুটির পর প্রথম, আর এখানকার জমীটাও আমার অচেনা।

আমি মনে মনে বলি, মিছে ভয় পাচ্ছি, আমার সামনে কিছুই নেই, কেউই অন্ধকারের মধ্যে আমার দিকে চোখ রাখেনি, তা নৈলে বোমাটা ঐ রকম নীচু হয়ে এসে পড়ত না।

আমার মাথার ভাবনা-চিন্তাগুলো গোলমাল হয়ে জট্ পাকিয়ে যায়—আমি আমার মার সতর্কতার বাণী শুনতে পাই, দেখতে পাই, ফুরফুরে দা'ড়ি নিয়ে রাশিয়ানরা তারের বেড়া ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কল্পনায় ভয়ের ছবি দেখে আঁৎকে উঠি। মনে হয় যে-দিকে আমি মাথা ঘোরাচ্ছি সেই দিক থেকেই একটা মসৃণ চকচকে বন্দুকের নল আমার দিকে লক্ষ্য করে রয়েছে। সমস্ত দেহ আমার ঘেমে ওঠে।

তবু আমি আমার ছোট গর্ত্তটার মধ্যে শুয়ে থাকি। ঘড়িতে দেখি সামান্ত কয়েক মিনিট কেটেছে। আমার কপাল ভিজে গেছে, হাত কাঁপছে, আমি হাঁপাচ্ছি তা-ও অতি ধীরে। কিছুই না, কেবল একটা ভয়ের আক্রমণ—এখান থেকে মাথাটা বার করে বাইরে যাবার ভয়!

আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উন্তম, কেবল মাত্র এইখানটিতে শুয়ে থাকবার ইচ্ছার মধ্যে ফেনার মতো আস্তে আস্তে তলিয়ে যায়। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাটির সঙ্গে যেন জুড়ে গেছে। চেষ্টা করেও

হাত-পা ছাড়াতে পারি না। আমি মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকি, সামনে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার আর নেই। স্থির করি এখানেই আমি শুয়ে থাকব।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমার উপর দিয়ে একটা নতুন তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে যায়। লজ্জায় গ্লানিতে মিশ্রিত একটা তরঙ্গ! আমি চারিদিক দেখে নেবার জন্যে একটুখানি উঠলুম। অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণে চোখ মেলে থাকি। একটা তারাবাজি আকাশে ওঠে—আমি আবার নীচু হই।

আমি নিজেকে গঞ্জনা দি—এই ভয়-টয় এ সমস্ত এই ছুটি নেওয়ার ফল। কিন্তু নিজের মনকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনা, দেহ অবশ হয়ে আসে। আমি ধীরে ধীরে একটু উঠে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখি, তারপর কোন রকমে গর্ত্তের কিনারায় এসে দেহটাকে টেনে আধখানা বার করি।

কিসের একটা শব্দ কাণে যায়, চকিতের মধ্যে গুটি মেরে পড়ি। সন্দেহজনক শব্দ, গোলাবর্ষণের ধ্বনির মধ্যে থেকেই বেশ স্পষ্ট শুনতে পাই। কাণ খাড়া করে শুনি—মনে হয় যেন পিছন থেকে শব্দটা আসছে। ও, আমাদেরই ট্রেঞ্চ থেকে শব্দ আসছে। চাপা গলার আওয়াজ শুনে বোধ হয় কাট্ কথা কইছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা নতুন জীবন প্রবাহিত হয়ে যায়। যে ভীষণ নির্জ্জনতা, যে মৃত্যুভয় আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল, এই শব্দটুকু মুহূর্ত্তের মধ্যে তা দূর করে দেয়। এই শব্দ আমার কাছে প্রাণের চেয়ে, মাতৃস্নেহের চেয়ে, ভয়ের চেয়ে বড়—এ হচ্ছে আমার সঙ্গীদের সাড়া!

আমি আর অন্ধকারে একা নই—আমি ওদেরই মধ্যে আছি। ওরাও আমার সঙ্গে আছে, আমরা সকলেই একই ভয় একই জীবন

সমানে ভাগ করে নিয়েছি। ওদের শব্দ—ওদের কথা আমায় বাঁচিয়েছে, আমার পাশে পাশে ওরা থাকবে।

* *

সাবধানে আমি বার হয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলি। চারিদিকে লক্ষ্য রেখে চলি, যাতে এই পথে আবার ফিরে যেতে পারি। তারপর শত্রুপক্ষের সন্ধান পাবার চেষ্টা করি।

এখনও আমার ভয় যায় নি—কিন্তু এ অবোধের ভয় নয়, একটা প্রখর সতর্কতা! এলোমেলো বাতাস বইছে, গোলা-ফাটার আভায় মাঠের উপর ছায়াগুলো হেলছে দুলছে। সামনের দিকে প্রাণপণে চেয়ে দেখছি—কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে না। কাযেই সামনের দিকে অনেকটা গিয়ে একটা বড় রকম গণ্ডী টেনে ফিরতে থাকি। শত্রুপক্ষের সন্ধান কিছুই পেলুম না। যত আমাদের ট্রেঞ্চের কাছে আসতে থাকি ততই আমার সাহস বাড়তে থাকে—তাড়াতাড়ি চলতে থাকি—এখন পথ হারিয়ে গেলে বড় মুস্কিল হবে।

তারপর একটা নতুন ভয় আমাকে পেয়ে বসে। আমার যেন দিকভ্রম হয়ে যায়। একটা গর্ত্তের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আমি দিক্-নির্দ্দেশ করবার চেষ্টা করি। এমন বহুবার ঘটেছে যে কোন সৈনিক আনন্দে ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়বার পর আবিষ্কার করেছে যে সেটা শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চ।

কিছুক্ষণ পরে আমি শব্দ শুনতে পাই—কিন্তু খুব নিশ্চিত হতে পারি না। চারিদিকের রাশিরাশি গোলার গর্ত্তগুলো এমন গোলমেলে ঠেকতে থাকে যে কোন্ দিকে আমি যাবো ঠিক করতে পারি না। কে জানে হয়ত আমি আমাদের ট্রেঞ্চের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছি, এমনি করে কি চিরকাল চলতে থাকব? কাযেই আবার মোড় ফিরে চলি।

আঃ, এই হাউইগুলো জ্বালাতন করেছে। যেন ঘণ্টা খানেক ধরে এক একটা জ্বলতে থাকে—নিভতে আর চায় না! সে সময় একটু নড়াচড়া করলেই কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে একটা গুলি বেরিয়ে যাবে।

ভয়ে ভয়ে আমি পথ করে চলি। কাঁকড়ার মতো বুকে হেঁটে চলতে হয়, ক্ষুরধার গোলার কুঁচিতে প্রায়ই হাত কেটে যায়। থেকে থেকে মনে হয় দিক্‌প্রান্ত যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে। কিন্তু ভ্রম—ও কল্পনা মাত্র! আমি বেশ বুঝতে পারি ঠিক দিক্ নির্ণয় করে চলার উপর আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে!

দুম্ করে একটা গোলা ফাটে। প্রায় উপরি উপরি আরো দুটো। তারপর একেবারে রীতিমত সুরু হয়ে যায়। মেশিন-গান গর্জ্জে ওঠে। এখন এইখানে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার উপায় নেই। খুব সম্ভবতঃ একটা আক্রমণ আসছে। চারিদিক থেকে অবিরাম হাউই ছুটতে থাকে।

আমি একটা প্রকাণ্ড গাড়ার মধ্যে গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকি। আমার কোমর পর্য্যন্ত কাদা জলে ডোবানো। ভিজে মাটির মধ্যে যত গভীর ভাবে পারি আমার মুখ লুকোই, কেবল যাতে দম বন্ধ হয়ে না যায়। আমায় মরার ভান করে পড়ে থাকতে হবে।

হঠাৎ শুনতে পাই 'বারাজ' এর পাল্লা চড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি অবিলম্বে একগলা জলের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়ে কেবল নিশ্বাস নেবার জন্যে মুখটুকু বার করে টোপ দিয়ে মাথা ঢেকে বসে থাকি।

আমি স্থির হয়ে থাকি। কোথায় যেন একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ পাই; তারপর কি যেন একটা ছপ্ ছপ্ করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আমার হাত-পা বরফের মত হিম হয়ে আসে। আমার গর্ত্তটার উপর দিয়ে তড়্‌বড়্ শব্দ ক্রমে দূরে চলে যায়। আক্রমণের প্রথম ঢেউটা চলে গেল। আমার মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা—যদি এই গর্ত্তের

মধ্যে কেঁউ লাফিয়ে পড়ে তো কি করা যাবে? তাড়াতাড়ি আমি আমার ছোট্ট ছোরাখানা বার করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরি। যদি কেউ এখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ আমি তার গলায় ছুরি বসিয়ে দেব—যাতে চীৎকার করে ডাকতে পর্য্যন্ত না পারে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সে যখন এর মধ্যে এসে পড়বে, আমারই মতো তখন সেও ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে। দুজনে মুখোমুখি হবার আগেই আমি তাকে প্রথম বসিয়ে দেব।

এইবার আমাদের কামানের দল গোলাবর্ষণ করতে সুরু করলে। একটা গোলা আমার কাছাকাছি এসে পড়ে। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়—শেষে কিনা নিজেদের গোলাতে নিজেকে মরতে হবে? আমি গাল দিতে দিতে কাদার মধ্যে দাঁত কড়্‌মড়্‌ করতে থাকি।

গোলার শব্দে কান যেন কালা হয়ে যায়। এখন যদি আমাদের দল ফিরতি আক্রমণ করে তো আমি বেঁচে যাই।

মেশিন-গান্‌ ডেকে ওঠে। আমি জানি আমাদের কাঁটা তারের বেড়া বেশ দৃঢ় এবং অক্ষত আছে—জায়গায় জায়গায় প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত করা। রাইফ্‌ল ছোঁড়ার শব্দ বেড়ে ওঠে। শত্রুরা এগতে পারেনি, ওদের হটে যেতে হবে।

আবার আমি জলের মধ্যে ডুবে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকি। খটাখট্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ ক্রমে স্পষ্টতর হতে থাকে। একটা সকরুণ চীৎকার শোনা যায়। আক্রমণকারীরা হটে গেছে।

*　　　*

অল্প একটু আলো হয়ে এসেছে। আমার মাথার উপর দিয়ে চট্‌পট্‌ হটে আসার পায়ের শব্দ শুনতে থাকি। প্রথম কে একজন চলে গেল। তারপর আর একজন। মেশিন-গান্‌ শব্দ দিচ্ছেই। যেমনি আমি এক

পাশে ফিরতে যাবো একটা কি ভারি জিনিস হোঁচট্ খেয়ে হুড়মুড় করে গড়াতে গড়াতে গর্ত্তের মধ্যে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল।

আমি আর একটুও চিন্তা একটুও দ্বিধা করি না। সঙ্গে সঙ্গে খ্যাপার মতো যেখানে সেখানে দো-চোখো ছোরা বসাতে থাকি। যখন সামলে উঠি, আমার হাত রক্তে চিট্‌চিট্ করছে!

লোকটা গোঁ গোঁ করতে থাকে। আমার মনে হয় সে যেন চীৎকার করছে; এক একটা খাবি খায় আর মনে হয় যেন এক একটা চীৎকার—বজ্রধ্বনির মতো! আমি মাটি চাপা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিতে চাই, আবার ওকে ছুরি মারতে চাই, ওকে চুপ করাতেই হবে—ও আমাকে ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে! অবশেষে আমি নিজেকে সংযত করে নি, কিন্তু হঠাৎ এত দুর্ব্বল হয়ে পড়ি যে ওর দিকে আমার হাত আর কোনমতেই উঠতে চায় না।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে অপর কোণে গিয়ে ছোরা হাতে বসে রইলুম; আমার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ, সে একটু নড়লেই আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু তার আর কোনো ক্ষমতাই নেই, তার গলা ঘড়-ঘড় সুরু হয়ে গেছে।

আমি অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছি। আমার এখন একমাত্র বাসনা এখান থেকে কোনরকমে বেরিয়ে পড়া। যদি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে না পারি, বড় বেশী আলো হয়ে পড়বে। আমি মাথাটা একটু উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করি। এখন যাওয়া অসম্ভব। যে রকম ভাবে মেশিন গানের গুলি মাঠ ঝেঁটিয়ে চলেছে তাতে করে একটা লাফ দিয়ে ওঠবার আগেই আমি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবো।

একবার আমার ইস্পাতের টোপ্‌টা হাতে করে একটু তুলে দেখতে যাই কত নীচু দিয়ে গুলি যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলির ঘায়ে টোপটা আমার হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে যায়। মাটির সঙ্গে প্রায় সমান

হয়ে গুলি ছুটছে। আমি শত্রুদের লাইন থেকে খুব যে দূরে আছি তা নয়; যদি এখন বেরতে যাই তো ওদের যে-কোন দূরন্দাজ (sniper) অনায়াসে আমায় গুলি করে মারবে।

ক্রমে আরো আলো হয়। অতিষ্ঠ হয়ে আমি আমাদের তরফ থেকে আক্রমণের অপেক্ষা করি।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়। গহ্বরের মধ্যে যে অন্ধকার মূর্তিটা পড়ে আছে তার দিকে আর তাকাতে আমার সাহস হয় না। তার দিক থেকে কোনমতে চোখ ফিরিয়ে আমি বসে থাকি।

শোঁ শোঁ করে গুলি চলতে থাকে—সারা মাঠের উপর দিয়ে যেন একটা ইস্পাতের অফুরন্ত জাল বোনা হচ্ছে।

তারপর হঠাৎ আমার রক্তমাখা হাতটা চোখে পড়ে গা বমি বমি করে ওঠে। মাটি দিয়ে ঘসে ঘসে রক্তের দাগ মুছে ফেলি।

গুলিবর্ষণ কমে না—দুদিক থেকে সমানে চলেছে। আমাদের দলের লোকেরা হয়ত আমি মরে গেছি ভেবে বহুক্ষণ আমার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

* *

সকাল হয়েছে, পরিষ্কার সকাল। আহত লোকটার ঘড় ঘড় শব্দ চলতেই থাকে; আমি কান ঢেকে ফেলি, কিন্তু তখনই আবার খুলে ফেলতে হয়, তা না হলে অন্য শব্দও শুনতে পাইনে।

লোকটা আমার সামনে পড়ে রয়েছে, একটু একটু নড়ছে। ইচ্ছে না থাকলেও সে দিকে একবার তাকাই, তারপর চোখ আর নড়ে না। ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা একজন মানুষ, তার মাথা একপাশে হেলে পড়েছে, একটা হাত আধবাঁকা অবস্থায়, অন্য হাতটা তার বুকের উপর রক্তাক্ত!

আমি মনে মনে বলি—ও মরে গেছে, নিশ্চয় মরে গেছে, সব রকম অনুভূতি ওর লোপ পেয়েছে, ওর দেহটা কেবল ঘড় ঘড় করছে। তারপর

সে মাথাটা একটু ওঠাবার চেষ্টা করে, ঘড়-ঘড় শব্দটা স্পষ্টতর হয়, হাতের উপর মাথাটা গুঁজড়ে পড়ে। লোকটা এখনও মরে নি, মর-মর হয়েছে। আমি তার দিকে এগিয়ে যাই—পা যেন চলতে চায় না। সে তিন গজ মাত্র তফাতে পড়ে আছে, কিন্তু এই তিন গজ মনে হয় যেন কত দূর! শেষে আমি তার পাশে গিয়ে পড়ি।

সে চোখ মেলে চায়—আমার আসার শব্দ বোধ হয় শুনতে পেয়েছে। আমার দিকে বিষম একটা ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে দেখে। দেহটা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু চোখে এমন একটা অসাধারণ পলাতকার ভাব আঁকা হয়ে রয়েছে যে দেখে হঠাৎ মনে হয় ঐ দৃষ্টিটার এত শক্তি আছে যে দেহটাকে শুদ্ধ সে শত শত মাইল টেনে নিয়ে পালাতে পারে। লোকটার কোন সাড়া শব্দ নেই, সম্পূর্ণ নিশ্চল, গলার ঘড় ঘড় শব্দ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু চোখ যেন চীৎকার করছে! পালিয়ে যাবার একটা প্রচণ্ড চেষ্টা, মৃত্যুর এবং আমার ভয়, ওর সমস্ত প্রাণশক্তিটা যেন ঐ দুটো চোখের মধ্যে এসে জড় হয়েছে।

আমি বসে পড়ে কনুইএ ভর দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলি—"ভয় নেই, ভয় নেই!"

তার দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করে। যতক্ষণ সে ঐ রকম ভাবে তাকিয়ে থাকবে আমার পক্ষে নড়া অসম্ভব।

তারপর ধীরে ধীরে তার বুক থেকে হাতটা পড়ে যায়, তার চোখের দৃষ্টি সামান্য একটু কোমল হয়, আমি ঝুঁকে পড়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলি—"ভয় কি? ভয় কি?"

আমি যে তাকে সাহায্য করতে চাই এটা আমায় দেখাতে হবে—আমি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকি। তারপর তার সেই বদ্ধ দৃষ্টি কোমল্ হয়ে আসে, চোখের পাতা নীচু হয়, তার উদ্বেগ কেটে যায়। আমি তার গলাটি খুলে তার মাথাটা আরাম করে ঠেস্ দিয়ে দি।

সে মুখ খুলে কথা বলবার চেষ্টা করে। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে। আমার জলের বোতলটা আমি সঙ্গে আনিনি, গর্ত্তের মধ্যে যে জল আছে তা কাদা-গোলা। আমি নীচে নেমে গিয়ে আমার রুমাল বার করে উপরের ময়লাগুলো সরিয়ে দিয়ে হল্‌দে রংএর খানিকটা জল তুলে নিয়ে আসি।

সে সেটা পান করে। আমি আরো খানিকটা আনি। তারপর আমি তার জামা খুলে তার ক্ষত বাঁধবার চেষ্টা করি। এটা আমাকে করতেই হত, কারণ যদি শত্রুদের হাতে আমি ধরা পড়ি ওরা দেখবে যে আমি ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, সুতরাং আমাকে ওরা গুলি করে মারবে না। ও বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু ওর হাত অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। জামাটা রক্তে এঁটে গেছে, উঠতে চায়না; বোতামগুলো পিঠের দিকে, কাজেই কেটে ফেলা ছাড়া উপায় নেই।

আমি ছুরীটা বার করে যখন কাটতে যাই তার চোখ দুটো আবার বড় বড় হয়ে খুলে যায়, ছুরী দেখে বেচারা ভয় পায়। আমি তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে বার বার বলতে থাকে—"আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, কমরেড—কমরেড—কমরেড—" বার বার ব্যগ্রভাবে বলতে থাকি যাতে সে বুঝতে পারে।

আমার কাছে যা ব্যাণ্ডেজ ছিল তাই দিয়ে ছুরীর তিনটে চোট ঢেকে দি। তার তলা দিয়ে রক্ত ঝর্‌তে থাকে। আমি চেপে ধরতে সে গোঙিয়ে ওঠে।

এ ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না। এখন আমাদের কেবল অপেক্ষা করতে হবে।

*　　　　*

কি করেই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাচ্ছে! আবার সেই গলার ঘড় ঘড় শব্দ সুরু হয়—ওঃ একটা মানুষ মরতে কতখানি সময় নেয়। আমি

জানি ওকে বাঁচানো যাবে না ; যদি মাঠে ঘোরবার সময় আমার রিভল্-ভারটা হারিয়ে না ফেলতুম তো ওকে আমি গুলি করতুম। আবার ছুরী বসানো ?—সে আমি পারব না।

দুপুর বেলা খিদেয় আমার পেট জলে যায়। এক টুকরো খাবারের জন্যে আমি চোখের জল ফেলি। মুমূর্ষুর জন্যে বার বার আমি জল আনি, নিজেও কিছু পান করি।

এই আমি প্রথম নিজের হাতে এমন একটা মানুষ মারলুম যে আমার চোখের সামনে মরছে। কাট্, ক্রোপ, মুালের, ওদের ইতিপূর্ব্বেই এ অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে—হাতাহাতি যুদ্ধে অনেকেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

বেলা প্রায় তিনটের সময় সে মারা গেল।

আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। গোঙানির শব্দের চেয়ে নিস্তব্ধতাটা যেন আরো অসহ্য হয়ে উঠল।

আমি একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলুম—কি করব, কিছু কাজ আমায় করতেই হবে। যদিও সে আর কিছু অনুভব করছে না, তবু আমি তার মাথাটা বেশ করে গুছিয়ে আরাম করে শুইয়ে দিলুম ও তার চোখ বন্ধ করে দিলুম।

ওর স্ত্রী নিশ্চয়ই এখনও ওর কথা ভাবছে। কি যে ঘটেছে সে এখনও জানে না। একে দেখে মনে হচ্ছে প্রায়ই এর স্ত্রীকে চিঠি লেখা অভ্যাস ছিল। ডাক গাড়ীতে এখনও এর চিঠি তার কাছে পৌঁছতে থাকবে—হয়ত কোনটা কাল, কিম্বা এক হপ্তার মধ্যে, হয়ত একখানা পুরোনো চিঠি হঠাৎ মাসখানেক বাদে। ওর স্ত্রী যখন সেই চিঠি পড়বে, সেই চিঠির মধ্যে ও স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইবে!

নাঃ, আমার দশা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে—আমি আমার বুদ্ধিকে ঠিক রাখতে, চিন্তাকে সংযত করতে পারছি না!

যদি আমি আমাদের ট্রেঞ্চে ফিরে যাবার রাস্তাটা ভাল করে মাথার মধ্যে রাখতে পারতুম তাহলে এই লোকটা হয়ত আরো ত্রিশ বছর বাঁচতে পারত। যদি সে এই গর্ত্তটা থেকে আর দু গজ তফাৎ দিয়ে দৌড়ে যেত তো এতক্ষণে সে তাদের ট্রেঞ্চে ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে আর একটা নতুন চিঠি লিখতে পারত।

থাক—এ রকম করে ভাবলে আর চলবে না। সেপাইদের কপালটাই ঐ রকম! ধর কেমেরিখের পা-খানা—যেখানে গুলিটা পড়ল তার থেকে আর ছ' ইঞ্চি ডাইনেও তো থাকতে পারত! হাইএ ভেষ্টুস—সে যদি আর তিন ইঞ্চি সামনের দিকে পিঠ ঝুঁকিয়ে বসে থাকত!

* *

ক্রমে চারিদিক স্তব্ধ হয়ে আসছে। নিজে বক্‌বক্ করে চলা ছাড়া আর উপায় কি? আমি সেই লোকটার কাছে গিয়ে বলি—"কমরেড, আমি তোমায় মারতে চাইনি। যদি তুমি আবার এখানে ঝাঁপিয়ে পড় তো আমি ছুরি তুলব না। তুমি আমার কাছে ছিলে একটা কি তো কি—নিছক্ একটা কল্পিত—তাকেই আমি ছুরি মেরেছি! কিন্তু এখন আমি এই প্রথম দেখছি তুমিও আমারই মতো মানুষ। ছুরি মারবার আগে আমি ভেবেছিলুম তোমার বোমা, তোমার সঙীন, তোমার বন্দুকের কথা—এখন স্পষ্ট দেখছি তোমার মুখ, যেন তোমার স্ত্রীরও মুখ দেখছি, এবং দেখছি তুমি আমি দুজনে দুজনের বন্ধু! আমায় ক্ষমা কর, কমরেড—অনেক বিলম্বে আমাদের চোখ ফোটে। কেন ওরা আমাদের বলে না যে তোমরাও আমাদেরই মত হতভাগ্য, তোমাদের মা'রাও আমাদের মা'দের মত ভাবনায় ভাবনায় কাল কাটান; আমাদের মৃত্যুর ভয় দুজনেরই সমান, মৃত্যু-যন্ত্রণাও একই রকম। ক্ষমা কর, কমরেড; তুমি আমার শত্রু হবে কেমন করে? যদি আমরা এই

বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সৈনিকের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াই, তাহলে কাট্ আর আলবের্টের মতো তুমিও তো আমাদের এক জন!

আমার জীবন থেকে কুড়িটা বছর, কি তার চেয়ে বেশী নিয়ে নাও, কমরেড; নিয়ে তুমি উঠে দাঁড়াও।

চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল রাইফ্‌ল্‌এর দু একটা শব্দ আসছে। কিন্তু এখনও আলো রয়েছে, আমার ফেরবার উপায় নেই।

আমি তাকে ডেকে বলি—"আমি তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানাবো। আমার কাছ থেকেই সে খবরটা পাক। তোমায় যা বলেছি সব কথাই আমি তাকে বলব। তাকে আমি দুঃখ পেতে দেব না। তাকে, তোমার বাপ-মাকে, তোমার ছেলে-পিলেদের আমি খবরদারি করব—"

ওর জামাটা আধখানা খোলা। পকেট বইটা সহজেই পাওয়া গেল। কিন্তু সেটা খুলতে আমি ইতস্ততঃ করি। এতে তার নাম লেখা আছে। যতক্ষণ না আমি তার নাম জানছি, হয়ত ওকে ভুলে যেতে পারব। কালের স্রোতে এ ছবি মুছে যেতে পারে। কিন্তু তার নাম যদি জানি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা গজালের মতো গেঁথে যাবে, আর টেনে বার করা সম্ভব হবে না। চিরকালের মতো নামটা মনে থাকবে, জীবনের পথে চলতে চলতে থেকে থেকে মনে পড়ে যাবে।

হঠাৎ আমার হাত থেকে খসে খাতাটা খুলে পড়ে যায়। কয়েক-খানা চিঠি আর ছবি ছড়িয়ে পড়ে। আমি সেগুলোকে গুছিয়ে তুলে নি।

একটা আইভি-লতা ঢাকা দেয়ালের সামনে একটি স্ত্রীলোক আর একটি বালিকার ফটোগ্রাফ্। চিঠিগুলো বার করে আমি পড়বার চেষ্টা করি, কিন্তু বেশীর ভাগই বুঝতে পারি না—ফরাসী ভাষা আমার ভাল

জানা নেই। কিন্তু যে কটি শব্দ আমি তর্জ্জমা করতে পারি তারা যেন ছুরির আঁচড়ের মতো আমার বুকে বসে যেতে থাকে।

বেশ বুঝতে পারি, এদের কাছে যে চিঠি লিখব ভেবেছিলুম তা আর আমি পারব না—অসম্ভব! আর একবার ছবিগুলোর দিকে চেয়ে দেখি। ওরা বড়লোক নয়। যদি আমি ভবিষ্যতে কিছু রোজগার করি, ওদের কাছে বেনামী খরচ-খরচা পাঠিয়ে দেব। এই চিন্তাটা আমায় পেয়ে বসে।

ধীরে ধীরে বইটা খুলে পড়ি—Gerard Duval—Compositor।

তারই পেন্সিল দিয়ে আমি একটা খামের উপর তার ঠিকানাটা টুকে নিয়ে তারপর তাড়াতাড়ি সব জিনিস তার জামার মধ্যে রেখে দি।

ছাপাখানার Gerard Duvalকে আমি খুন করেছি—এলোমেলো ভাবে আমার মাথার মধ্যে এই ভাবনা আসে যে ছাপাখানায় আমায় কাজ নিতেই হবে।

*　　　　　*

বেলা পড়ে এলে আমি খানিকটা ঠাণ্ডা হই। আমার ভয় মিছে। নামটা আর আমার মাথার মধ্যে ঘোরে না। মৃত লোকটিকে আমি শান্ত স্বরে বলি, "আজ তুমি গেলে, কাল আমি যাবো, কিন্তু কমরেড, কোন রকম করে যদি নিষ্কৃতি পাই এই যুদ্ধের হাত থেকে, তবে আমাকে লড়তেই হবে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে যা আমাদের দুজনকেই মেরে রেখে গেল—এ-ভাবে নয় ও ভাবে। আমি শপথ করছি, কমরেড়, এ রকম কাণ্ড আর ঘটতে দিচ্ছি না।"

সূর্য্য মাঠের পারে নেমে পড়ে। আমি সারাদিনের উত্তেজনায়, খিদেয়, এত দুর্ব্বল, এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে মনে করি এই জায়গা থেকে আর কখনো বার হতে পারব না। ঢুলুনি আসে। প্রথম বুঝতেই

পারি না যে সন্ধ্যে হয়ে এল। প্রদোষ ঘনিয়ে আসে, রাত্রি আসতে আর এক ঘণ্টা আছে।

হঠাৎ আমার কাঁপুনি ধরে। আমি আর মরা লোকটা সম্বন্ধে কিছু ভাবিনা। হঠাৎ বাঁচবার ইচ্ছাটা আমার মধ্যে জেগে ওঠে—বাঁচবার ভাবনা আর সব ভাবনাকে তলিয়ে দেয়।

মনে হয়, যেমনি আমি গুঁড়ি মেরে উঠব, আমাদের নিজেদের সৈন্যরাই আমার উপর গুলি চালাবে—তারা তো জানে না যে আমি ফিরছি। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি চেঁচিয়ে উঠব—যাতে আমাকে চিনতে পারে। যতক্ষণ না তারা সাড়া দেয় আমি ট্রেঞ্চের বাইরে শুয়ে থাকব।

সন্ধ্যা-তারা উঠল। ফ্রণ্ট্ টা একেবারে চুপ্‌চাপ্ হয়ে গেছে। আমি নিজের মনে বলতে থাকি—"এবার আর বোকামি নয়, পাউল। ধীরে সুস্থে মন স্থির কর, তবেই তুমি বাঁচতে পারবে।"

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আমার মনের উদ্বেগ কেটে যায়। তারপর গাড়ার মধ্যে থেকে গুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মরা মানুষটার কথা আমি ভুলে গেছি। আমার সামনে রয়েছে আগতপ্রায় রাত্রি আর পরিষ্কার তক্‌তকে মাঠ। আমি একটা গোলার গাড়া দেখে রাখি, যেমন অন্ধকার হয়, আমি তার মধ্যে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ি। অন্ধকার হাৎড়ে আরো খানিক এগিয়ে যাই তারপর আর একটায় চলে যাই। এমনি করে একটার পর একটা গর্ত্ত পেরিয়ে চলি।

ট্রেঞ্চের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই তাদের গায়ে কি যেন একটা নড়ছে, তারপর স্থির হয়ে যায়। আবার সেটা দেখতে পাই। হ্যাঁ, ওরাই আমাদের ট্রেঞ্চের লোক। কিন্তু যতক্ষণ না জার্ম্মাণ টোপ দেখে চিনতে পারি ততক্ষণ আমার সন্দেহ যায় না। তারপর আমি চেঁচিয়ে ডাকি; সঙ্গে সঙ্গে আমার নাম ধরে কে জবাব দেয়—"পাউল—পাউল।"

আমি আবার সাড়া দি। কাট্ আর আলবের্ট একটা ষ্ট্রেচার নিয়ে আমায় খুঁজতে এলো।

—"তুমি কি আহত হয়েছ?"

—"না।"

আমরা ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়ি। আমি কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে গ্রাসে গ্রাসে খেয়ে ফেলি। ম্যুলের আমাকে একটা সিগারেট দেয়। অল্প কথায় কি ঘটেছিল আমি বুঝিয়ে বলি। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, এ রকম প্রায়ই ঘটে। একবার রাশিয়াতে কাট্ দুদিন শত্রু শ্রেণীর পিছনে পড়েছিল।

আমি সেই মৃত মুদ্রাকরের কথা উল্লেখ করি না। কিন্তু বেশীক্ষণ নিজের মনে চেপে রাখতে পারি না, কথাটা কাট্ আর আলবের্টের কাছে বেরিয়ে পড়ে। তারা দুজনেই আমাকে এই বলে শান্ত করতে চেষ্টা করে, "সে অবস্থায় তুমি আর কি করবে? মানুষ মারতেই তো তুমি এখানে এসেছ।"

তাদের কাছে পেয়ে, তাদের কথা শুনে, আমি স্বস্তি পাই। গাড্ডার মধ্যে আমি যা বকেছি সে সব অর্থহীন প্রলাপ!

কাট্ আঙুল দেখিয়ে বলে—"ঐ দিকে দেখ।" বুরুজের উপর কয়েকজন দূরন্দাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের রাইফ্ল্এর নলে একটা করে দূরবীণ আঁটা, শত্রুদের ফ্রন্টের উপর তারা লক্ষ্য রেখেছে। থেকে থেকে একটা করে গুলির শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। সার্জেণ্ট অউল্রিখের আজ বুক ফুলে গেছে—তিনটে গুলির একটাও তার ফাঁক যায় নি!

কাট্ বলে—"এটা দেখে কি মনে হয়?"

আমি ঘাড় নেড়ে বলি—"আমি হলে পারতুম না।"

কাট্ বলে—"এখানে বসে বসে মারতে তুমি দেখছ তো? নিজের হাতে মারা আর দেখা, ও একই কথা।"

সার্জেন্ট অউল্‌রিখের নল ঘুরে ফিরে শিকার খুঁজে বেড়াতে থাকে।

আলবের্ট বলে—"যা হয়েছে তা নিয়ে মিছিমিছি ভেবে ঘুম নষ্ট করবার দরকার নেই।"

আমি বলি—"তার সঙ্গে এক জায়গায় অতক্ষণ কাটিয়েছিলুম কিনা তাই বোধ হয় ঐ রকম হয়েছিল। যাই বল, যুদ্ধ সে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়।"

অউল্‌রিখের রাইফ‌্‌ল্ চাবুকের মত ছটাং করে একটা শব্দ করে ওঠে!

দশম পরিচ্ছেদ

কিছুদিন পরে একটা গ্রাম খালি করে দেবার জন্তে আমাদের পাঠানো হয়। রাস্তায় দেখি দলে দলে গ্রামবাসীরা সব পালিয়ে চলেছে। তারা কেউ ঠেলা গাড়ীতে, কেউ পিঠে করে তাদের জিনিসপত্র মোট ঘাট নিয়ে চলেছে। তাদের দেহ কুঁজো হয়ে পড়েছে, মুখের ভাব দুঃখে হতাশায় ব্যস্ততায় পূর্ণ। শিশুরা মায়ের হাত চেপে ধরেছে—তাদের কারো কারো হাতে ভাঙা-চোরা খেলনা পুতুল। কারুর মুখে একটা কথা নেই।

আমরা সার বেঁধে কুচ্ করে চলি। গ্রামের মধ্যে যতক্ষণ অধিবাসীরা থাকে ফরাসীরা তার উপর গোলাবর্ষণ করে না। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ গর্জ্জে উঠল, পৃথিবী কেঁপে উঠল। আমাদের দলের পিছনে একটা গোলা এসে পড়েছে। আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হয়, আমার সেই স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা যা আমায় বরাবর বিপদের সময় ঠিক পথে চালিত করেছে তা আমার মধ্যে আর নেই! হঠাৎ এই ভাবনাটা আমার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো এল—"বাস্, এইবার গেছ তুমি!" সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁ পায়ে চাবুকের মত কিসের একটা আঘাত এসে সপাৎ করে পড়ে! আলবের্টের চীৎকার শুনতে পাই—সে আমার পাশেই পড়ে আছে।

—"শীগ্‌গীর ওগো আলবের্ট, আমরা খোলা মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছি!"

সে উঠে দাঁড়িয়ে টল্‌তে টল্‌তে ছুটতে থাকে। আমি তার পাশে পাশে চলি। একটা গাছের বেড়া টপ্‌কে আমাদের যেতে হবে। বেড়াটা মানুষের চেয়েও উঁচু। ক্রোপ্ একটা ডাল ধরে, আমি তার পা ধরে উঁচু করে ঠেলে দি, সে ওপারে গিয়ে পড়ে! এক লাফে আমিও বেড়া টপ্‌কে একটা খানার মধ্যে গিয়ে পড়ি। পানাতে, কাদাতে, আমাদের মুখ ভরে যায়, কিন্তু এই খানার আড়ালটা ভাল। ময়লা জলে আমরা গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকি। যেই একটা করে গোলা সিটি দিয়ে ওঠে, আমরা সটান ডুব মারি। এমনি দশ বারো বার করবার পর আমি হাঁপিয়ে পড়ি।

আলবের্ট বলে—"চল বেরিয়ে যাই—ডুবে মরব শেষ কালে?"

আমি তাকে বলি—"তোমার কোথায় চোট লেগেছে?"

—"বোধ হয় হাঁটুতে।"

—"দৌড়তে পারবে?"

—"হয়ত পারব।"

—"তবে চল।"

রাস্তার ধারে নালাটার দিকে আমরা দৌড় দি। নীচু হয়ে হয়ে সেই নালার গায়ে গায়ে ছুটতে থাকি; কামানের গোলা আমাদের পিছু নেয়। এই পথটা আমাদের গোলাবারুদের ঘর অবধি গেছে। শত্রুদের গোলা যদি আমাদের তাড়া করে বারুদের ডিপো অবধি পৌছয় তো এ মাঠের মধ্যে একজনেরও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাযেই আমরা মৎলব বদলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি ভাবে ছুটতে থাকি।

আলবের্ট পিছিয়ে পড়তে থাকে। সে মাটিতে শুয়ে পড়ে বলে—"তুমি যাও, আমি পরে আসছি।"

আমি তার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলি—"ওঠ আলবের্ট। একবার যদি শুয়ে পড়, আর তুমি এগতে পারবে না। এসো চটপট্, আমি তোমার হাত ধরছি।"

অবশেষে আমরা একটা ছোট গোফায় এসে পৌছই। ক্রোপ্ শুয়ে পড়ে, আমি তার ক্ষত বেঁধে দি। তার হাঁটুর ঠিক উপরে গুলি লেগেছে। তারপর আমি নিজের দিকে চেয়ে দেখি—আমার পা-জামা রক্তে ভিজে গেছে, হাতও তাই! আলবের্ট তার ব্যাণ্ডেজ্ বার করে আমার ক্ষত বেঁধে দেয়। এর মধ্যেই সে আর পা নাড়াতে পারছে না; আমরা দুজনেই অবাক হয়ে ভাবছি, এতটা পথ আমরা এলুম কি করে? একমাত্র ভয়ই এটাকে সম্ভবপর করেছে। যদি আমাদের পা দু-টুকরো হয়ে উড়ে যেত, তাহলেও বোধহয় আমরা নুলো পায়েই দৌড়তুম।

এখনও আমার একটু হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতা রয়েছে। আমি একটা চলন্ত অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী ডাকলুম; তারা আমাদের তুলে নিলে। তার মধ্যে আহত লোকে ভরা। একজন সামরিক ডাক্তার ছিলেন, তিনি আমাদের বুকে একটা ধনুষ্টঙ্কারের ইঞ্জেক্শান দিয়ে দিলেন।

হাসপাতালে আমরা দুজনে পাশাপাশি শোবার ব্যবস্থা করে নিলুম। আমাদের জলো রকম খানিকটা সুরুয়া খেতে দিলে। আমরা চোঁ চোঁ করে লোভীর মত সেটা খেয়ে ফেলি।

আমি বলি—"এইবার বাড়ীর দিকে, আলবের্ট!"

সে বলে—"তাই আশা করা যাক, আমি কেবল জানতে চাই আমার আঘাতটা কি রকমের।"

যন্ত্রণা বেড়ে ওঠে। ব্যাণ্ডেজটাকে আগুনের মতো মনে হয়। গেলাসের পর গেলাস আমরা জল পান করে চলি।

ক্রোপ্ বলে—"হাঁটুর কতটা উপরে আমার লেগেছে?"

আসলে যদিও ইঞ্চিখানেক উপরে, কিন্তু আমি বলি—"অন্ততঃ চার ইঞ্চি।"

সে একটু থেমে বলে—"আমি মন স্থির করে ফেলেছি। যদি ওরা আমার পা কেটে বাদ দেয়, আমি এ প্রাণ রাখব না। চিরজীবনের মতো খোঁড়া হয়ে থাকা অসহ্য!"

নানা ভাবনা চিন্তার মধ্যে আমরা সেখানে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করি।

* *

সন্ধ্যের সময় আমাদের কাটাকুটি করার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমি ভয় পেয়ে ভাবতে থাকি—তাইত, এবার কি করা উচিত। সকলেই জানে, একটু সুবিধে পেলেই ডাক্তার সার্জ্জেনরা হাত পা কেটে বাদ দিয়ে দেয়। কারণ তাদের এত বেশী কাযের চাপ যে জোড়াতালির উপর জোড়াতালি দেওয়ার চেয়ে কেটে বাদ দেওয়া অনেক সহজ। আমার কেমেরিখের কথা মনে পড়ে। যাই ঘটুক, আমি কিছুতেই আমাকে ক্লোরোফর্ম করতে দেব না; যদি দু জন লোকের মাথাও ফাটিয়ে দিতে হয় তবুও না।

সার্জ্জেন আমার ক্ষতের চারপাশে আঙ্গুল চালাতে থাকেন, আমার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে।

—"অত ছেলে মানুষি কর কেন? ও সব বাছপনা চলবে না এখানে।" বলে তিনি বিষম খোঁচাখুঁচি লাগান। ডাক্তারী অস্ত্রটা উজ্জল আলোয় চম্‌কাতে থাকে একটা হিংস্র জন্তুর মত! দু' জন আর্দ্দালি আমার হাত ধরে আছে; কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তাদের একজনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি সার্জ্জেনের চশমা ভেঙে দেবার চেষ্টা করি। তিনি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যান।

"বদমাস্‌টাকে দাও তো ক্লোরোফর্ম করে।" বলে তিনি গর্জ্জে ওঠেন।

তখন আমি ঠাণ্ডা হয়ে বলি—"মাপ করুন, ডাক্তার মশাই, আমি আর নড়্চড়্ করব না, আমায় ক্লোরোফর্ম শোঁকাবেন না।"

—"বহুৎ আচ্ছা!" বলে তিনি আবার তাঁর অস্ত্রটা তুলে নেন। দেখছি, তিনি আমার ঘা-টাকে উস্কে দিচ্ছেন আর আমার দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছেন। মুখ বুজে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছি, হাতের মুঠো প্রাণপণে চেপে ধরছি; মরব তবু কোন মতেই একটু শব্দও আমি করব না।

তিনি ক্ষত থেকে এক টুকরো গোলার কুঁচি বার করে আমার দিকে ছুঁড়ে দেন। আমার আত্মসংযম দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছেন। তিনি বল্লেন—"কাল তুমি বাড়ী ফিরে যাবে। তারপর আমার ঘায়ে প্লাষ্টার-পটি লাগানো হয়। যখন আবার ক্রোপের কাছে ফিরে আসি, আমি বলি, খুব সম্ভবতঃ কাল একটা আহতদের জন্যে ট্রেণ এসে পৌঁছবে। যাতে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারি ডাক্তারখানার সার্জ্জেণ্ট-মেজরকে বলে তারই চেষ্টা করতে হবে।"

সার্জ্জেণ্ট-মেজরকে দুটো ভালো সিগার ঘুস দিয়ে আমি কথাটা ইঙ্গিতে জানাই। তিনি সিগারটা একবার শুঁকে বলেন—"আর আছে?"

আমি বলি—"হ্যাঁ, আরো কয়েকটা আছে।" ক্রোপকে দেখিয়ে বলি—"ঐ যে আমার কমরেড, ওর কাছেও কয়েকটা আছে। কাল সকালে রেলগাড়ীর জানলা গলিয়ে আপনাকে সেগুলো দিতে পারলে আমরা খুব খুশী হব।"

তিনি বুঝতে পেরে সেগুলোকে আর একবার শুঁকে বলেন—"বেশ তাই হবে!"

রাত্রে আমরা একটুও ঘুমতে পারি না। আমাদের ওয়ার্ডে সাত জন মারা গেল। তাদের মধ্যে একজন শ্বাস ওঠবার আগে ভাঙা চড়া গলায় ভজন গেয়ে ওঠে, আর একজন খাট থেকে জানলা

অবধি হামাগুড়ি দিয়ে যায়। সে সেই খানেই শুয়ে পড়ে, যেন শেষ বারের মতো জানলার বাইরের জগৎটা একবার দেখে নিতে চায়।

* *

আমরা ষ্ট্রেচারে প্ল্যাটফর্মের উপর শুয়ে রেলগাড়ীর জন্যে অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি পড়ছে, ষ্টেশনে একটা চালাও নেই। আমাদের পরিচ্ছদ গুলোও বড় পাৎলা। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে আমরা অপেক্ষা করছি।

সার্জেণ্ট-মেজর যেন মায়ের মত করে আমাদের দেখছেন। আমি আমাদের মৎলব তখনও ভুলিনি। এক আধবার তাঁকে চুরুটের প্যাকেটটা দেখাচ্ছি। একটা চুরুট তাঁকে আগাম দিলুম। তার বদলে তিনি আমাদের একটা বর্ষাতির টুকরো চাপা দিয়ে রেখে গেলেন।

সকালে যখন গাড়ী এসে পৌঁছয় ততক্ষণে ষ্ট্রেচারগুলো বৃষ্টিতে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। যাতে আমরা দুজনে এক গাড়ীতে উঠতে পারি সার্জেণ্ট-মেজর তার ব্যবস্থা করে দেন। একদল রেড ক্রশ নার্শ! ক্রোপ নীচে শোয়, আমি তার উপরের বিছানায়।

আমি চেঁচিয়ে উঠি—"কি সর্ব্বনাশ!"

সিষ্টার জিজ্ঞেস করেন—"কি হয়েছে?"

আমি বিছানাটার দিকে তাকাই। দুধের মতো সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা, ইস্ত্রির দাগ পর্য্যন্ত এখনও ওঠেনি। আর আমার গায়ের জামা প্রায় ছ' সপ্তাহ ধরে কাচাই হয়নি—ধুলো কাদায় ময়লায় কিট্ কিট্ করছে!

সিষ্টার জিজ্ঞেস করেন—"আপনি কি নিজে নিজে উঠতে পারছেন না?"

আমি ঘামতে ঘামতে বলি—"তা পারছি, কিন্তু ঐ বিছানার চাদরটা আগে তুলে নিন!"

—"কেন ?"

আমি ইতস্তত: করে বলি—"তাইত, বিছানার চাদরটা যে—"

—"ময়লা হবে ? তাতে কিছু এসে যাবে না। আমরা আবার কেচে নেব !"

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি—"না না, তা নয়, এত বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপযুক্ত আমি নই।"

—"আপনারা সেখানে খানার মধ্যে পড়ে থাকতে পারেন আর আমরা এখানে এক টুকরো কাপড় কেচে নিতে পারব না ?"

—"না, সে কথা বলছি না।"

—"কি বলছেন ?"

শেষটা নিতান্তই বলিয়ে ছাড়লে, বল্লুম—"গায়ের উকুনগুলোর কথা ভাবছিলুম।"

তিনি হেসে বল্লেন—"বেশ তো, আজকের মতো ওরাও একটু ভাল বিছানায় শুয়ে নিক্।"

তবে চুকেই গেল। আমি এক লাফে বিছানায় উঠে পড়ে গায়ে চাদর টেনে দি।

গা ঢাকা চাদরের উপর একটা হাত এসে হাৎড়াতে থাকে। সার্জ্জেণ্ট-মেজর। তিনি সিগার গুলো নিয়ে চলে যান।

এক ঘণ্টা পরে আমরা টের পাই যে আমাদের গাড়ী ছেড়েছে।

* *

জেগে জেগে রাত কাটাই। ক্রোপ্‌ও অস্থির হয়ে রয়েছে। লোহার উপর দিয়ে মসৃণ ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে ট্রেণ চলেছে। ট্রেণ চলেছে খুব আস্তে আস্তে। জায়গায় জায়গায় থামছে, ইতিমধ্যে যারা মারা পড়ছে তাদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আলবের্টের জ্বরভাব হয়েছে। আমারও যন্ত্রণা হচ্ছে, আরও

মুস্কিল হচ্ছে প্ল্যাষ্টারের তলায় এখনও উকুন রয়েছে। তারা কট্ কট্ করে কামড়াচ্ছে অথচ চুলকোবার উপায় নেই।

আমরা দিনের বেলা ঘুমোই। জানলার ভিতর দিয়ে গ্রামের দৃশ্য ছবির মতো একটার পর একটা ভেসে যায়। তৃতীয় দিন রাত্রে আমরা হের্বষ্টালে এসে পৌঁছই। আমি সিষ্টারদের কাছে শুনি আলবের্টকে তার জ্বরের জন্যে পরের ষ্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হবে। আমি শুধোই—"এ ট্রেন কতদূর অবধি যাবে?"

—"কোলেন অবধি।"

আমি বলি—"আলবের্ট, আমরা এক জায়গাতেই নামব, দেখ তার বন্দোবস্ত করছি।"

একজন সিষ্টার পাশ দিয়ে যাবার সময় নিশ্বাস বন্ধ করে মুখ চোখ ফুলিয়ে লাল করে ফেলি। তিনি থেমে বলেন—"তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?"

আমি গোঙিয়ে বলি—"হ্যাঁ হঠাৎ কেমন—"

তিনি আমার বগলের তলায় একটা থার্ম্মোমিটার দিয়ে চলে যান। এখন কি করা দরকার তা যদি না বুঝি তো এতকাল কাটের সাকরেদি করাই বৃথা।"

বগলের তলায় থার্ম্মোমিটারটা রেখে আঙ্গুল দিয়ে ক্রমাগত টোকা দিতে থাকি। তারপর একটা ঝাঁকুনি দি। ১০০·২ ডিগ্রি অবধি উঠিয়েছি। কিন্তু এ যথেষ্ট হল না। সাবধানে একটা দেশলাই জ্বালিয়ে ধরতেই একলাফে ১০১·৬ ডিগ্রি।

সিষ্টার এসে পৌঁছতেই একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে থাকি, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাতে থাকি, বিছানার উপর ছট্ফট্ করতে করতে বলি—"আর আমি সহ্য করতে পারছি না।"

এক টুকরো কাগজে তিনি আমার নম্বর টুকে নেন।

আলবের্ট আর আমি এক ষ্টেশনে নেমে পড়ি।

* *

একটা ক্যাথলিক হাসপাতালে আমরা দুজনে এক ঘরে থাকি। আমাদের মস্ত সৌভাগ্য যে একটা জায়গায় উঠ্‌তে পেরেছি। ক্যাথলিক রুগ্নাবাসগুলোর ভাল ব্যবহার এবং ভাল খাবারের জন্যে খ্যাতি আছে।

আজ আর আমাদের পরীক্ষা করা হয় না, তার কারণ ডাক্তারের সংখ্যা বড় কম। প্রায়ই রবারের চাকাওয়ালা ট্রলি বারান্দা দিয়ে আনাগোনা করছে।

রাত্রে বড় গোলমাল হয়—কেউ ঘুমতে পারে না। ভোরের দিকে একটু ঢুলুনি আসে। সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমি জেগে উঠি। দুয়োরটা খোলা রয়েছে, বারান্দা থেকে একটা শব্দ আসে। অপর সকলেও তাতে জেগে ওঠে। একজন রুগী, যে সেখানে দিন দুই ধরে রয়েছে সে বুঝিয়ে বলে—"ঐখানে বারান্দায় সিষ্টাররা রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। যাতে আপনারাও তার ভাগ পেতে পারেন তাই দরজাটা খুলে রাখা হয়।"

জিনিসটা যদিও ভালর জন্যে করা হয়েছে, তবু আমাদের মাথা ধরে যায়।

আমি বলি—"কি জ্বালা! ঠিক যেই ঘুমটি এসেছে আর অমনি!"

সে জবাব দেয়—"এখানে যারা অল্প স্বল্প চোটপাট পেয়েছে তাদেরই আনা হয় কি না, সেই জন্যে ওরা এই রকম করে।"

আলবের্ট গোঙিয়ে ওঠে। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠি—"ওখানকার গোলমাল থামাও!"

এক মিনিট পরে একজন সিষ্টার প্রবেশ করেন। একজন বলে—"দরজাটা বন্ধ করে দেবেন কি?"

তিনি বলেন—"আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তাই দরজা খুলে রাখা হয়েছে।"

—"কিন্তু আমরা যে ঘুমুতে চাই!"

তিনি হেসে বলেন—"ঘুমের চেয়ে ঈশ্বরের প্রার্থনা ভাল। তা ছাড়া সাতটা তো বেজে গেছে।"

আলবের্ট আবার গোঙিয়ে ওঠে। আমি খেঁকিয়ে বলে উঠি—"দরজা বন্ধ কর।"

তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন। আমাদের অভিযোগ তিনি বুঝতে পারেন না; বলেন—"আমরা যে আপনাদের জন্যেই প্রার্থনা করছি।"

—"তা হোক, দরজা বন্ধ কর!"

তিনি দরজা খোলা রেখেই চলে যান। প্রার্থনা চলতে থাকে।

আমি ক্রোধে অন্ধ হয়ে বলি—"আমি তিন অবধি গুনব, তার মধ্যে যদি বন্ধ না হয় তো যা-হয় কিছু ছুঁড়ে মারব।"

আর একজন বলে—"আমিও!"

আমি পাঁচ অবধি গুনি। তারপর একটা বোতল তুলে নিয়ে লক্ষ্য করে দরজার ফাঁক দিয়ে বারান্দায় ছুঁড়ে দি। হাজার টুকরোয় সেটা চূর্ণ হয়ে যায়। প্রার্থনা থেমে যায়। একদল সিস্টার এসে আমাদের ভৎর্সনা করতে থাকেন।

আমরা গর্জ্জে উঠি—"দরজা বন্ধ করে দাও!"

তাঁরা পিছিয়ে যান। যিনি প্রথমে এসেছিলেন তিনিই সব শেষে ঘর ছেড়ে যান।

—"অবিশ্বাসী, নাস্তিক!" বলে তিনি দরজা বন্ধ করে দেন!

* *

দুপুরবেলা হাসপাতাল পরিদর্শক এসে আমাদের তিরস্কার করতে

থাকেন। তিনি আমাদের গারদের ভয় দেখান। তাঁকে আমরা বকে যেতে দিই।

তিনি জিজ্ঞেস করেন—"কে বোতল ছুঁড়েছিল ?"

আমি স্বীকার করবো কি করবোনা এটা স্থির করবার আগেই কে একজন বলে—"আমি ছুঁড়েছিলুম।"

খোঁচাখোঁচা দাঁড়িওয়ালা একজন লোক উঠে বসে। সকলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে ; কেন ও স্বীকার করতে গেল !"

—"তুমি ?"

—"হ্যাঁ। অকারণে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে আমি বিরক্ত হয়েছিলুম, আমার মাথার ঠিক ছিল না।"

—"তোমার নাম কি ?"

—"ইওসেফ্ হামাখের্।"

পরিদর্শক চলে যান।

আমরা সবাই উৎসুক হয়ে বলি—"কেন তুমি বল্লে যে তুমি ছুঁড়েছ ? তুমি তো আসলে ছোঁড়োনি।"

সে বলে—"তাতে কিছু এসে যাবে না ; আমার একটা পাগলামীর ছাড়পত্র আছে।"

তখন আমরা বুঝতে পারি পাগলামীর ছাড়পত্র যার আছে সে নিজের ইচ্ছামত যা-খুসী করতে পারে।

সে বুঝিয়ে বলে—"আমার মাথার খুলি অল্প ফেটে গিয়েছিল, সেই থেকে ওরা আমাকে একটা ছাড়পত্র দিয়েছে, তাতে বলেছে যে সময়ে সময়ে আমি এমন ব্যবহার করতে পারি যার জন্যে আমাকে দায়ী করা যাবে না। সেই থেকে আমি খুব মজায় আছি। কেউ আমায় বিরক্ত করতে সাহস পায় না।"

আমরা আনন্দে আত্মহারা হই। ইওসেফ্ হামাখের যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো আমরা যা-খুসী করতে পারি।

*   *   .

আমাদের ঘরে আট জন লোক। পেটের্—তার মাথায় কালো কোঁকড়া চুল; তার ফুস্‌ফুস্ বেশী রকম জখম হয়েছে, তারই আঘাতটা সব চেয়ে খারাপ। তার পাশেই ফ্রাণ্ট্‌স্ ভেখ্‌টের—তার একটা হাতে গুলি লেগেছিল। প্রথমে চোটটা তত খারাপ বোধ হয়নি, কিন্তু তৃতীয় দিন রাত্রে সে আমাদের ডেকে ঘণ্টা টিপতে বল্লে, তার মনে হচ্ছে যেন শিরা ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে।

আমি জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দি। রাত্রের সিষ্টার আসেন না। রাত্রিবেলা আমরা তাঁর উপর বড় বেশী অত্যাচার করছি, কারণ আমাদের টাট্‌কা ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে, যন্ত্রণা বড় বেশী হচ্ছে। কেউ তার পা-টা এ রকম ভাবে রাখতে চায়, ও রকম ভাবে, আর একজন জল খেতে চায়, অপর একজন বালিসটা ঠিক করে দিতে বলে। শেষটা মোটাসোটা বুড়ি নার্স টি বিরক্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে চলে যান। এবারেও তিনি ভাবছেন, আগেরই মতো তাঁকে ডাকা হচ্ছে, তাই তিনি আসছেন না।

আমরা অপেক্ষা করি। ফ্রাণ্ট্‌স্ বলে—"আবার বাজাও।"

আমি বাজাই। তবু তিনি দেখা দেন না। আমাদের এ তল্লাটে মাত্র একজন রাত্রের সিষ্টার। হয়ত তিনি কোন কাজে অন্য ঘরে গেছেন। আমি জিজ্ঞেস করি—"ফ্রাণ্ট্‌স্, তুমি ঠিক বুঝছ তোমার রক্ত পড়ছে? তা নইলে আমাদের আবার গালাগালি খেতে হবে।"

"আমার ব্যাণ্ডেজ তো ভিজে গেছে। কেউ কি একটা আলো জ্বালতে পারে না?"

তারও উপায় নেই। আলোর চাবিটা দরজার কাছে, আমাদের

মধ্যে কেউই উঠে দাঁড়াতে পারে না। আমি বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘণ্টার বোতাম ঘন ঘন টিপতে থাকি। হয়ত সিষ্টার ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারাদিন ওঁদের এত খাটতে হয় যে ওঁরা আর পেরে উঠেন না। তার উপর সেই অফুরন্ত উপাসনা!

পাগলামীর ছাড়পত্র-ওয়ালা ইওসেফ্‌ হামাখের বলে—"একটা বোতল ছুঁড়ে ভাঙব?"

—"ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছে না যখন, ওটাই কি শুনতে পাবে?"

অবশেষে দরজাটা খুলে যায়। বৃদ্ধা মহিলাটি গজ্‌গজ করতে করতে ঢোকেন। ফ্রাণ্ট্‌সের অবস্থা দেখে তিনি বলেন—"আমায় খবর দেওয়া হয়নি কেন?"

—"সেই থেকে ঘণ্টা বাজাচ্ছি, আমরা কি হাঁটতে পারি কেউ!"

অতি বিশ্রী রকম তার রক্তস্রাব হতে থাকে; সিষ্টার ভাল করে পটি বেঁধে দেন। সকাল বেলা আমরা তার মুখের দিকে তাকাই—তার মুখ শীর্ণ হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে অথচ সন্ধ্যেবেলায় সেই মুখ বেশ সুস্থ ছিল।

* *

ফ্রাণ্ট্‌স্‌ ভেখ্‌টের আর শক্তি ফিরে পায় না। একদিন তাকে আমাদের ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়, আর সে ফিরে আসে না। ইওসেফ্‌ হামাখের সব বোঝে, সে বলে—"আমরা আর ওকে দেখতে পাব না। ওরা ওকে মুর্দ্দো-ঘরে নিয়ে গেছে।"

ক্রোপ জিজ্ঞেস করে—"মুর্দ্দো-ঘর? তার মানে?"

—"মুমূর্ষুদের ঘর!"

—"সে আবার কি?"

—"এই বাড়ীর এক কোণে একটা ছোট্ট ঘর আছে; যে পটল তোলবার যোগাড় করে তাকে ঐ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে ঘরে দুটি মাত্র বিছানা। সেই ঘরকে লোকে মুমূর্ষুদের ঘর বলে।"

—"কিন্তু কেন এমন করে ?"

—"হয়ত মরবার পর আর বেশী খাটতে হবে না তাই। ঐ ঘরের পাশেই শবাগার, সেটা একটা সুবিধে। তা ছাড়া অন্য রোগীরা যাতে চোখের সামনে মৃত্যু না দেখ্‌তে পায় এও বটে। আর ওরা ভাল করে পরিচর্য্যা করতে পারে।"

—"এ ঘরের কথা কি সবাই জানে ?"

—"যারা এখানে অনেকদিন ধরে আছে তারা জানে।"

* *

বিকেল বেলা ফ্রান্‌ট্‌স ভেখ্‌টের যে খাটে ছিল সেই খাটে নতুন রোগী আনা হয়। দু'দিন পরে সেই নতুন লোকটিকেও নিয়ে চলে গেল।

তারপর পেটের্‌এর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। একদিন তার বিছানার পাশে এসে ট্রলি দাঁড়াল। সে শুধোয়—"কোথায় ?"

—"ব্যাণ্ডেজের ঘরে।"

তাকে তুলে নেওয়া হল। কিন্তু সিষ্টার একটা ভুল করলেন—যাতে দু'বার আসতে না হয়, হুক্ থেকে তার জামাটাও তুলে ট্রলির উপর রাখলেন। পেটের্ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে ট্রলি থেকে গড়িয়ে নেমে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল ; বল্লে—"আমি এইখানেই থাকব।"

তারা তাকে ঠেসে ধরলে। সে ক্ষীণ গলায় চীৎকার করতে লাগল—"আমি মুর্দ্দা-ঘরে যাবো না !"

সিষ্টার বল্লেন—"আমরা ব্যাণ্ডেজের ঘরে যাচ্ছি।"

—"তবে আমার জামাটা শুদ্ধ নিলে কেন ?" সে আর কিছু বলতে পারে না ; ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলে—"এইখানে থাকব।"

তারা কিছু না বলে ওকে ঠেলে নিয়ে চলে যায়। দরজার কাছে গিয়ে সে ওঠবার চেষ্টা করে। তার কালো কোঁকড়ানো চুল দুলে ওঠে,

তার চোখ জলে ভরা! হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—"আমি ফিরে আসব! আমি আবার ফিরে আসব!"

দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছি, কিন্তু কেউ কিছু বলিনা। শেষে ইওসেফ্ বলে—"ফিরে আসব অনেকেই বলেছে; যে একবার ওখানে যায় আর সে ফিরে আসতে পারে না।"

* *

আমার ঘা অস্ত্র করা হয়, তার ফলে দু'দিন ধরে আমি বমি করতে থাকি। সার্জ্জেনের সেক্রেটারী বলেন যে আমার হাড কোন মতেই মুখে মুখে জোড়া লাগতে চাইছে না। আর একজনেরও এই রকম বেডৌল হয়ে গেছে, ঘা মেরে তার হাড় আবার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বীভৎস ব্যাপার।

আলবের্টের অবস্থা বড় ভাল নয়। তার পা-খানা কেটে বাদ দিয়েছে। এখন সে কথা প্রায় কয়ই না। একবার বল্লে, তার রিভলভারটা পেলেই নিজেকে গুলি করবে।

একদল নতুন লোক এসে পৌছয়। আমাদের ঘরে দুজন অন্ধ আসে; তাদের মধ্যে একটি ছোকরা বেশ ভাল গাইতে পারে। খাওয়াবার সময় সিষ্টাররা কখনও সঙ্গে ছুরি আনতেন না, কারণ সে একবার একটা ছুরি ছোঁ মেরে নেবার চেষ্টা করেছিল। এই সতর্কতা সত্ত্বেও এক ঘটনা ঘটে যায়। সন্ধ্যেবেলা যখন তাকে খাওয়ানো হচ্ছে, হঠাৎ কিসের ডাকে সিষ্টার প্লেট্ আর কাঁটা টেবিলের উপর রেখে চলে যান। সে এই সুযোগে হাৎড়ে কাঁটাটা তুলে নিয়ে সজোরে কল্জের উপর বসিয়ে দেয়। তারপর একটা জুতো তুলে নিয়ে প্রাণপণে কাঁটার উপর ঠুকতে থাকে। আমরা সাহায্যের জন্যে চীৎকার করে উঠতে তিন জন লোক এসে কাঁটাটা কেড়ে নেয়।

ভোঁতা কাঁটাটা বেশ গভীর ভাবে ঢুকে গিয়েছিল। সে আমাদের সারারাত এমন গালাগালি দিতে থাকে যে আমরা ঘুমতে পাই না। সকাল বেলা তার চোয়াল আটকে যায়।

আবার খাট খালি হতে থাকে। দিনের পর দিন যন্ত্রণায়, ভয়ে, গোঙানীতে, আর মৃত্যুর ঘড়ঘড়ানিতে কেটে যায়। মুর্দা-ঘরে আর কুলোয় না। রাত্রে আমাদের ঘরের মধ্যেই লোক মরতে থাকে। এত মরতে থাকে যে সিষ্টাররা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠেন না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের দরজা খুলে গিয়ে একটা চ্যাপ্টা ট্রলি ঘরের মধ্যে ঢুকতে থাকে। ষ্ট্রেচারের উপর পাংশুবর্ণ রোগা বিজয়ী পেটের্ খাড়া হয়ে বসে। সিষ্টার আনন্দিত মুখে তাকে তার আগেকার বিছানায় তুলে রেখে চলে যান। সে মুর্দা-ঘর থেকে ফিরে এসেছে। আমরা বহুদিন থেকে ভাবছি সে মরে গেছে।

সে চারিদিকে চেয়ে বলে—"এখন ? এবার কি বলতে চাও ?"

ইওসেফকেও স্বীকার করতে হল, এরকমটি আর সে কখন দেখেনি!

ক্রমে ক্রমে আমাদের দু'একজন সাহস করে উঠে দাঁড়াই। এদিক্ ওদিক্ ঘোরবার জন্যে আমাকে একজোড়া crutches দেওয়া হয়। কিন্তু আমি সেগুলাকে বেশী ব্যবহার করি না। ঘরের মধ্যে যখন আসি, চলে বেড়াই, তখন আলবের্টের দৃষ্টি আমার অসহ্য লাগে। এমন অদ্ভুত চোখে চায়! ওর সামনে আমার হাঁটতে বাধো বাধো ঠেকে, কাযেই আমি বারান্দায় বেরিয়ে যাই—সেখানে স্বাধীন ভাবে চলতে পারি।

পেটে, শির-দাঁড়ায়, মাথায় যাদের চোট্ লেগেছে, আর যাদের দু হাত কি দু পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তারা আমাদের নীচের

তলায় থাকে। আমাদের ডান দিকের ওয়ার্ডে যারা চোয়ালে ঘা খেয়েছে, বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে, নাক কান বা গলায় আহত হয়েছে, তারা আছে। বাঁ দিকে যারা কানা, যাদের ফুসফুসে, পাছার গাঁটে বা তলপেটে ক্ষত হয়েছে তারা আছে। এইখানে এসে বোঝা যায় মানুষের দেহের কত জায়গাই না আঘাত লাগতে পারে।

এটা তো মাত্র একটা হাসপাতাল। এই রকম শত সহস্র হাসপাতাল জার্ম্মানীতে আছে, শত সহস্র ফ্রান্সে আছে, শত সহস্র রাশিয়ায় আছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সভ্যতার জন্যে এত চিন্তা করলে, এত কাষ করলে, এত লেখা লিখলে ; এই হাজার হাজার যন্ত্রণাগারের রক্তস্রোত বন্ধ করতে পারলেনা—সমস্তই মিছে হল। একটা হাসপাতাল দেখলেই বোঝা যায় যুদ্ধ জিনিষটা কি !

* *

কয়েক সপ্তাহ পরে আমাকে প্রত্যহ সকালে পা টেপাতে যেতে হয়। সেখানে ক্রমে ক্রমে আমি স্বাভাবিক ভাবে পা নাড়তে শিখি। আমার হাত বহু পূর্ব্বেই সেরে গেছে।

নতুন নতুন আহতের দল এসে পৌঁছয়। এখন আর কাপড়ের তৈরী ব্যাণ্ডেজ আসছে না, সাদা ক্রেপ্ কাগজের ব্যাণ্ডেজ। ফ্রণ্টে আর কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ নেই বল্লেই হয়।

আলবের্টের কাটা পা বেশ শুকিয়ে আসছে। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে নকল পা তৈরী করবার জন্যে যাবে। সে আর বেশী কথা কয় না, আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। কথা কইতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে যদি আমাদের সঙ্গে এখানে না থাকত, এতদিনে আত্মহত্যা করে ফেলত। এখন সে ভাবটা সামলে গেছে ; আমরা যখন স্ক্যাট্ খেলি সে অনেক সময় বসে বসে দেখে।

আমি যতদিন না বেশ সেরে উঠি ততদিনের জন্তে ছুটি পেয়ে যাই।

মা আর আমায় ছেড়ে দিতে চান্ না। তিনি ভারি কাহিল হয়ে পড়েছেন। গেলবারের ছুটির চেয়ে এবারের ছুটি আরো অনেক খারাপ লাগল। তারপর সহর ছেড়ে আবার আমাকে লাইনে যেতে হয়।

আমার বন্ধু আলবের্টের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বড় কঠিন হল। কিন্তু সমর বিভাগে থাকতে থাকতে এ সব জিনিস অভ্যাস হয়ে যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমি যখন এসেছিলুম, তখন শীতকাল। তখন গোলা ফাটলে যে খট্‌খটে মাটির চাংড়া ছিট্‌কে উঠত তা এত শক্ত ছিল যে গোলার টুকরোরই মত ছিল বিপদজনক। এখন গাছপালা আবার সবুজ হয়ে এসেছে।

এক দল লোক আছে যারা নিজের মনেই থাকে—ডেটেরিং তাদেরই দলের একজন। তার দুর্ভাগ্য সে একটা বাগানে একদিন একটা চেরী গাছ দেখতে পায়। আমরা তখন ফ্রন্ট্ থেকে আমাদের নতুন আখড়ায় ফিরছি, রাস্তায় একটা মোড়ে ধব্‌ধবে সাদা ফুলে ছাওয়া পাতাশূন্য একটা চেরী গাছ ভোরের আলোয় ঝল্‌মল্ করছিল।

সন্ধ্যের সময় ডেটেরিংকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। শেষে সে চেরী ফুলের দুটো ডাল হাতে দেখা দিলে। আমরা তার সঙ্গে কিছু ঠাট্টা করলুম, বল্লুম—"বিয়ে করতে যাচ্ছ নাকি?" সে কোন জবাব দিলে না, সেগুলো নিয়ে তার বিছানায় রাখলে। রাত্রে আমি একটা শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় যেন কে জিনিষ-পত্র বাঁধছে। নিশ্চয় কিছু গোল হয়েছে এই ভেবে তার কাছে গেলুম। ডেটেরিং ভাব দেখালে যেন কিছুই হয় নি। আমি তাকে বল্লুম—"বোকার মত কিছু একটা করে বোসো না, ডেটেরিং।"

—"আঃ না না, দেখছ না আমার ঘুম হচ্ছে না তাই!"

আমি বল্লুম—"তুমি চেরীর ডালগুলো কি জন্যে এনেছ?"

সে বল্লে—"আরও কয়েকটা চেরীর ডাল নিয়ে আসব ভাবছি।" তারপর একটু হেসে বল্লে—"বাড়ীতে আমার প্রকাণ্ড চেরী গাছের বাগান আছে। যখন তাতে ফুল ধরে, খড়ের মাচান থেকে সে যা চমৎকার দেখতে! এখন সেই সময় হয়েছে।"

আমি বল্লুম—"তুমি হয়ত শীগ্‌গিরই ছুটি পাবে। তুমি আবার চাষা হয়ে বাড়ী ফিরেও যেতে পারো।"

সে ঘাড় নাড়লে, কিন্তু তার মন বহু দুর চলে গেছে। এই সব চাষারা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন তাদের মুখের ভাব কেমন যেন খানিকটা আত্মহারা, খানিকটা বিহ্বল, খানিকটা বেকুব গোছের হয়ে যায়। তার চিন্তাস্রোত থেকে তাকে টেনে আনবার জন্যে আমি এক টুক্‌রো রুটি চাইলুম। সে কোন কথা না বলে আমায় দিলে। কেমন সন্দেহ হয়। সাধারণতঃ ও একটু হাত কষা। কাযেই আমি জেগে রইলুম। কিছুই ঘটল না, সকালে সে যেমনকার তেমনই হয়ে গেল।

সম্ভবতঃ সে দেখে থাকবে আমি তার উপর চোখ রেখেছি। কিন্তু পরের দিন রোল-কলের সময় তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। এক সপ্তাহ পরে আমরা খবর পেলুম সে সামরিক পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে—সে নাকি জার্ম্মানীর দিকে যাচ্ছিল। এর পর আর আমরা ডেটেরিংএর কোন খবর পাইনি।

*   *

ম্যুলের মারা গেছে। একদিন সোজাসুজি ভাবে তার পেটের মধ্যে গুলি চলে যায়। সে আধঘণ্টা বেশ সজ্ঞানে এবং ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে বেঁচে ছিল।

মারা যাবার আগে সে আমার হাতে তার পকেট বইটা দিলে; কেমেরিখের কাছ থেকে যে বুট জুতো জোড়া সে পেয়েছিল সে দুটোও আমায় দান করে গেল। আমার পায়ে সেটা বেশ ফিট্ করেছে। ইয়াডেনকে আমি কথা দিয়েছি, আমার পরে সে পাবে।

আমরা ম্যুলেরকে মাটি চাপা দিলুম, কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে নিরুপদ্রবে থাকতে হবে না; কারণ আমাদের লাইন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। ওদের দিকে অনেক ইংরেজ এবং আমেরিকান সৈন্যদল এসে পড়েছে। ওদের corned beef এবং সাদা পাঁউরুটি যথেষ্ট। অনেক নতুন কামান, অনেক উড়োজাহাজ এসেছে।

আর আমরা না খেয়ে খেয়ে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে পড়েছি। আমাদের খাদ্যদ্রব্য এত খারাপ এবং এত ভেজাল মেশানো যে খেয়েও আমরা সুস্থ থাকি না।

আমাদের কামানের গোলা খুব বেশী নেই, কামানের চোঙা গোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষয়ে গেছে, কোথায় গোলা পড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই —কখনো কখনো হয়ত আমাদেরই মধ্যে এসে পড়ে। আমাদের ঘোড়া বেশী নেই, আমাদের সৈন্যরা বালক মাত্র, তারা বন্দুক পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারে না—কেবল পারে দলে দলে মরতে।

কাট্ বলে—"দেখতে দেখতে জার্ম্মাণী উজোড় হয়ে যাবে।"

কোনদিন যে এ কাণ্ডের শেষ হবে এ আশাও আমরা ছেড়ে দিয়েছি। মনে হয় চিরদিনই এমনি চলতে থাকবে। হয় গুলি খেয়ে মর, নয় হাসপাতালে যাও; সেখান থেকে হাত কি পা কেটে বাদ দিয়ে বাড়ী ফিরতে পার ভালই, নইলে আবার সেই ফ্রন্ট্ লাইনের পথে—এ ছাড়া আর কিছুই নেই।

ট্যাঙ্ক আগে একটা পরিহাসের জিনিস ছিল, এখন সেটা একটা

যুদ্ধের অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা লম্বা সারি বেঁধে আসতে থাকে তখন আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যায়!

শত্রুদের যে পদাতিকরা আমাদের আক্রমণ করে তারা আমাদেরই মতো মানুষ। কিন্তু এই ট্যাঙ্ক—এরা যন্ত্র! এরা যেখানে যায়, ধ্বংস ছড়িয়ে দিয়ে যায়! গর্ত্ত, গাড়া, উঁচু, নীচু কিছুই তাদের বাধে না; দুর্ভেদ্য ইস্পাতের বর্ম্ম পরা দৈত্যের মত তারা মরা, আধমরা, আহত দেহ-গুলোকে পিষে ফেলে চলতে থাকে। এদের প্রকাণ্ড গঠনের কাছে আমাদের বন্দুকগুলো যেন দেশলাইএর কাঠি—কিছুই করতে পারে না।

গোলা, বারুদ, বিষাক্ত গ্যাস, ট্যাঙ্কের বহর—ভাঙ্‌-চোর, উপবাস, মৃত্যু—

আমাশা, জ্বর-বিকার, সর্দ্দি-কাশি, খুনো-খুনি, দাহ, জীবনের অবসান—

ট্রেঞ্চ, হাসপাতাল, কবর, স্তূপ—এ ছাড়া আর কি থাকতে পারে তা আমরা ধারণা করতে পারি না।

* *

একটা আক্রমণে আমাদের কোম্পানীর সেনাপতি বের্টিঙ্ক ধরাশায়ী হলেন। যে সব ফ্রণ্ট্‌ লাইনের অফিসাররা ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যে সবার আগে এগিয়ে যেতেন তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। আমাদের সঙ্গে তিনি দু বছর ছিলেন—একটি আঁচড়ও তাঁর গায়ে লাগেনি, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত এই রকম একটা কিছু আমরা আশা করেছিলুম।

বের্টিঙ্কের বুকে যখন আঘাত লাগল তার একটু পরে একটা গুলির টুক্‌রোয় তাঁর থুৎনী থেঁতো হয়ে যায়, সেই টুকরোটাই লেএআরের পাছা চিরে বেরিয়ে যায়। লেএআর কোঁকাতে কোঁকাতে হাতে ভর

দিয়ে দাঁড়ায়। হু হু করে রক্ত বার হতে থাকে, কেউ তাহাকে সাহায্য করতে পারে না।

রবারের থলির মতো মিনিট ছয়েকের মধ্যে সমস্ত রক্ত ঝরে গিয়ে সে যেন চুপ্‌সে সাবাড় হয়ে যায়!

সে যে স্কুলে এত ভাল অঙ্ক করতে পারত, তা এখন আর কি কাযেই বা আসবে!

* *

মাসের পর মাস কেটে যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। নর-শোণিতপাতের এমন ভীষণ সময় আর কখনও আসেনি। এখানে যারা আছে, সবাই জানে যে যুদ্ধে আমরা হারছি। এ সম্বন্ধে বেশী কথা কেউ বলে না। আমরা কেবলই হটে যাচ্ছি; এই বিরাট আক্রমণের পর আমরা আর ফিরুতি আক্রমণ করতে পারব না—আমাদের আর লোক নেই, হাতিয়ারও নেই।

তবুও যুদ্ধ চলতে থাকে—লোক মরতেই থাকে।

১৯১৮র গ্রীষ্ম—জীবন তার শূন্যপ্রায় ভাণ্ডটা নিয়ে এতটা বাঞ্ছনীয় আমাদের কাছে কোন দিনও আর ঠেকেনি। আমাদের কুটির ঘেরা মাঠে পোস্ত গাছগুলো রাঙা ফুল ফুটিয়েছে; ঘাসের শীষে চিকন্ গোল গোল ঘাসের পোকাগুলো বসে আছে; অস্পষ্ট গৃহ কোণের উষ্ণতা, অন্ধকারের রহস্যে মোড়া গাছ-পালা, আকাশের তারা, ছলছল্ জলস্রোত, স্বপ্ন আর এক টানা ঘুম!—ওগো জীবন, জীবন, জীবন।

১৯১৮র গ্রীষ্মকাল—ফ্রণ্টে ফিরে যাবার দুঃখ এমন মুখ বুজে আর কোন দিন সহ্য করিনি। শান্তি এবং সন্ধির গুজব আকাশ বাতাসকে চঞ্চল করে তুলেছে। আমাদের অন্তঃকরণ তাই আজ আবার সেই ফ্রণ্টে ফিরে যেতে বেদনা পাচ্ছে।

১৯১৮র গ্রীষ্মকাল—গোলাগুলি মুখে এসে জীবন এত তিক্ত, এত আশঙ্কায় পরিপূর্ণ আর কখনো ঠেকেনি। গোলাবর্ষণের সময় মাটির মধ্যে বিবর্ণ মুখ লুকিয়ে এমন করে একটা চিন্তাকে আর কখনো আঁকড়ে ধরিনি—না। না। না গো। এই শেষ মুহূর্ত্তে আর সয় না।

১৯১৮র গ্রীষ্ম ঋতু—আশার বাতাস অধীরতার হতাশার মর্ম্মবেদনা, মৃত্যুর প্রকাণ্ড ভয় গোলা-গুলিতে চষে ফেলা মাঠের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কেবল এই অর্থহীন প্রশ্ন—কেন? কেন এর শেষ হচ্ছে না? যুদ্ধ সমাপ্তির এই জনরব দিকে দিকে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে?

*   *

আজকাল এ দিকটায় এত বেশী উড়ো-জাহাজ এসে পড়েছে যে তারা খরগোস্ তাড়ানোর মত এক এক জন মানুষকে তাড়া করতে আরম্ভ করেছে। যদি একখানা জর্ম্মান উড়ো-জাহাজ ওড়ে তো তার জায়গায় পাঁচখানা ইংলিশ এবং আমেরিকান উড়ো-জাহাজ এগিয়ে আসে। একজন ক্ষুধার্ত্ত হতভাগ্য জার্ম্মান সৈন্যের জন্যে পাঁচ জন সুপুষ্ট তাজা শত্রু আছে। জার্ম্মানদের যেখানে একখানা পাঁউরুটি, ওদের সেখানে পঞ্চাশ টিন corned beef। আমরা যে ঠিক হেরে যাচ্ছি তা নয়, কারণ সৈনিক হিসাবে ওদের চেয়ে আমরা অনেক ভাল, অনেক অভিজ্ঞ; কিন্তু অস্ত্রে শস্ত্রে, সংখ্যাধিক্যে ওরা আমাদের দাবিয়ে দিচ্ছে।

খাবার আনতে গিয়ে কাট্ গুলির ঘায়ে পড়ে গেল। ছিলুম মাত্র আমরা দুই সঙ্গী—আমি তার ক্ষত বেঁধে দিতে লাগলুম। তার পায়ের সামনে হাড়টা খেতো হয়ে গেছে। কাট্ যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বলতে লাগল—"যুদ্ধ অবসানের মুখে পোড়া কপালে এই হল!"

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি—"কে জানে এখনও কত দিন এই ধুন্ধুমার চলবে। এখনকার মত তুমি তো বেঁচে গেলে—"

পা-টা থেকে হু হু রক্ত ছুটতে থাকে। কাটকে একলা ফেলে রেখে এখন স্ট্রেচার খুঁজতে যাওয়া চলবে না, তা ছাড়া কাছাকাছি বাহকদের ঘাঁটি কোথায় আছে, তা-ও আমি জানি না। কাট হালকি মানুষ, কাযেই আমি তাকে পিঠে তুলে হাসপাতালের দিকে চল্লুম।

রাস্তায় দুবার আমরা জিরই। কাটের ভীষণ যন্ত্রণা হতে থাকে। আমরা বেশী কথা কই না। আমি আমার জামার বোতাম খুলে দিয়েছি। ঘামছি আর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। বহনের পরিশ্রমে আমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে, তা হলেও আমরা চলেছি, কারণ জায়গাটা বড় বিপদজনক।

প্রায়ই দু একটা গোলার তীক্ষ্ণ শব্দ পাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি চলেছি, কারণ কাটের দেহ থেকে মাটিতে রক্ত ঝরে পড়ছে। গোলা-ফাটার সময় আমরা যে ভাল করে আড়াল নিতে পারছি তাও নয়।

একটা ছোট গাড়ায় আমরা বিশ্রাম করতে নামি। আমার বোতল থেকে একটু চা বার করে কাটের গলায় ঢেলে দি। নিজে একটা সিগারেট টানতে টানতে বলি—"কাট, এইবার দুজনে বুঝি ছাড়াছাড়ি হই।"

সে চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকায়।

আমি বলতে থাকি—"সেই হাঁস-চুরির কথা মনে পড়ে কাট? আর আমি যখন নতুন রংরুট, তখন বারাক-এর মধ্যে থেকে তুমি কেমন করে আমায় বার করে এনেছিলে মনে আছে? সে তো প্রায় তিন বছর হয়ে গেল না?"

সে ঘাড় নাড়ে।

আমার মনের মধ্যে নির্বান্ধবের বেদনা জাগতে থাকে। যখন কাটকে নিয়ে যাবে আমার আর একজন বন্ধুও বাকি থাকবে না।

নিজেকে আমার অতিদুঃখী বলে মনে হয়। এই কাট্—আমার বন্ধু কাট্—আর কোনো মানুষকে এর মত করে আমি জানি না! আমার তিন বছরের সুখ-দুঃখের অংশীদার এই কাট্—এর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না—এ যে অসম্ভব।

আমি বলি—"কাট্, তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা আমায় দাও; আর এই নাও আমার ঠিকানা।"

এই বলে আমি তার ঠিকানা আমার নোট-বইএ টুকে নি। যদিও সে এখনও এখানে বসে আছে তবু নিজেকে কি রকম একলা একলা বোধ হচ্ছে। আমি কি নিজেই নিজের পায়ে একটা গুলি বসিয়ে দিতে পারি না? যাতে দু'জনে এক সঙ্গে যেতে পারি!

হঠাৎ কাট্ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করে ওঠে, তার মুখ সবুজ হয়ে আসে। সে বলে—"চল এগিয়ে যাই।"

আমি এক লাফে উঠে দাঁড়াই। তাকে কাঁধে তুলে যাতে তার পায়ে বেশী ঝাঁকুনি না লাগে এমনি ভাবে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলি।

আমার গলা শুকিয়ে আসতে থাকে, আমার চোখের সামনে সবকিছু যেন নাচতে থাকে। তবু আমি টল্তে টল্তে এক রোখে চলতে থাকি। অবশেষে হাসপাতালে এসে পৌঁছুই।

সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে কাট্কে নামিয়ে রাখি। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। কয়েক মিনিট পরে আমি উঠে দাঁড়াই। আমার হাত-পা তখনও কাঁপতে থাকে। আমার জলের বোতলটা বার করে এক ঢোক্ জল খেয়ে নি। যাক—কাট্ তবু রক্ষা পেলে!

এতক্ষণে আমার কানে মানুষের গলার শব্দ প্রবেশ করে।

একজন আর্দ্দালি বলে—"এত খেটে বয়ে আনবার দরকার ছিল না।"

আমি বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকাই।

সে কাট্এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—"ও তো হয়ে গেছে!"

আমি বুঝতে পারি না। বলি—"ওর পায়ে গুলি লেগেছে।"

আর্দ্দালি বলে—"হ্যাঁ তা-ও লেগেছে বটে।"

আমি ঘুরে তাকাই। এখনও আমার চোখের ঝাপ্সা ভাব কাটেনি। আবার ঘাম হতে থাকে। আমি চোখ মুছে ভাল করে কাটের দিকে তাকাই—সে স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বলি— "অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

আর্দ্দালি বল্লে—"আমি তোমার চেয়েও ভাল বুঝি—ও মরে গেছে।"

আমি ঘাড় নেড়ে বলি—"অসম্ভব। দশ মিনিট আগেও আমি ওর সঙ্গে কথা কয়েছি। ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।"

কাটের হাত এখনও গরম রয়েছে। আমি একটু চা দিয়ে তার রগটা মুছে দিয়ে ঘাড়ের কাছে হাত বুলোতে থাকি। হাতে চট্‌চটে কি একটা লাগে। হাত সরিয়ে নিয়ে দেখি রক্ত!

আর্দ্দালি বল্লে—"দেখলে?"

রাস্তায় আসতে আসতে আমার অজান্তে কাটের ঘাড়ে এক টুকরো গোলার কুচি এসে লেগেছিল। এতটুকু একটা ফুটো—ছোট্ট একটু কুচি এসে লেগেছে—কিন্তু এই যথেষ্ট, কাট্ মারা গেছে!

আস্তে আস্তে আমি উঠে পড়ি।

লান্স-কর্পোরাল আমায় জিজ্ঞেস করেন—"তুমি কি ওর মাইনের খাতা আর জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাও?"

আমি ঘাড় নাড়তে তিনি আমার হাতে সব দেন।

আর্দ্দালিটার ধাঁধা লেগে যায়, সে বলে—"তোমার সঙ্গে তো ওর আত্মীয়তা নেই—আছে নাকি?"

নাঃ, কাট্ আমার কেউ নয়!



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শরৎকাল। পুরোনো অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের মধ্যে বিশেষ কেউই আর বাকি নেই। আমাদের ক্লাশের সাত জনের মধ্যে কেবল আমিই টিকে আছি।

সকলেই শান্তি আর সন্ধির কথা বলছে। এবারেও যদি তা মরীচিকার মতো মিথ্যে হয়ে যায় তো তারা ক্ষেপে উঠবে। আশা বড় উঁচুতে উঠেছে, একটা ওলোট্-পালোট্ না করে তাকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। যদি শান্তি না হয়, তাহলে বিপ্লব হবে।

খানিকটা বিষাক্ত গ্যাস টেনে নেওয়ার ফলে আমি চোদ্দ দিন বিশ্রাম পেয়েছি। একটা ছোট বাগানে সারাদিন আমি রোদ পোহাই। শীঘ্রই সন্ধি হবে—এখন আমিও একথা বিশ্বাস করি। তার পর আমরা বাড়ী ফিরে যাবো।

বাড়ী ফিরে যাবো—এইখানেই আমার চিন্তাস্রোত বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কি হবে জানি না। যা কিছু দেখছি, যা কিছু ঘটে চলেছে, তারই শুধু একটা অনুভূতি আছে—জীবনের আকাঙ্ক্ষা, গৃহ-প্রীতি, রক্ত-লালসা, মুক্তির নেশা—কিন্তু জীবন একেবারে যেন উদ্দেশ্যহীন!

যদি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমরা ঘরে ফিরতে পারতুম, আমাদের ক্লেশভোগ এবং অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিলুম তাতে একটা ঝড় বইয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু এখন আমরা শ্রান্ত,

ক্লান্ত, নিষ্পেষিত, চূর্ণ-বিচূর্ণ, দগ্ধ; আমাদের কোন কিছুতে শিকড় গাড়ার সাধ্য নেই, আমাদের সব আশা ছাই হয়ে গেছে, আজ ফিরে গিয়ে আমাদের হারানো পথ কোন মতেই আমরা খুঁজে পাবো না।

কেউ আমাদের বুঝবে না—কারণ যে-সব মানুষ আমাদের আগে পৃথিবীতে এসেছিল তারা যদিও এই কয় বছর আমাদের সঙ্গেই এখানে কাটিয়েছে, তাদের সকলেরই ঘর আছে, একটা করে পেশাও আছে; তারা এখন তাদের সেই পুরোনো কর্ম্মক্ষেত্রেই ফিরে যাবে, যুদ্ধের কথা তারা বিস্মৃত হবে। আর আমাদের পরে যারা এলো, তাদের কাছে আমরা একেবারে অজানা থাকবো—তারা আমাদের একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে যাবে। এমন কি নিজেদের কাছেও আমরা একটা অনাবশ্যক বাহুল্যের মত হয়ে থাকব। আমাদের বয়স যেমন বাড়তে থাকবে, কেউ কেউ নিজেকে খাপ্ খাইয়ে নেব, কেউ কেউ ভবিতব্যের পায়ে আত্ম-সমর্পণ করবে, আর অধিকাংশই হয়ে পড়বে বিভ্রান্ত! দিন কেটে যাবে, শেষে ধ্বংসের মধ্যে হবে আমাদের অবসান!

কিন্তু হয়ত আমি যা ভাবছি এ সবই আমার মন-খারাপ আর ভয়ের দরুণ হচ্ছে। একবার সেই সারিসারি পপ্‌লার বীথির তলায় দাঁড়াতে পারলেই তাদের পত্রমর্ম্মরের ধ্বনিতে এ সমস্ত দুঃস্বপ্ন ধূলোর মত কোথায় উড়ে যাবে!

এখানকার গাছগুলো সোনার সাজে সেজেছে। পাহাড়ে আঁশফল-গুলো পাতার আড়ালে লাল টকটক্ করছে। ধব্‌ধবে গাঁয়ের রাস্তাগুলি দিক্‌প্রান্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। আর খাবারের দোকানে দোকানে শান্তির জনরব যেন মৌচাকের গুঞ্জনের মত শোনাচ্ছে!

আমি উঠে দাঁড়াই।

পাউল্‌এর মৃত্যু

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একদিন সারা ফ্রণ্ট্ লাইন এত নিস্তব্ধ, এত শান্ত, যে সেদিনকার যুদ্ধের রিপোর্টে কেবল এই কটি কথা লেখা হয়েছে,—"Im Westen Nichts Neues." অর্থাৎ পশ্চিম সীমান্তে আর নতুন কিছু নেই। ঠিক সেই দিন সে ধরাশায়ী হল।

মাটির উপর সে উপুড় হয়ে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন ঘুমচ্ছে। তাকে উল্টে ফেলে দেখা গেল, সে বেশী কষ্ট পায়নি; তার মুখে একটা প্রশান্তির ভাব—এতদিনে যে অবসান এসে পৌঁছল তাতে যেন সে আনন্দিত হয়ে উঠেছে

শেষ